সংক্ষিপ্ত

সরল সাংখ্যদর্শন।

ভগবদ্ভক্ত ৺মদনগোপাল দে মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র

শ্রীগোকুল চন্দ্র দে

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা—

৫।৬।৭নং মদনগোপাল লেন।

৺মদনগোপাল দে মহোদয়ের ঠাকুরবাটী-নিবাসী

শ্রীশম্ভুনাথ দে

কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

মাঘ ১৩৪৫ সন।

শ্রীখগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী

উৎসর্গ।
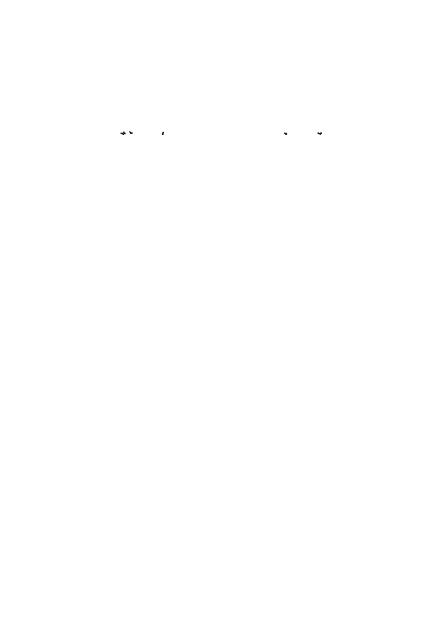
পরম পূজ্যপাদ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ভাগবতচূড়ামণি পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী আচার্য্য মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু—

বহুদিন যাবৎ আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রাদি শ্রবণ করতঃ সাধারণকে বিশেষতঃ যুবক যুবতীদিগকে সাংখ্য দর্শন কি বস্তু তাহা জানাইবার নিমিত্ত যথাসম্ভব সরল চলিত ভাষায় পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় অতি সংক্ষিপ্ত পয়ার ছন্দে রচনা করিয়া পরীক্ষা ও ভক্তি-উপহার স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আপনার শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

প্রণত—

শ্রীগোকুল চন্দ্র দে।

শ্রীগোকুল চন্দ্র দে

সূচীপত্র।

	পত্রাঙ্ক
ভূমিকা	[/০]–[১\]
গুরু-প্রণাম	১
দিবা অবসান	১
আর ঘুমাইও না	২
আমি কে ?	২—৩
আসিবার হেতু	৩—৪
বহু হইবার ইচ্ছা	৪
চব্বিশ তত্ত্ব	৪—৫
মহৎ তত্ত্ব	৫—৬
অহঙ্কার	৬—৭
ইন্দ্রিয়গণ	৭—৮
মন	৮
পঞ্চ তন্মাত্রা ও পঞ্চ মহাভূত	৮—১০
২৪ তত্ত্ব আয়ত্তের উপায়	১০—১১
পুরুষ ও প্রকৃতির বিভুত্ব যোগ	১১
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম	১১
পুরুষের বহুত্ব	১২
ভোগ মুক্তিপথের এক কারণ	১৩
প্রলয়ে কি হয়	১৩—১৪
ত্রিবিধ প্রমাণ	১৪—১৫
অভ্যাসে ধারণা ও তাহার লক্ষণ	১৫—১৬
না দেখা গেলে বস্তু নাই ব'ল না	১৬—১৭
সূক্ষ্ম বলিয়া অনুপলব্ধি, কার্য্য দেখিয়া উপলব্ধি ...	১৭—১৮
অস্তিত্ব প্রমাণ	১৯—২০

সৃষ্টির এক হেতু উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ... ২১
দর্শনের সার ... ... ২২—২৩
ত্রিবিধ দুঃখ ২৪
কর্ম্ম মাত্রই দোষযুক্ত ... ... ২৪—২৫
মুক্তির উপায় ... ... ২৫—২৬
ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ ২৬
হেতুমৎ ২৭
অনিত্য ২৭
অব্যাপি ... ... ২৭—২৮
সক্রিয়ং ২৮
অনেকং ... ... ২৮—২৯
আশ্রিতং ২৯
লিঙ্গং ... ... ২৯—৩০
সাবয়বং ৩০
পরতন্ত্রং ৩০
ব্যক্তের নব ধর্ম্মের বিপরীত ৩১
ত্রিগুণং ... ... ৩১—৩২
অবিবেকি ৩২
বিষয় ৩২
সামান্য ৩২
অচেতনং ৩৩
প্রসবধর্ম্মী ৩৩
বড় ধর্ম্মের বিপরীত ৩৩
পঙ্গু ও অন্ধ ... ... ৩৩—৩৪
সৃষ্টির ইচ্ছার অন্য এক কারণ ... ... ৩৪—৩৫

পুরুষের অস্তিত্ব ও বিভিন্ন ভাবে স্থিতি ...	৩৫—৪০
ভাব উঠিলেই সৃষ্টি	৪০—৪১
বন্ধন ও মুক্তি	৪১—৪২
সুখ ও দুঃখ কাহাকে বলে	৪৩—৪৪
স্বরূপের ব্যাঘাত	৪৪—৪৫
বুদ্ধিভ্রম	৪৫
দেহের মূল কারণ ও দুঃখের সূত্রপাত	৪৬—৪৭
বুদ্ধির বংশধর	৪৭—৪৮
বিপর্য্যয়	৪৮—৪৯
অবিদ্যা বা তমঃ	৪৯—৫০
মোহ বা অস্মিতা	৫০—৫১
মহামোহ বা রাগ	৫১
তামিস্র বা দ্বেষ	৫১—৫২
অন্ধতামিস্র বা অভিনিবেশ	৫২—৫৩
অশক্তি	৫৩—৫৫
তুষ্টি	৫৫—৫৬
বাহ্যতুষ্টি	৫৬—৫৭
প্রকৃতি তুষ্টি	৫৭—৫৮
উপাদান তুষ্টি	৫৮
কালতুষ্টি	৫৮—৫৯
ভাগ্যতুষ্টি	৫৯
অষ্টসিদ্ধি	৫৯—৬০
অধ্যয়ন	৬০
দুঃখত্রয়াভিঘাতা	৬০
শব্দ	৬০—৬১

উহ	...	...	৬১
সুহৃৎ প্রাপ্তি	...	...	৬১—৬২
দান	...	...	৬২
অণিমা	...	...	৬২—৬৩
লঘিমা	...	...	৬৩
মহিমা	...	...	৬৩—৬৪
প্রাপ্তি	...	...	৬৪
প্রাকাম্য	...	...	৬৪—৬৫
বশিত্বং	...	...	৬৫—৬৬
ঈশিত্বং	...	...	৬৬—৬৭
কামাবসায়িত্বং	...	...	৬৭—৬৯
ঐশ্বর্য্য সাধনার মূল্য	...	...	৬৯—৭০
জীবের মৃত্যু ও জন্ম	...	...	৭০—৭৩
দেহক্ষেত্র	...	...	৭৩—৭৪
করণগণ ও তাহাদের কার্য্য		...	৭৪—৭৬
বায়ুশক্তি ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য		...	৭৬—৭৭
শব্দ বা বাক্যের চারি অবস্থা		..	৭৮—৭৯
অন্তঃকরণ ত্রিকালজ্ঞ	...	...	৭৯—৮১
উপদেশ বাণী	...	...	৮১—৮৩
নাম কেন সাংখ্যদর্শন		...	৮৩—৮৪
কর্ম্মের কথা	...	...	৮৪—৮৬
পাঠকবৃন্দের প্রতি	...	...	৮৬—৮৭
বন্দনা ও প্রার্থনা	...	...	৮৭—৮৮
তাঁ বিনে পার	...	...	৮৮
৺মদনগোপাল দে মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত			I—XXII

সূচীপত্র বর্ণানুক্রমে

পত্রাঙ্ক

অ

অচেতনং ৩৩
অণিমা ... ... ৬২—৬৩
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ১১
অধ্যয়ন ৬০
অন্ধতামিস্র বা অভিনিবেশ ... ... ৫২—৫৩
অনিত্য ২৭
অনেকং ... ... ২৮—২৯
অন্তঃকরণ ত্রিকালজ্ঞ ... ... ৭৯—৮১
অব্যাপি ... ... ২৭—২৮
অবিবেকি ৩২
অবিদ্যা বা তমঃ ... ... ৪৯—৫০
অভ্যাসে ধারণা ও তাহার লক্ষণ ... ... ১৫—১৬
অশক্তি ... ... ৫৩—৫৫
অষ্টসিদ্ধি ... ... ৫৯—৬০
অস্তিত্ব প্রমাণ ... ... ১৯—২০
অহঙ্কার ... ... ৬—৭

আ

আর ঘুমাইও না ২
আমি কে ? ... ... ২—৩
আসিবার হেতু ... ... ৩—৪
আশ্রিতং ২৯

ই

ইন্দ্রিয়গণ ... ... ৭—৮

ঈ

ঈশিত্বং ... ... ৬৬—৬৭

উ

উপদেশ বাণী ... ... ৮১—৮৩
উপাদান তুষ্টি ৫৮

ঊ

ঊহ ৬১

ঐ

ঐশ্বর্য্য সাধনার মূল্য ... ... ৬৯—৭০

ক

কর্ম্ম মাত্রই দোষযুক্ত ... ... ২৪—২৫
কর্ম্মের কথা ... ... ৮৪—৮৬
করণগণ ও তাহাদের কার্য্য ... ... ৭৪—৭৬
কামাবসায়িত্বং ... ... ৬৭—৬৯
কালতুষ্টি ... ... ৫৮—৫৯

গ

গুরু-প্রণাম ১

চ

চব্বিশ তত্ত্ব ... ... ৪—৫
চব্বিশ তত্ত্ব আয়ত্তের উপায় ... ... ১০—১১

জ

জীবের মৃত্যু ও জন্ম ... ... ৭০—৭৩

ত

তামিস্র বা দ্বেষ ... ... ৫১—৫২
তাঁ বিনে পার ৮৮

ত্রিগুণং	...	...	...	৩১—৩২
ত্রিবিধ দুঃখ	...	...	...	২৪
ত্রিবিধ প্রমাণ	...	...	...	১৪—১৫
তুষ্টি	...	...	...	৫৫—৫৬

দ

দর্শনের সার	...	...	...	২২—২৩
দান	...	...	...	৬২
দিবা অবসান	...	...	...	১
দুঃখত্রয়াভিঘাতা	...	...	...	৬০
দেহক্ষেত্র	...	...	...	৭৩—৭৪
দেহের মূল কারণ ও দুঃখের সূত্রপাত ...			...	৪৬—৪৭

ন

না দেখা গেলে বস্তু নাই ব'ল না	...	...	১৬—১৭
নাম কেন সাংখ্যদর্শন	...	...	৮৩—৮৪

প

পঙ্গু ও অন্ধ	...	...	...	৩৩—৩৪
পঞ্চ তন্মাত্রা ও পঞ্চ মহাভূত		...	...	৮—১০
পরতন্ত্রং	...	...	...	৩০
পুরুষ ও প্রকৃতির বিভুত্ব যোগ		...	...	১১
পুরুষের বহুত্ব	...	...	...	১২
পুরুষের অস্তিত্ব ও বিভিন্ন ভাবে স্থিতি			...	৩৫—৪০
প্রকৃতি তুষ্টি	...	...	...	৫৭—৫৮
প্রলয়ে কি হয়	...	...	...	১৩—১৪
প্রসবধর্ম্মী	...	...	.	৩৩
প্রাকাম্য	...	...	...	৬৪—৬৫

পাঠকবৃন্দের প্রতি ... ... ৮৬—৮৭
প্রাপ্তি ৬৪

ব

বন্দনা ও প্রার্থনা ... ... ৮৭—৮৮
বন্ধন ও মুক্তি ... ... ৪১—৪২
ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ ২৬
ব্যক্তের নব ধর্ম্মের বিপরীত ৩১
বহু হইবার ইচ্ছা ৪
বশিত্বং ... ... ৬৫—৬৬
বাহ্যতুষ্টি ... ... ৫৬—৫৭
বায়ুশক্তি ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য ... .. ৭৬—৭৭
বিপর্য্যয় ... ... ৪৮—৪৯
বিষয় ৩২
বুদ্ধিভ্রম ৪৫
বুদ্ধির বংশধর ... ... ৪৭—৪৮

ভ

ভাগ্যতুষ্টি ৫৯
ভাব উঠিলেই সৃষ্টি ... ... ৪০—৪১
ভূমিকা ... ... [৵০]—[১৲]
ভোগ মুক্তিপথের এক কারণ ১৩

ম

৺মদনগোপাল দে মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত ... I—XXII
মন ৮
মহৎ তত্ত্ব ... ... ৫—৬
মহামোহ বা রাগ ৫১

মহিমা ... ... ৬৩—৬৪
মুক্তির উপায় ... ... ২৫—২৬
মোহ বা অস্মিতা ... ... ৫০—৫১

ল

লঘিমা ৬৩
লিঙ্গং ... ... ২৯—৩০

শ

শব্দ ... ... ৬০—৬১
শব্দ বা বাক্যের চারি অবস্থা ... ... ৭৮—৭৯

ষ

ষড় ধর্ম্মের বিপরীত ৩৩

স

সক্রিয়ং ২৮
স্বরূপের ব্যাঘাত ... ... ৪৪—৪৫
সাবয়বং ৩০
সামান্য ৩২
সিদ্ধি অষ্ট ... ... ৫৯—৬০
সুখ ও দুঃখ কাহাকে বলে ... ৪৩—৪৪
সুহৃৎ প্রাপ্তি ... ... ৬১—৬২
সূক্ষ্ম বলিয়া অনুপলব্ধি, কার্য্য দেখিয়া উপলব্ধি ১৭—১৮
সৃষ্টির এক হেতু উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ২১
সৃষ্টির ইচ্ছার অন্য এক কারণ ... ৩৪—৩৫

হ

হেতুমৎ ২৭

ভূমিকা

যে কপিল দেবের ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও উপদেশ এই গ্রন্থে বর্ণনা করিতেছি তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত ইহাতে না থাকিলে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ বোধ করায় বহু যত্নে ও পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমতিক্রমে তাঁহার কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ হইতে অনেকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সত্যযুগে স্বায়ম্ভুব মনু যখন সপ্ত-সাগরা পৃথিবীর সম্রাট্, সেই সময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, কর্দ্দম প্রজাপতিকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আজ্ঞা দেন।

কর্দ্দম ঋষি মহাযোগী ছিলেন। সেই আজ্ঞাপ্রাপ্তে তিনি দশ হাজার বৎসর পত্নীলাভের জন্য তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু দর্শন দেন। সেই সময় কর্দ্দম বহুবিধ স্তুতি করিয়া বলেন যে, ভার্য্যা বিনা দেবতা ঋষি ও পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্তি লাভে সম্ভাবনা নাই, অতএব একটী গুণসম্পন্না মনোরমা ভার্য্যা পাইতে ইচ্ছা করি। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে প্রজাপতি-সম্রাট্ মনু সদাচারাদি লক্ষণে বিখ্যাত, যিনি ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে বাস করিয়া সপ্ত-সাগরা পৃথিবী শাসন করিতেছেন সেই ধর্ম্মজ্ঞ মনু, মহিষী শতরূপার সহিত পরশ্ব দিবস তোমাকে দেখিতে আসিবেন। তাঁহার একটী রূপলাবণ্যবতী কন্যা আছে। সে তরুণ বয়স্কা ও সুশীলা, সে তাহার অনুরূপ পতি অন্বেষণ করিতেছে। তোমার আত্মাতে যে বীর্য্য আছে তাহাতে সেই কন্যা নয় প্রকার প্রসব করিবে। তোমার ঔরষে সেই কন্যার গর্ভে নয়টী কন্যা জন্মিবে। ঋষিগণ তাহাদের বিবাহ করিয়া তাহাদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিবে। তুমি গৃহাশ্রমী হইয়া জীবে দয়া করিও, তাহার পর আমিও তোমার

বীর্য্য অবলম্বনে আপনার অংশকলায় তোমার ঔরসে দেবহূতির গর্ভে জন্ম লইয়া তত্ত্বসংহিতা প্রণয়ন করিব। পরে তুমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণিমাত্রকে অভয়দান করিও। ভগবান্ বিষ্ণু এই প্রকার বলিয়া সরস্বতী নদীবেষ্টিত বিন্দুসরোবর হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কর্দ্দম কাল প্রতীক্ষা করিয়া সেই বিন্দুসরোবর-তীরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময় স্বায়ম্ভুব মনু ভার্য্যার সহিত কন্যা দেবহূতিকে সঙ্গে লইয়া রথারূঢ় হইয়া বরান্বেষণার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে ভগবন্নির্দ্দিষ্ট দিনে ঐ কর্দ্দম ঋষির কুটিরে গমন করিলেন। মুনিও আশীর্ব্বচনে অভিনন্দন করিলেন। মনু অর্হণ গ্রহণপূর্ব্বক আসনে আসীন হইলে ঋষিশ্রেষ্ঠ কর্দ্দম ভগবানের সেই আদেশ স্মরণ করিয়া সুকোমল বাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্! বোধ করি আপনি সাধুসংরক্ষণ ও অসাধুদমনের জন্য এই পর্য্যটন আরম্ভ করিয়াছেন, আর কি জন্যই বা এই স্থানে আগমন তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। পাছে আপনার অভিপ্রায় প্রত্যাখ্যাত হয় এই ভয়ে সম্রাট্ কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মণ্! বেদময় ব্রহ্মা ইচ্ছা করিয়া আপনাদিগকে তপস্যা বিদ্যায় নিপুণ ও অকপট করিয়া স্বীয় মুখ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি শুভাদৃষ্ট বশতঃ আপনার দর্শন পাইলাম। দুহিতার স্নেহবন্ধন নিবন্ধন আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছে এই হেতু এক্ষণে দীনের একটী নিবেদন অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে চরিতার্থ হইব। এইটী আমার দুহিতা; ইনি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগিনী; ইনি বয়ঃশীলাদি গুণসম্পন্ন পতি অন্বেষণ করিতেছিলেন। ইনি দেবর্ষি নারদের মুখে আপনার রূপ ও গুণাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া আপনাকেই ইঁহার উপযুক্ত পতি স্থির করিয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি শ্রদ্ধা সহকারে ইঁহাকে সম্প্রদান করিতেছি। আপনি ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। এই কন্যা আপনারও অনুরূপা, ইঁহা হইতে আপনার গৃহধর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন

হইবে। দেখুন অভিলষিত বিষয় অযাচিত ভাবে যদি স্বয়ং উপস্থিত হয় তাহা হইলে নিরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিরও তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। বিশেষতঃ যাঁহারা মনে মনে তাহার প্রার্থী, তাহাদের পক্ষে উপেক্ষা করা নিতান্ত অসঙ্গত, অতএব আপনি এই কন্যাটীকে গ্রহণ করুন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি শুনিলাম আপনি বিবাহ করিতে উদ্যত, সেই জন্যই এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। কর্দ্দম কহিলেন ভালই হইল আমিও বিবাহ করিতে অভিলাষী। তোমারও এই কন্যা অদত্তা, ইনি আমাকে পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত স্থির-সংকল্পা, আর তুমিও অন্য কাহাকে সম্প্রদান করিতে স্বীকার কর নাই, সুতরাং এই প্রথম বৈবাহিক বিধি আমাদের উভয়েরই অনুরূপ হইবে অতএব আমি ইঁহাকে বিবাহ করিব। কিন্তু আমার একটী প্রতিজ্ঞা এই যে, যেপর্য্যন্ত এই কন্যার সন্তানোৎপত্তি না হয় ততকাল গৃহধর্ম্ম পালন করিব। যত দিন ইনি নিজের ও আমার তেজ ধারণ না করিবেন ততকাল ইঁহার সহিত বাস করিব। তাহার পর ভগবান্ বিষ্ণু যে হিংসারহিত ধর্ম্মের কথা কহিয়াছেন তাহারই অনুষ্ঠান করিব। অনন্তর মনু স্বীয় মহিষী এবং দুহিতার অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বহুগুণসম্পন্ন সেই কর্দ্দম মুনিকে অনুরূপ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মহারাজ্ঞী শতরূপাও প্রফুল্ল চিত্তে বিবাহকালীন দানোচিত নানাবিধ বসন ভূষণ ও বিবিধ গৃহোপকরণ সকল সেই দম্পতীকে যৌতুক দিলেন। পিতামাতা প্রস্থান করিলে দেবহুতি ইঙ্গিত মাত্রেই স্বামীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া হর প্রণয়িনী ভবানীর ন্যায় আনন্দচিত্তে পতি কর্দ্দমের পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবহুতি স্বামীর উপর অটল বিশ্বাস ও সর্ব্বদা তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করা, নিজের দেহ সংস্কার, চিত্তশুদ্ধি, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, পাদ-সংবাহনাদি স্বামীর শুশ্রূষা, প্রেম ও মধুর আলাপন দ্বারা স্বামীর তৃপ্তি সাধন করিতেন। তিনি

নিজের কাম, কাপট্য, দ্বেষ, লোভ, অহঙ্কার এবং নিষিদ্ধাচরণ প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় দমন এবং সুমধুর সম্ভাষণ দ্বারা ও পতির অনুবর্ত্তিনী হইয়া সাবধানে স্বামীর সবা করিতে লাগিলেন। বহুকাল নিয়মপূর্ব্বক ব্রতাবলম্বনের ক্লেশ সহ্য করায় দেবহূতির দেহকান্তি ও লাবণ্য মলিন হইয়া গেল। একদা মহর্ষি কর্দ্দম সহধর্ম্মিণীর প্রতি দৃষ্টিপাতে তাঁহার তদবস্থা দেখিয়া করুণাদ্রহৃদয়ে প্রেম-গদ্‌গদ বচনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন হে মনুতনয়ে! তুমি যে একজন বিশেষ মানদাত্রী তাহা তোমার কার্য্যেই বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। যে দেহ দেহিমাত্রের অতি প্রিয় তুমি সেই দেহ যখন কেবল আমার উপলক্ষেই উপেক্ষা করিয়া ক্ষয় কবিতে উদ্যত হইয়াছ, তখন তুমি যে আমার নিতান্ত বশবর্ত্তিনী সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। প্রিয়তমে! আমি স্বকীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিপালনে আমার কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদি উগ্র-তপস্যা ভগবদ্ধ্যানরূপ সমাধি অপরোক্ষানুভূতি এবং তাহাতে চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন আমি অদ্যাবধি ভগবানের যে অনুগ্রহ ও অপূর্ব্ব ভোগলাভে অধিকারী হইয়াছি, কেবল আমায় শুশ্রূষা করিবার ফলে তুমিও সেই সকল ভোগে অধিকারিণী হইয়াছ। এ সকল ভোগ-সম্ভোগে মৃত্যু বা নরক পতনের কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি তুমি ঐ সমস্ত অবলোকন কর। মহর্ষি কর্দ্দম যখন এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন দেহহূতি তাঁহাকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, ঈষৎ লজ্জার সহিত অবলোকন করাতে তাঁহার চন্দ্র-বদন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর তিনি পতিকে সবিনয় ও সপ্রণয় গদ্গদবচনে কহিলেন হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, হে স্বামিন্, আপনি যোগ ও মায়ার অধিপতি, আপনি যাহা কহিলেন সকলই আপনাতে সিদ্ধ আছে কিন্তু আপনি আমার পানিগ্রহণ-সময়ে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করুন। একবার অঙ্গ-সংশ্রবে যেন গর্ভের সঞ্চার হয়। আপনার

ন্যায় গৌরবান্বিত স্বামীর সহবাসে সতী নারীর গর্ভলাভই বিশেষ গৌরবের কথা, হে সর্ব্বেশ্বর! এক্ষণে অঙ্গ সঙ্গের যে কিছু পূর্ব্ব প্রয়োজন থাকে রতিশাস্ত্রানুসারে যথাবিধি উপদেশ আমাকে প্রদান করুন। যেন তদনুরূপ কার্য্য করিয়া আমার মদন-শরে জর্জ্জরিত এই কলেবর দৌর্ব্বল্যাদি পরিহারের দ্বারা বিহারে সমর্থ হয় এবং মদীয় কামানুরূপ ভবনেরও নির্দ্দেশ করুন। মুনিবর কর্দ্দম প্রেয়সীর তাদৃশ ভাবপূর্ণ বাক্য সমূহ শ্রবণ করিয়া যোগাবলম্বন করিলেন এবং প্রণয়িনীর প্রীতি সংবর্দ্ধনার্থ তৎক্ষণাৎ এক অপূর্ব্ব যথেচ্ছগতি বিমান আবির্ভূত করাইলেন। ঐ অপূর্ব্ব বিমানে যাবতীয় অভিলষিত বিষয়ের একত্র সন্নিবেশ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। মণিময় স্তম্ভে শোভিত হইয়া যেন সর্ব্বপ্রকার রত্ন ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ বোধ হইল। অলৌকিক উপকরণাদিতে পরিপূর্ণ ও বিচিত্র সাজ শয্যায় সজ্জিত হইয়া ধ্বজা পতাকার বিচিত্র শোভা এতই শোভিত ছিল যেন সকল ঋতুর সুখাবহ ভাব তথায় একত্র উপস্থিত বোধ হইতে লাগিল! নানাপ্রকার সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য ইতস্ততঃ সংলগ্ন। কৌশেয়াদি বিচিত্র বস্ত্রাদিতে বিমানখানি আবৃত ছিল, বিমানের মধ্যে উপর্য্যুপরি বিবিধ স্তরে অনেকগুলি গৃহ নির্ম্মিত ছিল এবং প্রত্যেক গৃহের অভ্যন্তর, পর্য্যঙ্ক, ব্যজন ও আসনাদি বাসোপযোগী শয্যাদিতে উপশোভিত। স্থানে স্থানে নানা প্রকার কারুকার্য্য-বিশিষ্ট আসন বিন্যস্ত ছিল, কোথাও বা মহানরকত মণিদ্বারা গৃহের মধ্যস্থল নির্ম্মিত। কোথাও বা প্রবাল নির্ম্মিত বেদী সকল পরিশোভিত। প্রত্যেক গৃহদ্বারের দেহলী (চৌকাঠের উপর ফলক) প্রবালাবৃত; এবং কবাট সকল বজ্ররত্নে (হিরক বিশেষ) রচিত। অট্টালিকার চূড়া সকল ইন্দ্রনীল মণির দ্বারা নির্ম্মিত ও সুবর্ণময় কলস তদুপরি সংস্থাপিত ছিল। বিমানোপরি এরূপ কৃত্রিম হংস ও পারাবতাদির প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ বিন্যস্ত ছিল যে,

হংস ও পারাবতাদি পক্ষিকুল তাহাদিগকে জীবিত ও প্রকৃত স্ব স্ব জাতি জ্ঞানে সমীপে গমন করতঃ কূজন ধ্বনি করিতে লাগিল। অহো! সেই বিমানে বিহার স্থান, বিশ্রাম ভবন, শয়নাগার প্রাঙ্গণ ও বহির্ভাগ এরূপ যথোপযুক্ত ভাবে বিরচিত ছিল যে তদ্দর্শনে স্বয়ং কর্দ্দমেরও বিস্ময় উৎপন্ন হইল।

এদিকে দেবহূতি তাদৃশ অলৌকিক শোভা সম্পন্ন বিমান দর্শন করিয়া নিজ অবস্থার অনুসারে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না। সর্ব্বাভিজ্ঞ কর্দ্দম মনে মনে দেবহূতির মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, হে ভীরু, উদ্বিগ্ন হইও না। বিন্দুসরোবর নামে এই যে পবিত্র তীর্থ অবলোকন করিতেছ, ইহাতে অবগাহন করিলে মানবের সকল আশা পূর্ণ হয়। ভগবান্ শুক্লমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জনে এই হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছেন। তুমি প্রথমতঃ এই হ্রদে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান কর। পরে এই বিমানে আরোহণ করিবে। কমলনয়না দেবহূতি পতি কর্দ্দমের অনুমতি অনুসারে মলিন বস্ত্র, বেণীর আকারে জটাবিশিষ্ট অসংস্কৃত কেশদাম এবং মলাবৃত অপরিষ্কৃত বিবর্ণ কুচদ্বয়বিশিষ্ট কলেবর লইয়াই সেই স্বরস্বতীর পবিত্র এবং স্বচ্ছ জলাশয়ে প্রবেশ করিলেন এবং সরোবরে অবগাহন করিলেন এবং সরোবরে অবগাহন করিবামাত্র দেখিলেন যে, পদ্মগন্ধা দশশত কিশোরবয়স্কা কমনীয়া কামিনীগণ উক্ত বিমানে বিরাজ করিতেছে। সেই কন্যাগণ দেবহূতিকে অবলোকন করিবামাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মানা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করতঃ তাঁহাকে বলিতে লাগিল, হে সাধ্বি! আমরা সকলে আপনার আজ্ঞানুকারিণী পরিচারিকা; আজ্ঞা করুন এক্ষণে আপনার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব। সেই ললনা দাসীগণ এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল আনয়ন করিয়া সমাদরের সহিত দেবহূতির গাত্রে মর্দ্দন করিল এবং গাত্র

মার্জ্জনাদি দ্বারা স্নান সমাপন করাইয়া অতি পবিত্র নূতন সূক্ষ্ম বসন পরিধান করাইল এবং উত্তরীয়ার্থ সূক্ষ্ম বসন প্রদান করিল এবং অপূর্ব্বজ্যোতিঃ রিশিষ্ট মহামূল্য আভরণে দেহহূতিকে সজ্জিত করিয়া নানাবিধ সুমিষ্ট স্বাদু ষড়রস বিশিষ্ট অন্নব্যঞ্জন ও পানীয় দ্রব্য সম্মুখে আনয়ন করিল। অনন্তর দেবহূতি দর্পণ সমীপে আপনাকে নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গলদেশে বিচিত্র মালা ধারণে পূর্ণমঙ্গল ও নারীগণ কর্ত্তৃক বহু সম্মানিত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। আপাদ মস্তক সুগন্ধি তৈলাদি মর্দ্দনের দ্বারা স্নান করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গে আভরণ, গলদেশে স্বর্ণ পদক, হস্তে স্বর্ণ বলয় এবং চরণে সুন্দর শব্দ বিশিষ্ট নূপুর, নিতম্ব ভাগে বহু রত্ন বিশিষ্ট কোটীসূত্র ও চন্দ্রহার, গলদেশে মণিময় হার এবং কুঙ্কুমাদি মাঙ্গল্য দ্রব্যে দেহ সুসজ্জিত। শোভন দন্তপংক্তি, সুন্দর ভ্রূ যুগল, মনোহর নেত্রযুগল, যেন পদ্মপত্রকেও সৌন্দর্য্যে নিন্দা করিতেছে; সুনীল অলকাজাল বদনের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এইরূপ আপনার দেহসৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া দেবহূতি অতি বিস্ময় সহকারে যখন সেই ঋষিপুঙ্গব, জীবন সর্ব্বস্ব, প্রিয় পতি কর্দ্দমকে মনে মনে স্মরণ করিলেন অমনি তাঁহাকে সম্মুখে সেই নারী মণ্ডলেই নিরীক্ষণ করিতে পাইলেন। দেবহূতি তাদৃশ নারীসহস্রে স্বয়ং পরিবৃতা এবং স্বামীও সম্মুখে দণ্ডায়মান অবলোকন করিয়া ভর্ত্তার যোগসামর্থ্যের বিষয় চিন্তা করতঃ অতিশয় বিস্মিত হইলেন। সেই সরস্বতীর জলে গাত্র মার্জ্জনাদি দ্বারা অবগাহন স্নান করিয়া গাত্রোত্থান করিলে দেবহূতির রূপের আর সীমা ছিল না; তপঃক্লেশ জনিত মালিন্য ও কৃশভাব সমস্তই দূর হইয়া গেল। বিবাহকালে তাঁহার যেমন সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য ছিল এক্ষণে তিনি তদপেক্ষা অধিকতর শোভা ধারণ করিলেন। বিদ্যাধরী

সহস্রে পরিবৃতা দেবহূতিকে অঞ্চলে কুচদ্বয় সমাচ্ছাদিত করতঃ ক্ষৌম বস্ত্র পরিধানে আপনার সমীপে দণ্ডায়মানা নিরীক্ষণ করিয়া কর্দ্দমের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রেয়সীকে বিমানে আরোহণ করাইলেন। প্রফুল্ল কমল দলের শোভা বর্দ্ধন করতঃ তারকা জাল মণ্ডিত পূর্ণ শশধর গগনমণ্ডলে যেরূপ শোভা ধারণ করে, সেইরূপ বিদ্যাধরীগণে পরিবেষ্টিত পুষ্ট কলেবর কর্দ্দমঋষি প্রেয়সী-সহ সেই বিমানে আরোহণ করতঃ স্বীয় মহিমায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই ললনাগণে পরিবৃত ঋষিপুঙ্গব বহুকাল বিমানযোগে বহু স্থানে ক্রীড়া করিলেন। অষ্টলোকপালের বিহারস্থল পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ মেরুর গুহা প্রদেশ, যথায় মদনসখা শীতল সুগন্ধ মৃদু মন্দ সঞ্চালনে শৈত্য ও উষ্ণাদির সর্ব্ব সুখময় ভাব উদ্দীপনে সতত সঞ্চারিত, এবং সুরধুনী কল কল ধ্বনিতে শব্দ করতঃ নিরন্তর যথায় প্রবাহিত হইতেছিল কর্দ্দম সেই সমস্ত সুখময় স্থানে সিদ্ধগণের পূজিত হইয়া ধনপতি কুবেরের ন্যায় বিমানযোগে বহুকাল বিহার করিতে লাগিলেন। বৈশ্রম্ভক, সুবসন, নন্দনকানন, পুষ্পভদ্রক এবং চৈত্ররথাদি বিবিধ স্বর্গ কাননে এবং মানসসরোবরাদি নানাস্থানে প্রিয়তমার সহিত প্রসন্ন হৃদয়ে মহর্ষি কর্দ্দম ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অসীম মহিমা বিশিষ্ট কামগতি উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া তিনি বায়ুর ন্যায় এত তীব্রবেগে শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন যে বিমানচারী কোন ব্যক্তিই তাঁহার গতির অনুসরণ করিতে সমর্থ হইত না। কর্দ্দম ঋষির এতাদৃশ সম্ভোগ ব্যাপার কিছু বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ যে চরণ চিন্তা করিলে ভবব্যাধি হইতে জীব মুক্তি লাভ করে ভগবানের সর্ব্ব মঙ্গলময় সেই পবিত্র পদারবিন্দে যাঁহারা সম্পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাদৃশ অনন্য চেতা ধীর ব্যক্তিগণের পক্ষেত কিছুই দুর্ল্লভ বলিয়া অনুভব হয় না।

ভগবান্ কর্দ্দম ঋষি সেই বিমান যোগে প্রিয় বনিতাকে দ্বীপ বর্ষাদি বিবিধ অনির্ব্বচনীয় পদার্থের সমাবেশে রচিত ভূমণ্ডল প্রদর্শন করাইয়া তিনি ভার্য্যাসহ পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং আপনার নব প্রকার রূপ ধারণ করিয়া সুরত প্রার্থিণী ভার্য্যা মনুকন্যা সহ বহু সংবৎসর কাল পর্য্যন্ত রমণ করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাদৃশ বহু কালও তাঁহার নিকট মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত হইয়া গেল। সেই উৎকৃষ্ট বিমানে রতিবর্দ্ধিনী উৎকৃষ্ট শয্যায় গমন করতঃ দেবহূতি অতি সুন্দর পতির সহবাসে মিলিতা হইয়া তাদৃশ বর্ষ সহস্রকে পলকের ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। এই প্রকারে যোগাভ্যাসের দ্বারা রমমাণ দম্পতীযুগল শত সংবৎসরকেও মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাযোগী কর্দ্দম মরীচ্যাদির বিবাহার্থ ব্রহ্মার অভিপ্রায় অবগত ছিলেন; সুতরাং পরমাত্মোপাসনা-বলে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করায় তিনি আত্ম-স্বরূপকে যেমন নয়ভাগে বিভক্ত করিলেন, তেমনি আবার ভার্য্যাকে দেহার্দ্ধজ্ঞানে আদর করতঃ তাহাতে নয় প্রকার বীর্য্য অর্পণ করিলেন। অনন্তর মনুকন্যা দেবহূতি অচির কালমধ্যে রূপ লাবণ্যসম্পন্না চারুদেহা রক্তোৎপলের ন্যায় ও পদ্মগাত্রগন্ধ বিশিষ্টা নয়টী কন্যা এক দিনেই প্রসব করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে পতি কর্দ্দম আর গৃহাশ্রমে থাকিবেন না; পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহার সময় অতিবাহিত হওয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণে বনে গমন করিবেন। এই চিন্তায় তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল; দেবহূতি এতাদৃশ মর্ম্মবেদনা কোন ক্রমে অন্তরে সংবরণ করিলেন এবং মুখে ঈষৎ হাস্য করতঃ স্বামী সন্নিধানে দণ্ডায়মানা হইয়া অধোমুখে পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি নিখনন করতঃ অতি কষ্টে নেত্রজল নিবারণ পূর্ব্বক মধুর বচনে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে প্রভো! আপনার প্রতিশ্রুত সকল বিষয়ই আমার প্রতি সুষ্ঠু

সম্পাদিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু হে স্বামিন্! আমি আপনার শরণাগত; আমাকে অভয় প্রদান করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে ব্রহ্মণ্! প্রথমতঃ এই যে সকল কন্যা আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ইহাদের উপযুক্ত রূপগুণাদিসম্পন্ন পতি আপনার অন্বেষণ করা বিধেয়; পরে আপনি যখন সন্ন্যাস অবলম্বনে বনে গমন করিবেন তখন আমি শোক সংবরণ পূর্ব্বক বাস করিতে পারি, এবং অন্ততঃ শোকের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, তজ্জন্য আমাকে একটা অবলম্বন দেওয়া আপনার বিশেষ কর্ত্তব্য। দেখুন, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের প্রসঙ্গে আমি এতাবৎ কাল বৃথায় অতিবাহিত করিলাম; ভূতভাবন পরমাত্মার চিন্তায় আমার চিত্ত একবারও অগ্রসর হয় নাই, আপনার প্রতিও আমার যে আসক্তি সে কেবল ইন্দ্রিয় ভোগ্য ভাবের সূচণায় মাত্র; আপনার পরম ভাব ধর্ম্মজ্ঞানাদি ভক্তির প্রতি আমার লক্ষ্য হয় নাই, এক্ষণে প্রার্থনা যে আমার আসক্তি আপনার ইন্দ্রিয়ভোগ্য ভাবের প্রতি অগ্রসর না হইয়া যেন আপনার সংসারমোচক ধর্ম্মজ্ঞানাদি ভক্তিময় ভাবের প্রতি ধাবিত হয়। দেখুন অজ্ঞানতা-নিবন্ধন আসক্তি বিশিষ্ট ঘোর সংসারী পুরুষাদির প্রেমে যে সঙ্গের দ্বারা সংসার উৎপন্ন হয়, আবার সাধু ভক্তগণের প্রতি সেই সঙ্গের দ্বারাই মুক্তির পদ উদ্ঘাটনে নিরাময় আনন্দেরই লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। এই মানব দেহ ধারণ করিয়া যাহাদের কায়িক ও মানসিক কর্ম্মকলাপাদির দ্বারা ধর্ম্মের সঞ্চয় না হয় তাহারা কখনও সংসার হইতে আসক্তি ছিন্ন করিয়া বৈরাগ্য লাভে সমর্থ হয় না। অতএব ভগবদারাধনায় পরাঙ্মুখ তাদৃশ জীবের দেহধারণ ও মৃত্যু উভয়ই তুল্য। অহো! কি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আপনার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মুক্তির পথপ্রদর্শক পরম হিতৈষী উপযুক্ত পাত্রকে এতকাল নিকটে প্রাপ্ত হইয়াও

আমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভের কিছু মাত্র চেষ্টা করি নাই। নিঃসন্দেহে আমি সেই ভগবানের বিষয় মায়ার ঘোরে বঞ্চিত হইলাম মাত্র। মনুকন্যা দেবহূতির তাদৃশ বৈরাগ্যোদ্দীপক নির্ব্বেদ বাক্য শ্রবণে কর্দ্দমের হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল। তিনি তখন সেই পবিত্র-হৃদয়া দেবহূতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভগবদুক্ত পূর্ব্ব প্রসঙ্গের আলাপ আরম্ভ করিলেন, কর্দ্দম বলিলেন, হে নির্ম্মলচরিত্রে রাজনন্দিনি! তুমি আপনার অদৃষ্টের প্রতি এইরূপ দোষারোপ করতঃ খেদ করিও না। নিরঞ্জন ভগবান্ অতি সত্বর তোমার গর্ভে পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইবেন। কিন্তু যদিও তুমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ব্রতাদি বিবিধ পুণ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছ, তথাপি সম্প্রতি বাহ্যেন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ করতঃ ইষ্ট মন্ত্র জপ এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক যম ও নিয়মাদির অনুশীলনে ও কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদি ব্রতের অনুষ্ঠানে এবং গো হিরণ্যাদি দ্রব্যের দানের দ্বারা আত্মশুদ্ধি বিধান কর এবং প্রেম ও শ্রদ্ধা সহকারে সেই নিত্য সনাতন পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার আরাধনায় নিত্য নিরঞ্জন জনার্দ্দন প্রসন্ন হইয়া তোমার গর্ভে পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করতঃ অজ্ঞানান্ধকার অপনয়ন করিবেন; ইহাতে ভগবান্ আমার পুত্র হইয়াছেন বলিয়া জগতে আমারও কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইবে সন্দেহ নাই। দেবহূতি বিশেষ শ্রদ্ধা গৌরবের সহিত কর্দ্দমের আদেশ বাক্য বিশ্বাস করিলেন এবং অনন্যমনে কূটস্থ পুরুষোত্তম জ্ঞানদাতা ভগবান্‌কে আরাধনা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে বহুকাল অতীত হইলে, মধুসূদন বিষ্ণু কর্দ্দম সম্বন্ধীয় বীর্য্যকে অবলম্বন করিয়া ইন্ধনাশ্রিত হুতাশনের ন্যায় দেবহূতির গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। ভগবানের আবির্ভাব কালে আকাশপথে অমরবৃন্দ মেঘগম্ভীর নিনাদে শঙ্খ মৃদঙ্গ ও দুন্দুভি প্রভৃতির ধ্বনি করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন,

এবং অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দিক্‌সমূহ জলাশয়সমূহ এবং জীবের মানস সরোবর প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণে জগতে পবিত্র ভাবের পরিচয় দিতে লাগিল। এমন সময় ভগবান্ কমলাসন ব্রহ্মা মরীচ্যাদি ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া সরস্বতী নদীর দ্বারা পরিবেষ্টিত বিন্দুসরোবর নামক কর্দ্দমের সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, পরম ব্রহ্ম ভগবান্ প্রকৃত্যাদি তত্ত্বসমূহের নির্ণায়ক সাংখ্য শাস্ত্রের প্রচারার্থ কেবল সত্ব গুণাবলম্বনে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন অবগত হইয়া, সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মার আর আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁহার নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু অবিরল ধারে নির্গত হইতে লাগিল। ভগবানের আবির্ভূত হইবার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি হর্ষগদ্গদ স্বরে অভিনন্দন পূর্ব্বক কর্দ্দম ও দেবহূতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন হে বৎস! তুমি আমার যথেষ্ট গৌরব রক্ষা করিয়াছ। তুমি যখন অকপট চিত্তে আমার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়াছ, ইহাতেই আমার মান ও সম্যক্ পূজা করা হইয়াছে। দেখ! পিতার শুশ্রূষা পুত্রের এই-রূপই কর্ত্তব্য বটে; গুরুজনের আজ্ঞা শ্রবণ মাত্রেই তৎকার্য্য সম্পাদন করিব বলিয়া গৌরবের সহিত অনুমোদন করা কর্ত্তব্য। হে বৎস! তোমার এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাগণ পতি-পরায়ণা হইবেন এবং ইহারা স্ব স্ব গর্ভোৎপন্ন সন্তান সন্ততি দ্বারা নানা প্রকারে আমার সৃষ্টিকে পরিবর্দ্ধিত করিবেন, বোধ হয়, তুমিও ইহা অবগত আছ। অতএব তুমি ইঁহাদের সদৃশরূপগুণাদি সম্পন্ন উপযুক্ত মরীচ্যাদি ঋষি-পাত্রে ইঁহাদিগকে সম্প্রদান কর। এতদ্বারা ভূমণ্ডলে তোমার অক্ষুন্ন কীর্ত্তি ও যশঃ বিস্তার কর। হে মুনে! সর্ব্বানন্দপ্রদ আদিভূত সনাতন পরম পুরুষ, প্রাণীগণের মঙ্গলার্থ স্বীয় ঐশীশক্তি যোগমায়ার অবলম্বনে দেহ ধারণ করতঃ কপিল মূর্ত্তিতে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইবেন।

সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত তত্ত্বজ্ঞান, অপরোক্ষ আত্মাতত্ত্ব নিরূপণ, এবং অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ প্রদানে জীবসমূহের জন্ম-জন্মার্জ্জিত সংসারের হেতুভূত বাসনারাশি বিদূরিত করতঃ সেই হিরণ্যকেশ পদ্মপলাশলোচন পদ্মচরণ মধুকৈটভহারী ভগবান্ হে মনুনন্দিনি! তোমার গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক তোমার সংসার কারণ, অজ্ঞান ও তৎজনিত দেহাভিমানোত্থ সংসার-পাশ মুক্ত করণার্থ আবির্ভূত হইবেন এবং জীবের উপকারার্থে জগতে বিচরণ করিবেন। ইনি সিদ্ধ যোগিগণের নিয়ন্তা এবং সাংখ্যাচার্য্যগণের পূজিত হইয়া জনসমাজে কপিল নামে বিখ্যাত হইবেন। এই পুত্র হইতে তুমি জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিবে সন্দেহ নাই। জগদ্বিধাতা ভগবান্ কমলযোনি কর্দ্দম-দম্পতিকে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া হংসপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক কুমারাদি ঋষিচতুষ্টয় ও দেবর্ষি নারদ সহ স্বর্গধামের অতীত পরম স্থান, সত্যলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে, কর্দ্দম তাঁহার আজ্ঞানুসারে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি ঋষিগণকে যথোচিত রূপগুণানুসারে স্বীয় দুহিতৃগণকে সম্প্রদান করিলেন। মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা, এবং পুলস্তকে হবির্ভু নাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন। পরে তাঁহার উপযুক্ত কন্যা গতিকে পুলহের হস্তে দান করিলেন, ক্রতুকে ক্রিয়া নাম্নী কন্যা, ভৃগুকে খ্যাতি এবং বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী নাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন। কর্দ্দম সর্ব্বকনিষ্ঠা শান্তিকে অথর্ব্বা ঋষির হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই শান্তির প্রভাবে জগতে যজ্ঞের বিস্তার হইয়াছে। অনন্তর কর্দ্দম ঋষি এই প্রকারে সম্প্রদান কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, কন্যাসহ জামাতৃগণকে যত্নপূর্ব্বক কিছুকাল গৃহে লালনপালন করিলেন। অনন্তর সেই কৃতদার ঋষিগণ কর্দ্দম সন্নিধানে প্রতিগমনের অনুমতি লাভে আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহারা সকলে বিদায় লইলে প্রজাপতি কর্দ্দম ত্রিকালজ্ঞ দবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণুকে স্বকীয় গৃহে অবতীর্ণ অবগত হইয়া, নির্জ্জনে

তৎসমীপে গমন করিলেন এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে জনার্দ্দন! স্বকৃত দুষ্কৃতির ফলে নরকার্ণব সদৃশ এই অপার সংসার সাগরে নিতান্ত নিপীড়িত জনগণের বহু কাল ও আয়াস সাধ্য যোগ সাধনাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা যে ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হন্, অদ্যই তাহার পরিচয় প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত হইলাম। অহো! যতিগণ নিরন্তর নির্জ্জন স্থানে বাস করতঃ আদরাতিশয়ে দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত যোগ সমাধির পরিপাক দশাতে নিতান্ত ভক্তিপূর্ব্বক যে ভগবানের পদারবৃন্দ অবলোকন করিবার নিমিত্ত যত্ন করেন সেই আপনি, আমাদের ন্যায় গ্রাম্য ভোগাসক্ত মানবের প্রতি উদাসীনতায় কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া আমার গৃহে অদ্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। বুঝিলাম স্বীয় ভক্তগণের পক্ষ এই প্রকারই প্রভুর সমর্থন করিতে হয় বটে। হে ভগবন্! ভগবান্ যদি ভক্তের মান রক্ষা না করেন, তবে জগতে আর কে রক্ষা করিবে? আপনি পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত ছিলেন যে তোমার পুত্ররূপে আমি অবতীর্ণ হইব; এই স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালনার্থ তত্ত্বনির্ণায়ক জ্ঞানপ্রদ সাংখ্য শাস্ত্রের প্রচার উপলক্ষে আমার গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। হে দেব! প্রকৃত প্রস্তাবে যদিও আপনার কোন প্রাকৃতিক রূপ নাই, তথাপি চতুর্ভুজাদি যে যে রূপ দর্শনে ভবদীয় ভক্তগনের চিত্ত বিনোদিত হয়, আপনি নাম রূপাদির অতীত হইলেও সেই সকল রূপ আপনাতে সঙ্গত এবং আপনারও তাহা গ্রাহ্য। বীর্য্যবান্ বিবেকিগণ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আত্মযাথার্থ্যের উপলব্ধি লাভার্থ সদাপ্রণামার্হ যাঁহার চরণকমল নিত্য হৃদয়মন্দিরে প্রত্যক্ষভাবে প্রতীতি করিয়া থাকেন, সেই ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, যশ, জ্ঞান, বীর্য্য ও শ্রী প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সাক্ষাৎ কপিল মূর্ত্তি, আপনার আমি শরণ গ্রহণ করিলাম। আপনি প্রপঞ্চ জগতের অতীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃতিরূপে বিরাজ করিলেও ক্রিয়ারূপা প্রকৃতিরও নিয়ামক রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। মহত্তত্ত্বরূপ যে বুদ্ধি ও

বস্তুর উত্তেজনাকারী কাল তাহাও আপনি মাত্র। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, কেবল সংকল্প মাত্রেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চের উদয় এবং লয় এক আপনাতেই করিতেছেন। সমগ্র শক্তি আপনার অধীনেই বিদ্যমান রহিয়াছে। হে প্রজাপতে! আপনাকে একটী সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হওয়াতেই আমি ত্রিবিধ ঋণ হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়াছি এবং আমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। সম্প্রতি সন্ন্যাস অবলম্বনে আপনাকে হৃদয়ে চিন্তা করতঃ সকল ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভে সুখে বিচরণ করিতে বাসনা করিতেছি। আপনার অনুমতির অপেক্ষা মাত্র। কর্দ্দমের বাক্যাবসানে ভগবান্ কপিলদেব পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে মহর্ষে! লৌকিক বা বৈদিক যাবতীয় কর্ম্ম কলাপে আমার উক্তিই প্রমাণ; সুতরাং আমার কথার কখন অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। হে মুনে! আমি পূর্ব্বে তোমাকে যেরূপ বলিয়াছিলাম, তাহাই সত্য করিবার জন্য অদ্য পুত্ররূপে তোমার গৃহে জন্মগ্রহণ স্বীকার করিয়াছি। দেখ, জীব বাসনার দোষে নিজ দেহস্থ অন্তঃকরণকে আত্মজ্ঞান করতঃ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু আমার এই জন্মগ্রহণের দ্বারা তাদৃশ বন্ধন হইতে মুক্তিপ্রার্থী জীবের আত্মদর্শনের উপযোগিতা লাভে প্রকৃতি পুরুষাদির বিবেক সুস্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে, এই পরমাত্মপ্রাপ্তির পথ অতীব দুর্জ্ঞেয়; তাহাতে আবার কাল সহকারে তাদৃশ উপদেশ প্রায় বিনষ্ট ও লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে; এই পথের পুনঃ প্রবর্ত্তনার নিমিত্তই আমি বিগ্রহধারণে অবতীর্ণ হইয়াছি জানিবে। আমার অনুমতি গ্রহণে তুমি যথেচ্ছ প্রব্রজ্যায় গমন কর। কর্ম্মের দ্বারা সঞ্চিত যাবতীয় ফল আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক, দুর্জ্জয় মৃত্যুকে অতিক্রম করতঃ পরমানন্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত কেবল আমাকেই ভজনা কর। আমি বিগ্রহ ধারণে তোমার নিকট প্রতীত হইলেও জীবমাত্রেরই হৃদয়ে অন্তর্যামিভাবে নিত্য বিরাজ করিয়া থাকি। আমি স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্য-

স্বরূপ। বিবেকবলে প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে পৃথক্ আত্ম-স্বরূপে আমাকে নিরূপণ করিতে পারিলে, তুমি সর্ব্বসন্তাপশূন্য হইয়া শোকাদিভয়-বর্জ্জিত পরম পদ মোক্ষপদবীতে আরোহণ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। আমার গর্ভধারিণী ভবদীয়া ভার্য্যা দেবহূতিকেও, উক্ত সর্ব্বদোষ-বিনাশকরী আত্মপ্রকাশক বিদ্যার বিষয় আমি উপদেশ প্রদান করিব। সেই ফলেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন; তজ্জন্য আপনার কোনও চিন্তার কারণ নাই। প্রজাপতি কর্দ্দম ভগবান্ কপিলদেব কর্তৃক এইরূপে অভিহিত ও আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করতঃ সন্ন্যাস অবলম্বনে বনে যাত্রা করিলেন।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

—:০:—

গুরু-প্রণাম

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ২

অখণ্ড এই জগৎ মণ্ডলাকার।
ব্যাপ্ত যিনি এই বিশ্বে চরাচর॥
দেখান তাঁর পদ যিনি সর্ব্বেতে।
প্রণমি সেই শ্রীগুরু-চরণেতে॥ ১

অজ্ঞান-অন্ধকারে অন্ধ যে জন।
দিয়া জ্ঞান-শলায় তারে অঞ্জন॥
করেন যিনি সে চক্ষু উন্মীলন।
করি আমি ঐ শ্রীগুরুকে বন্দন॥ ২

দিবা অবসান

দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন।
উত্তরিতে ভব নদী, ক'রেছ কি আয়োজন।
আয়ুঃসূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়া না দেখ তায়।
ভুলিয়া মোহমায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান॥

আর ঘুমাইও না

আর ঘুমাইও না মন।
মায়াঘোরে কতকাল রবে অচেতন ?
কে তুমি কি হেতু এলে,
আপনারে ভুলে গেলে ॥
চাহরে নয়ন মেলে, ত্যজ কুস্বপন।
অনিত্যে নিত্য জ্ঞান, মহাদুঃখে সুখজ্ঞান ॥
অশুচিতে শুচিজ্ঞান, সর্পেতে রজ্জু জ্ঞান।
ত্যজ বুদ্ধি বিপর্য্যয়, অন্তে পাবে নারায়ণ ॥

আমি কে ?

তুমি কার কে তোমার, কারে বল হে আপন।
মায়ামোহে বদ্ধ হ'য়ে পড়ে আছ অচেতন ॥
কোথা হ'তে এলে, কোথা যাবে, ভাব কি কখন।
স্বরূপটী কি তোমার, না করিলে নিরূপণ ॥
পরিচয় জিজ্ঞাসিলে, বল নামটী তোমার।
অমুকের পুত্র বা পিতা, অথবা জমিদার ॥
তুমি যে বোধরূপী, বুঝা মাত্র কাজ তোমার।
করা সব তাঁর হাতে, তব নাহি অধিকার ॥
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিত্ত বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার।
তুমি যে এ সকলকে, বল আমার আমার ॥
কোন অঙ্গ ছেদন হ'লে, আমিত্বটা কমে না।
বুঝ না তবেই কেন, বোধরূপী "আমি" কিনা ॥
আমিকে চিনিলে ধরা, কর্ত্তাকে সহজ হয়।
বলি তাই দেহ মধ্যে, "আমিটী" বাছিতে হয় ॥

তুমি পূর্ব্বোৎপন্ন নিয়ত, তোমার মৃত্যু নাই।
আধার রূপ দেহের মৃত্যু, তাহাই জানাই॥
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত তুমি, চির-বিত্তমান আছ।
নিজেকে না সন্ধান ক'রে, তাই ভাই ম'রেছ॥
হইলে আত্ম-বিস্মৃতি, উদ্রেক হয় কামনা।
কামনা হইতে আইসে, কর্ম্মের উত্তেজনা॥
কর্ম্ম হইতে আইসে, তব অতুল সংসার।
করা কেবল যাতায়াত, হয় তোমার সার॥

আসিবার হেতু

জানি না কি হেতু, এলাম এ ভবে।
করাতে এ প্রশ্ন, তবে গুরু দেবে॥
কহেন দেব, শুন মম বচন।
আসিবার হেথা, কিবা প্রয়োজন॥
বহু পুণ্যফলে, জন্মিলে ভারতে।
দুর্লভ এ হেন, মনুষ্য কায়াতে॥
পারে যে এ কায়ায়, ব্রহ্মে লক্ষিতে
অন্য কোন যোনি অক্ষম করিতে॥
আসা ভবে তব, মানব দেহেতে।
অসম্পূর্ণ বুঝা, সম্পূর্ণ করিতে॥
বিনা তত্ত্বজ্ঞান, বোধ অসম্পূর্ণ।
লহ সেই জ্ঞান, করিতে সম্পূর্ণ॥

ব্রহ্ম-নিরূপণ, জ্ঞান হয় তত্ত্ব।
ঘুচায় যাহাতে, আমার আমিত্ব॥

বহু হইবার ইচ্ছা

আত্মানুভবে প্রভু, ছিলেন পূর্ব্বে।
নিজ শক্তিতে দৃষ্টি, পড়িল তবে॥
উঠিল তখনি, অনন্ত কল্পনা।
বহু হ'তে ইচ্ছা, হ'ল উদ্দাপনা॥
প্রকৃতি পুরুষের, বিভুত্ব যোগে।
হইল প্রকৃতি, চেতনাবৎ এবে॥
অমনি তখনি, কার্য্য আরম্ভিল।
সৃষ্টির কৌশল, ক্রমে প্রকাশিল॥
জগত মাঝে, নাহি কিছু এমন।
অব্যাহতি পায়, যা হস্তে ত্রিগুণ॥
ব্রহ্মা হ'তে তৃণ, স্থাবর জঙ্গম।
ত্রিগুণ বৈষম্যে, সবের গঠন॥

চব্বিশ তত্ত্ব

আছে যে সৃষ্টি মধ্যে, অনন্ত তত্ত্ব
বাছিয়া তন্মধ্যে, চব্বিশটী মাত্র॥
বুঝান কপিল, এ সৃষ্টির ক্রম।
ঘুচাইতে জীবের, সঞ্চিত ভ্রম॥
আরম্ভিয়া মূল, প্রকৃতি হইতে।
করিলেন শেষ, পঞ্চ মহাভূতে॥

দিতেছি তাহার, নিম্নে বিবরণ।
করেছেন যাহা, ক্রমশঃ বর্ণন॥
না হয় প্রয়োজন, চব্বিশ ছাড়া।
ইহার মধ্যে পড়ে, সকলি ধরা॥

মহৎ তত্ত্ব

দেহ মৃত ও জীবন্ত, দু'টীই দেহ।
পার্থক্য বুঝিতে, যদি চাহে কেহ॥
হইবে বলিতে, যে পচে একটী।
না পচে ত'জা রহে, ঐ জীবন্তটী
আছে বস্তু তবে, এমন একটী।
অধিষ্ঠানে যার, না পচে দেহটী॥
দেহ মধ্যে হয়, সে বস্তু চৈতন্য।
রাখে জীবন্ত, শব হইতে ভিন্ন॥
ছাড়ে জীবদেহ, চৈতন্য যেমন।
হয় দেহ শব, জীবের তখন॥
জড় এবং চৈতন্য, সংযোগ তরে।
কতকগুলি ধর্ম্ম, জড়েতে ধরে॥
সেই ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তু, ব্যক্ত তত্ত্ব।
প্রথমেই উঠে, এই মহৎতত্ত্ব॥
মহৎতত্ত্ব, প্রকৃতি হ'তে উদয়।
সকলে যাহাকে, বুদ্ধিতত্ত্ব কয়॥

বিচারে সকল, বিষয় ইঁহাতে।
করিবারে নিশ্চয়-জ্ঞান তাহাতে॥
আবার বলি শুন, দর্শনের কথা।
আছে বুদ্ধির রূপ, আটটী যথা॥
ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য, বুদ্ধির রূপে।
মিশে ঐশ্বর্য্য, সাত্ত্বিক রূপ কহে॥
অধর্ম্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য তিনে।
মিলে অনৈশ্বর্য্য, তামসিক গণে॥
ইহা ছাড়া বুদ্ধির, নিজ পঞ্চাশ।
বৃত্তি নিচয় করি, নিম্নে প্রকাশ॥
বিপর্য্যয় বৃত্তি, হয় পঞ্চবিধ।
অশক্তি বৃত্তি, অষ্টাবিংশতি ভেদ॥
তুষ্টি বৃত্তি, হইতেছে নববিধ।
আর সিদ্ধি বৃত্তি, হয় অষ্টবিধ॥
এই পঞ্চাশ বৃত্তির বিবরণ।
করিব পরে অন্য স্থানে বর্ণন॥
বুদ্ধির কথা, সংক্ষেপে করি শেষ।
অহঙ্কারেতে করি, মনোনিবেশ॥

অহঙ্কার

কার বুদ্ধি ব'লে, বিচার আসিল।
আমার বলিয়া, সাব্যস্ত হইল॥

বুদ্ধি হ'তে তবে, অহঙ্কার উঠিল।
তা হ'তে অন্য, ষোলটী প্রকাশিল
ইন্দ্রিয় এগার, তন্মাত্রা পাঁচটী।
হইল গণনাতে, মোট ষোলটী ॥
সবেতে মিশ্রিত, ত্রিগুণ যখন।
অহঙ্কার বাদ, পড়ে না তখন ॥
সত্ত্বের প্রাধান্যে, ইন্দ্রিয় উৎপন্ন।
তন্মাত্রায় হয়, তমের প্রাধান্য ॥
হ'লেও সত্ত্ব ও তমের প্রাধান্য।
রজো বিনা না হয়, কার্য্য সম্পন্ন ॥

ইন্দ্রিয়গণ

চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্‌কে।
দর্শনে পাঁচটী, জ্ঞানেন্দ্রিয় ডাকে ॥
আর বাক্‌ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ।
শাস্ত্রে পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় সাব্যস্ত ॥
কিন্তু ছু'য়েতেই, আছে রজোগুণ।
করিতে তাদের, কর্ম্মে উত্তেজন ॥
অতি সূক্ষ্ম বস্তু, ইন্দ্রিয় সকল।
শক্তি কিন্তু তাদের, অতি প্রবল।
প্রাণাপান সমান উদান ব্যান।
দেহ মধ্যে এই পঞ্চ বায়ু দেন ॥

স্থান বিশেষে, বিভক্ত হন তাঁরা।
হন শক্তিযুক্ত, ইন্দ্রিয় যদ্দ্বারা ॥
বায়ু যখন, ছাড়িয়া দেয় দেহ।
আর এক মুহূর্ত্ত, বাঁচে না কেহ
এগার মধ্যেতে, দশটী হইল।
মনের বিষয়টী, বাকি পড়িল ॥

মন

সঙ্কল্পকারি মন ইন্দ্রিয়াধ্যক্ষ।
ইহাতে চালিত, পরোক্ষ প্রত্যক্ষ ॥
মন না উঠিলে, ইন্দ্রিয় চলে না।
মন না দাবিলে, সংযম হয় না ॥
কল্পনা সকল, উঠে এক মনে।
নিবৃত্তি হয় ঐ, মনের শাসনে ॥
অহঙ্কারের, দ্বিতীয় মুখ মন।
যার ইচ্ছায়, হয় সব সাধন ॥
প্রত্যক্ চেতনায়, লইয়া যায়।
অচ্যুত যেথায়, মনের কৃপায় ॥
ভাগবতে কৃষ্ণ, উদ্ধবকে কন।
আমাকেই জানিও, দুর্জ্জয় মন ॥

পঞ্চ তন্মাত্রা ও পঞ্চ মহাভূত

ততঃপর আসিল, তন্মাত্রা পঞ্চ।
যাহা শব্দ স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ ॥
ইহা হ'তে হয়, পঞ্চ মহাভূত।
ক্ষিতি অপ্ তেজ, ব্যোম ও মরুৎ ॥

ইহাদিগের, অপর নাম কষ্টী।
আকাশ বায়ু অগ্নি, জল ও মাটী॥
তন্মাত্রায় প্রথম, শব্দ আইল।
শব্দ হ'তে স্পর্শ, অনুভূত হ'ল॥

স্পর্শ হ'তে তবে, রূপ প্রকাশিল।
রূপ হ'তে রস আবির্ভাব হ'ল॥
রস হ'তে পরে, গন্ধ বাহিরিল।
তন্মাত্রার বিষয়, শেষ হইল॥

উদ্ভবিল হইতে, তন্মাত্রা পঞ্চ।
একে থেকে এক, মহাভূত পঞ্চ॥
শব্দে আকাশ, হইল আবির্ভাব।
স্পর্শে বাতাস, হইল নুভব॥

রূপ হ'তে অগ্নি, দিল দরশন।
রস হ'তে জল, হ'ল নিঃসরণ॥
গন্ধেতে পৃথিবী, হইল উৎপত্তি।
স্থূল স্হতির, এই সব সম্পত্তি॥

হইল আকাশ, ব্দের কম্পনে।
উঠিল বায়ু, আকাশ আলোড়নে॥
উৎপত্তি অগ্নির, বায়ুর ঘর্ষণে।
নিঃসরিল জল, অগ্নির দ্রবণে॥

মৃত্তিকা জলের, ঘনতা ও গন্ধে।
ধন্য ভগবান্, তম্ অহং বন্দে॥

হইতেছে মূল, আকাশ বা শব্দ।
আছে তাহাতে, বাকি ছারিটী বদ্ধ॥
হয় যেন দেখিতে, আকাশ শূন্য।
কিন্তু ইহাতে, বহু পদার্থ পূর্ণ॥
হয় কেন কম্পন, বা আলোড়ন।
না পারে করিতে, কেহ নির্দ্ধারণ॥
ঈশ্বরেচ্ছায়, এ সকল নিয়ম।
নিরূপিতে ইহা জীবেরা অক্ষম॥

২৪তত্ত্ব আয়ত্তের উপায়

উপরি লিখিত, চব্বিশটী তত্ত্ব।
হইলে তোমার, সম্পূর্ণ আয়ত্ত॥
ঘুচিবে তোমার ঐ ভ্রম আমিত্ব।
ক্রোড়ে লবেন, সেই পরম সত্য॥
উপায় দেখ, আয়ত্ত হয় কিসে।
উল্‌টা স্রোতে, যাওনা কেন ভেসে॥
ক'রে আরম্ভ, শেষ পৃথিবী হ'তে।
দেখ পৃথিবীর, উৎপত্তি কি হ'তে॥
যদি জলেতে, তবে জল কিসেতে।
যদি অগ্নিতে, তবে অগ্নি কি হ'তে॥

এইরূপে প্রত্যক্ চেতনা হইতে।
পহুঁছিবে ক্রমে সেই প্রকৃতিতে॥

পুরুষ ও প্রকৃতির বিভুত্বযোগ

মনেতে রেখো, প্রকৃতি একা নয়।
অবিনা ভাবে, পুরুষে মিশে রয়॥
জানিও পুরুষও, একা না রয়।
দু'য়ে মিলে, বিভু হয়ে এক হয়॥
কেবল জীবে, বুঝাইবার তরে।
পৃথক্ ভাবে, আলোচনা করে॥
অভাবে শক্তি, জ্ঞান হয় জড়।
বিনা জ্ঞান, শক্তিত সিদ্ধই জড়॥

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম

যেমন হয়না, বাক্য শব্দ বিনা।
একটী অভাবে, অন্যটী ঘটে না।
বাক্যের মধ্যেই, আছে অর্থ তার।
দু'টাকে যেমন, পৃথক্ করা ভার॥
তেমনি জ্ঞান শক্তি, উভয়ে বিভু।
না হয় বিচ্ছেদ, তাহাদের কভু॥
হন তাঁহারা, একটী দু'য়ে মিলে।
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তাঁহাকেই বলে॥
সৎ চিৎ আছে দু'য়ে, এক হ'য়ে মিলে।
শ্রুতিতে তাহাকে, পূর্ণব্রহ্ম বলে॥

পুরুষের বহুত্ব

ঈশ্বরের কি দয়া, জীবের তরে।
পৃথিবীতে অনন্ত, ওষধি ধরে ॥
ওষধিতে অনন্ত, অন্ন প্রস্তুত।
অন্ন হইতে, হয় রেত উদ্ভূত ॥

রেতের আশ্রয়ে, পুরুষের জন্ম।
এই বহু হওয়া, তাঁহারি কর্ম্ম ॥
সকল জীবই, দেখ ভিন্ন ভিন্ন।
কোন সাদৃশ্য, নাই একের অন্য ॥

জন্ম মরণ ও কর্ম্ম সব ভিন্ন।
হ'তে কেবল, বিপর্য্যয় ত্রৈগুণ্য ॥
ভাবিয়া দেখিলে, পাইবে এখন।
কেন জীব সবে, ভিন্ন ভিন্ন হন ॥

না ছিল বিরাট্, এ সৃষ্টি যখন।
কোথা ছিল জীব, আইল এখন ॥
সাংখ্যের চল্লিশ কারিকা দেখায়।
ভাবেই সকল, লিঙ্গ সৃষ্টি হয় ॥

আর পাই তাহে, জীব পূর্ব্বোৎপন্ন।
সৃষ্টির প্রারম্ভেই, জীব উৎপন্ন ॥
প্রতি ভাব যে, ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন।
সে কারণ জীবও, সবে বিভিন্ন ॥

ভোগ তারপর জীবের, ভোগের কথা।
মুক্তিপথের ইন্দ্রিয় দিলেন, ভোগ্য বস্তু কোথা ॥
এক কারণ মহাভূতে সে সকল যোগাইল।
জীব তাহা ভোগ, করিতে লাগিল ॥
ব্রহ্মপ্রাপ্তির, ভোগ এক কারণ।
ভোগেতে অনন্ত, তৃষ্ণা নিবারণ ॥
শেষ হইলে ভোগ, নিবৃত্তি হয়।
নিবৃত্তি হইতে বৈরাগ্য জন্মায় ॥
বৈরাগ্য হইতে, অনুসন্ধান হয়।
অনুসন্ধানেতে, মুক্তি পথ পায় ॥
বুদ্ধির বিচারে, যদি ভোগ হয়।
অতি শীঘ্র জীব, মুক্তি-পথ পায় ॥

প্রলয়ে আর ভাব সৃষ্ট, পদার্থ বিষয়।
কি হয়? কোথায় প্রলয়েতে, তাহারা যায় ॥
মূর্ত্তিধারীমাত্রের, আছে বিনাশ।
ক্ষণিকের জন্য, হয় যে প্রকাশ ॥
স্থূল সূক্ষ্ম সবে, হয় মূর্ত্তিমান্।
স্ব স্ব কারণেতে, হন অন্তর্দ্ধান ॥
বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড, ও ঈশ পর্য্যন্ত।
হইবে প্রলয়েতে, তুরীয়ে অন্ত ॥

অব্যক্ত প্রলয়ে, হয় অদর্শন।
অজের প্রাধান্য, রাখিয়া তখন ॥

ত্রিবিধ প্রমাণ

যাহা কিছু আছে, সাংখ্যের ভিতর।
সাব্যস্ত যুক্তি, প্রমাণের উপর ॥
দৃষ্ট অনুমান, ও আপ্তবচন।
প্রমেয় সিদ্ধির, তিনটি প্রমাণ ॥
আগে কহি বলে, প্রমেয় কাহারে।
হইবে করিতে, প্রমাণ যাহারে ॥
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ যতক্ষণ।
হয় ইন্দ্রিয়ের, প্রত্যক্ষ তখন ॥
এই প্রমাণের, নাম কহে "দৃষ্ট"।
হইল ইহাই, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥
লিঙ্গ দর্শনে যে জ্ঞানের উদয়।
তাহাকে "অনুমান," প্রমাণ কয় ॥
একটি দেখিয়া অন্যের অস্তিত্ব।
করিয়া দেয়, অনুমান সাব্যস্ত ॥
দেখে ধূম করে, অগ্নির অস্তিত্ব।
অনুমানের, এই এক দৃষ্টান্ত ॥
অনুমান আবার, তিন প্রকার।
হইল "শেষবৎ," এক প্রকার ॥

এইটী না হয়, সেইটীর ন্যায় ।
"শেষবৎ" এই, বুঝাইয়া দেয় ॥
"পূর্ব্ববৎ" হইল, দ্বিতীয় প্রকার।
ইথে বুঝায়, এটী সেই প্রকার ॥
দেখিয়া কার্য্য, কারণ অনুমান।
করে "সামান্যতো দৃষ্টতে" প্রমাণ।
বেদোক্ত উপদেশ, গুরু-বচন।
কহে এ সকলকে, "আপ্তবচন" ॥
"দৃষ্ট" "অনুমানে" যাহা না দেখায়
"আপ্তবচনে," তাহা পাওয়া যায় ॥
উক্ত দু'টি পরোক্ষ, নাহি দেখায়।
আপ্তবচনে তাহা, নির্ণীত হয় ॥
মানযন্ত্র দ্রব্য, পরিমাণ করে।
তত্ত্ব মাত্র প্রমাণ, নির্দ্দেশ করে ॥

অভ্যাসে ধারণা ও তাহার লক্ষণ

কপিল দেব,, ত্রিবিধ প্রমাণেতে।
বুঝায়েছেন এ, চব্বিশটী তত্ত্বে ॥
যাহা অভ্যাসেতে, হইবে ধারণা।
আমি কর্ত্তা নহি, আমিত করিনা ॥
আমার কিছু নহে, বলিয়া জানা।
করিতে করিতে, অভ্যাস সাধনা ॥

পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, ধ্যান মনন।
কহে ইহাকে, অভ্যাসের লক্ষণ ॥
অপরিশেষং জ্ঞানং, আয়ত্ত তাতে।
অজ্ঞাত বিষয়, না বাকি যাহাতে ॥

না দেখা গেলে বস্তু নাই ব'ল না

না দেখা গেলে, বস্তু নাই ব'ল না।
অনেক কারণে, দেখিতে পায় না ॥
পায়না দেখিতে, বস্তু অতি দূরে।
তেমনি পায়না, অত্যন্ত অন্তিকে ॥
চক্ষের কজ্জল, হইল দৃষ্টান্ত।
দেখিতে না পাই, হ'লেও প্রাণান্ত ॥
চক্ষুহীন গণে, দেখিতে পায় না।
অন্যমনা হ'লেও, দেখা যায় না ॥
অতি সূক্ষ্ম বস্তু, পাওনা দেখিতে।
থাকিলে আড়াল, পড়েনা দৃষ্টিতে ॥
অভিভব হইলে, দেখা যায় না
নিম্নে কহি তা কি প্রকার বুঝনা ॥
সূর্য্যরশ্মি চক্ষু, ঝলসায় দিনে।
না পাও দেখিতে, তুমি তারাগণে ॥
রশ্মিতে চক্ষু, পরাভব হ'য়েছে।
থাকিতেও তারা, দেখা না যাইছে ॥

সমানে সমান, বিহার করিলে।
চিনিতে দেখিতে, আর না পাইলে॥
এক গাদার ধান, দু'টী লইয়ে।
তাহাতে আবার, দাওনা ফেলিয়ে।
কাটিলে বৎসর, শতেক খুঁজিতে॥
না পারিবে তুমি, বাছিয়া লইতে॥
বৃষ্টির জল, জলাশয় হইতে।
পেরেছে কি কেহ, বাছিয়া তুলিতে॥

সূক্ষ্ম বলিয়া অনুপলব্ধি, কার্য্য দেখিয়া উপলব্ধি

পুরাণে বলে, কপিল অবতার।
তাই এত সূক্ষ্ম, সংক্ষেপ বিচার॥
ব'লেছেন পূর্ব্বলিখিত যুক্তিতে।
পাই যা তাঁর, অষ্টম কারিকাতে॥
সূক্ষ্ম বলিয়া, উপলব্ধি না হয়।
দেখিয়াই কার্য্য, উপলব্ধি হয়॥
মহৎ তত্ত্ব প্রভৃতি, তাহার কার্য্য।
দেখিয়া কার্য্য, হয় অস্তিত্ব ধার্য্য॥
যদি বল কার্য্য, প্রকৃতির হয়।
আবার বলি, প্রকৃতি একা নয়॥
হয় প্রকৃতি মাত্র, জ্ঞানের শক্তি।
করেন একাধারে, দু'য়ে বসতি॥

একের উপলব্ধিতে, দুই আসে।
ইহা অপেক্ষা, প্রমাণ দিবে কিসে ॥
তিনি যে অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ, স্বরূপ জ্ঞান ॥
তোমার কল্পনা, তোমার অন্তরে।
তাঁরও কল্পনা, তাঁরই ভিতরে ॥
কিন্তু পার্থক্য, তোমাতে আর তাঁতে।
অব্যাপিত্বাৎ, প্রসব বাহিরেতে ॥
সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ, সৃষ্টি তাঁর গর্ভে।
দেখা তাঁহাকে, কি প্রকারে সম্ভবে ॥
গর্ভস্থ সন্তান, দেখিতে না পায়।
গর্ভের ভিতর, আপন মাতায় ॥
সৃষ্ট জীব, থাকিয়া তাঁর অন্তরে।
দেখিবে কেমনে, সে জগন্মাতারে ॥
সাংখ্যের বিচারে, অযুক্তি না পাই।
উপলব্ধি বিনা, আর গতি নাই ॥
তোমার নিজের, জ্ঞান বা শক্তিতে।
না পাও দর্শন, আপন দেহেতে ॥
বোধরূপী হ'য়ে, উপলব্ধি কর।
তাহা বিনা আর, কিছু নাহি পার ॥

অস্তিত্ব প্রমাণ

আবার পাই, নবম কারিকাতে।
এই 'অসৎ অকরণাৎ,' বচনেতে ॥
ইয়না কিছু, নাই যাহা তা হ'তে।
এত বস্তু ভবে, এ'ল কোথা হ'তে ॥

ইহাতে করেন, অস্তিত্ব প্রমাণ।
কেহ না কেহ আছে বিদ্যমান ॥
সেই কেহটী, উপলব্ধির বস্তু।
হয় না চাক্ষুষ, কাহার পরন্তু ॥

একটু ভাবিলেই, পাওয়া যায়।
অস্তিত্ব প্রমাণ, ত কঠিন নয় ॥
অস্তিত্ব প্রমাণ, যে সহজ কথা।
খুঁজিতে হয় না, ব্রহ্মে যথা তথা ॥

আছেন যদিও, তিনি সর্ব্ব ঘটে।
অজ্ঞের পক্ষে, ভাবা বিষম বটে ॥
ভাবিলে কিন্তু, নিজ দেহের কথা।
বিশ্বাস জন্মিবে, যাইবেনা বৃথা ॥

বারেক ভাবনা, কেন তুমি ভাই।
জীবন্ত দেহেতে, কি দেখিতে পাই ॥
ভাব জিহ্বাতে, আস্বাদন কে দিল।
চর্ব্বণ করিতে, কে বা শিখাইল ॥

সঙ্গে সঙ্গে গেলা, আপনি যে হয়।
এ ক্রিয়া তোমায়, বল কে করায় ॥

কে দেখায় চক্ষে, কর্ণে কে শুনায়।
হস্ত পদে দিয়া বল, কে চালায় ॥
উদরের ক্ষুধা তব, কে জানায়।
অন্ন পরিপাক, তব কে করায় ॥

অন্নরসে রক্ত মাংস, কে বা করে।
মল মূত্র নির্গত, কার কৌশলে ॥
সুষুপ্তিতে তোমার, কে জাঁতা তায়।
বসিয়া ভাইয়া, নিঃশ্বাস ফেলায় ॥

অনন্ত ক্রিয়া, হইতেছে ভিতরে।
একেবারে তোমার, অজ্ঞাতসারে ॥
এ সকলে দৃষ্টি, পড়ে যদি তব।
উঠিবে তোমার, ভাব অভিনব ॥

বুঝিবে তখন, আছে এক জন।
চালান যিনি, দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ॥
থাকিবেনা আর, তখন সংশয়।
অস্তিত্ব প্রমাণে, ব্রহ্মের বিষয় ॥

করে সবার, হৃদয় গ্রন্থি ভেদ।
সকল সংশয়, ক'রে দেয় ছেদ ॥
করে ক্ষয় অনন্ত, জন্মের কর্ম্ম।
আপনাতে পরেতে, যে দেখে ব্রহ্ম ॥

সৃষ্টির এক হেতু উপাদান ও নিমিত্ত কারণ

না হয় যদি কিছু, আপনা আপনে।
বিরাট্ হইল, তবে সে কেমনে॥
কে আসিল করিতে, কি উপাদানে।
আছে ধ্রুব তবে, কেহ অদর্শনে॥

থাকিয়া অন্তরালে, করেন সর্গ।
যাহাকে ব্রহ্মবিৎ, কহেন ভর্গ॥
পুরুষরূপী এক, একা অগ্রেতে।
নিজে ছাড়া কিছু, না পান দেখিতে॥

হইল নিরানন্দ, তাঁর তাহাতে।
উদিল ইচ্ছা, তাই বহু হইতে॥
অন্য কিছু নাহি, তাঁহার সম্বল।
আছে তাঁহাতে, জ্ঞান শক্তি কেবল॥

করিয়ে শক্তিকে, উপাদান তিনি।
নিমিত্ত কারণ, হইয়া আপনি॥
সৃজেছেন এই, বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড।
ঘুচাইতে তাঁহার, ঐ নিরানন্দ॥

ইহাতে পাই এক, সৃষ্টির কারণ।
লভিতে আনন্দ, করেন সৃজন॥

দর্শনের সার

যা আছে যে বীজে, তাহাই ফলিবে।
কাঁঠাল বীজেতে আম্র না হইবে॥
হইল ইহাই, তাঁহার নিয়ম।
না হয় কদাচ, উহার লঙ্ঘন॥

কোথা হ'তে বীজ, আসিল ব্রহ্মেতে।
তাঁরি কল্পনা হয়, বীজ তাঁহাতে॥
ফুটাল এই বীজ, শক্তি যখন।
ব্যক্ত এ ব্রহ্মাণ্ড, হইল তখন॥

আছে এ ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত প্রকার।
স্থাবর জঙ্গম, স্থূল সূক্ষ্ম আর॥
দৈব তৈর্য্যক্ মানুষ্য ভৌতিক সৃষ্টি।
বুদ্ধির অষ্টরূপ, পঞ্চাশ বৃত্তি॥

রাশিচক্র সূর্য্য, চন্দ্র তারাগণ।
অন্তরীক্ষে আছে, কত প্রকরণ॥
শ্রদ্ধা ভক্তি স্মৃতি, শান্তি কান্তি ক্ষুধা
লক্ষ্মী ভাব ঈর্ষা, ঘৃণা ত্যাগ তৃষ্ণা॥

বৃত্তি জাতি ছায়া, ভ্রান্তি লজ্জা নিদ্রা।
বিরক্তি তিতিক্ষা, অসন্তোষ দয়া॥
ইহার উপর, আছে রিপু ছয়।
তাঁহারই ভাবেতে, সমস্ত হয়॥

কহিব কতই, বিচিত্র বিষয়।
আছে অনন্ত, গণনা নাহি হয়॥

থাকিলে কোনটী. অন্য বস্তু নয়।
সকলে কেবল, জ্ঞান শক্তিময় ॥
আপনি তিনি, সাজিয়াছেন যত।
নিজের আনন্দ, ভোগের নিমিত্ত ॥
চোর খুনী তিনি, সাজেন আপনি।
বিচারে দণ্ডেন, নিজেকে আপনি ॥
এই দুর্গতিও, তাঁর অভিপ্রেত।
আপন কল্পনা, পুষ্টির নিমিত্ত ॥
তবে স্বতন্ত্র "আমি", কিসেতে আসে
সতত জীব, অভিমানেতে ভাসে ॥
কি খেলা তব, প্রভু তুমিই জান।
মিছে ঘোরে জীব, করি অভিমান ॥
কহে সবে মুখে, বোধরূপী আমি।
কিন্তু না ভাবে কভু, বোধটী তুমি ॥
কোথা পেলে বোধ, না হইলে তিনি।
সর্ব্ব বিষয়ের, সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি ॥
পাপ পুণ্য জীবের, কিছু না থাকে।
বারেক.যদি ভাই, চিনে নিজেকে ॥
চিনিলে দেখিবে, তিনিই সকল।
নাহি অন্য কিছু, তিনিই কেবল ॥
বুঝিবে যখন, দর্শনের সার।
ব্রহ্ম বিনা বস্তু, না দেখিবে আর ॥

ত্রিবিধ দুঃখ

কেইবা করিত, তাঁহাকে স্মরণ।
না থাকিত যদি, দুঃখ ও মরণ॥
না ছিল মানব, অজ্ঞ পুরাকালে।
সেই জন্য শ্রুতি, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিলে॥

কিন্তু কপিল, অজ্ঞ জীবের তরে।
দুঃখ-মোচন প্রসঙ্গ, আরম্ভিলে॥
আধ্যাত্মিক, ভৌতিক, আধিদৈবিক।
নিবৃত্তিতে এই তিন, পারত্রিক॥

দেহ ও মনের দুঃখ, আধ্যাত্মিক।
ইহাতে জীবের, ক্লেশ আত্যন্তিক॥
লৌকিক উপায়ে, হয় যদি শান্তি।
সে সাময়িক, মাত্র মনের ভ্রান্তি॥

হয় ব্যাধি নিবৃত্তি, ঔষধ হ'তে।
আইসে কিন্তু, আবার অচিরেতে॥
অস্ত্রাঘাত বা জন্তুর আক্রমণ।
এ আধিভৌতিক, দুঃখের কারণ॥

ভূমিকম্প, বজ্রাঘাত ও বন্যাদি।
হয় আধিদৈবিক, দুঃখের ব্যাধি॥

কর্ম্মমাত্রই দোষযুক্ত

পাওয়া যায়, দ্বিতীয় কারিকাতে।
আছে দোষ যুক্ত, সকল কর্ম্মেতে॥

আছে যে বেদোক্ত, সব কর্ম্মকাণ্ড।
পুণ্য সঞ্চয়ের যাহা হয় ভাণ্ড ॥
তাহাতে আছে, দোষ তিন প্রকার।
তোমার নাহি, কোন দিকে নিস্তার ॥

হইবে যাগ যজ্ঞে, পুণ্য সঞ্চয়।
ঘৃতাহুতি অগ্নিতে, পাপ অর্শায় ॥
একই কার্য্যে, হইবে স্বর্গ প্রাপ্তি।
ক্ষয়ে স্বর্গভোগ, হ'বে নিম্নগতি ॥

ইহাই হইল, "অবিশুদ্ধি ও ক্ষয়"।
রহিল বাকি, বলিতে "অতিশয়" ॥
পাইল তপস্যাতে, কেহ ইন্দ্রত্ব।
আবার পাইল, কেহ বরুণত্ব ॥

এই তারতম্যে, মনে আসে ঈর্ষা।
ইথে ব্রহ্মপ্রাপ্তির, নাহি প্রত্যাশা ॥

মুক্তির উপায়

কি উপায়ে বা তবে, হইবে মুক্তি।
এই কারিকার, শেষভাগে উক্তি ॥
শ্রেয়ঃ হয় কর্ম্ম, ত্রিদোষবিহীন।
বিশুদ্ধ অক্ষয়, তারতম্যহীন ॥

আছে কোন্ কর্ম্ম, ত্রিদোষবিহীন।
যাহাতে হয় মুক্তি, কণ্টকহীন ॥

বুঝিতে তোমার, হবে চিরদিন।
ব্যক্ত, অব্যক্ত, 'জ্ঞ,' এ বিষয় তিন ॥
অব্যক্তের অপর, নাম প্রধান।
বা মূলা প্রকৃতি, বলিয়া বাখান ॥
আর "জ্ঞ" বলিতে, কাহারে বুঝায়।
যাঁরে অক্ষয়, পুরুষ বলা যায় ॥
অব্যক্তের স্থিতি, জ্ঞানের গর্ভে।
ইঙ্গিতেই যিনি, কার্য্য আরম্ভে ॥
বিজ্ঞানে ইহারা, হয় বোধগম্য।
দর্শন করেছেন, অতি সুগম্য ॥
বুঝিলেই ব্যক্তে, অব্যক্ত জানিবে।
অব্যক্ত হইতেই, 'জ্ঞ' কে ধরিবে ॥
এই তিন হইতেই, চব্বিশ তত্ত্ব।
হইয়াছে যাহা, উপরে কথিত ॥

ব্যক্ত অব্যক্ত ও জ্ঞ

বৈষম্যাবস্থা, ত্রিগুণ হয় ব্যক্ত।
ইন্দ্রিয় মন যাহা, না করে ত্যক্ত ॥
অব্যক্ত হয়, সাম্যাবস্থা ত্রিগুণ।
দেখিতে প্রকৃতি, তখন নির্গুণ ॥
বুঝেন যিনি, অবস্থা এই দুই।
নির্দ্দেশেন "জ্ঞ" বলিয়া তাঁহারেই ॥

হেতুমৎ বলেছেন ধর্ম্ম, ব্যক্তের নয়টা।
তাহার মধ্যে, "হেতুমৎ" প্রথমটী ॥
হেতুমৎ অর্থে, হয় কারণযুক্ত।
অকারণে কিছু, না হয় উদ্ভূত ॥
যাহা এই জগতে, পাও দেখিতে।
আসে নাহি কোনটী, আচম্বিতে ॥

অনিত্য লয়শীল হয়, যাহা স্বকারণে।
বলিয়া "অনিত্য" তাহারেই গণে ॥
কিছুই জগতে, চিরস্থায়ী নয়।
উৎপত্তি, ক্ষণেক স্থিতি, পরে লয় ॥
দেখনা জগৎ অর্থেতে, কি বুঝায়।
গচ্ছতি ইতি, যাহা চলিয়া যায় ॥
গোলাপ ফুটিল, ক্ষণেক রহিল।
পরক্ষণে দেখ, ঝরিয়া পড়িল ॥
পাদপাদি, জীবজন্তু অগণন।
লয়শীল বস্তু, হয় চিরন্তন ॥
দেখিয়াও জীব, শোক তাপ করে।
কেবল বুঝিবার, ভ্রান্তির তরে ॥

অব্যাপি পূর্ণ বিনা সম্পূর্ণ, না হয় ঢাকা।
অসম্ভব খণ্ডেতে, পূর্ণকে ঢাকা ॥

হইলে এক বহু, হয় অনন্ত খণ্ড।
খণ্ডেতে না পারে, ঢাকিতে ব্রহ্মাণ্ড ॥
কণামাত্র জ্ঞান ও শক্তি ব্যক্তেরা।
না হইবে কেন, "অব্যাপি" তাহারা ॥

সক্রিয়ং

আর এক ধর্ম্ম, ব্যক্তের "সক্রিয়"।
সকলে ক্রিয়াশীল, নহে নিষ্ক্রিয় ॥
কিছুকাল পরে, ইট নোনা খায়।
কাষ্ঠ ও সেইরূপ, পচিয়া যায় ॥
মিষ্ট পদার্থ, টক্ হইয়া পড়ে।
টক্ও সময়ে, মিষ্টগুণ ধরে।
ধরিলে নিজের দেহ, দেখা যায়।
কত অনন্ত ক্রিয়া, হ'তেছে তায় ॥
এইরূপ কিছু, বাদ নাহি যায়।
সক্রিয় ধর্ম্মটী, আছয়ে সবায় ॥

অনেকং

"অনেকং" শব্দে, একাধিক বুঝায়।
একেতে দ্রব্য কিন্তু, কিছু না হয় ॥
সমষ্টি অসংখ্য, পরমাণুচয়।
জানিবে তা'তে একটী দ্রব্য হয় ॥
মিলে বহু দ্রব্য, হয় এক বস্তু।
নিয়ম এ স্থষ্টিকর্ত্তার পরন্তু ॥

তোমার দেহটী, দেখিতে একটী।
দেখ তার মধ্যে, রকম কতটী॥

আশ্রিতং ব্যক্তেতে আছে আর, "আশ্রিত" ধর্ম্ম।
আশ্রয় বিনা, না হয় কোন কর্ম্ম॥
এই সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ।
পরস্পর আশ্রয়ে, কার্য্যে নিপুণ॥
স্বকারণে আশ্রয়, সবাই করে।
উপাদান বা, নিমিত্তেতে নির্ভরে॥
তৈল সলিতা অগ্নি, লয়ে প্রদীপ।
পরস্পর আশ্রয়ে, জ্বলন্ত দীপ॥
করে বৃক্ষ আশ্রয়, মাটি শিকড়ে।
শাখা করে আশ্রয়, তার স্কন্ধেরে॥
প্রশাখা আশ্রয়, করে তার শাখা।
পত্র পুষ্প মুকুল, তার প্রশাখা॥

লিঙ্গ আসিল আর একটী ধর্ম্ম "লিঙ্গ"।
হইল যাহা স্বকারণের চিহ্ন॥
সে প্রকাশে, ব্যক্তের উৎপত্তি কিসে।
পাছে মহাভূত, ও তন্মাত্রা আসে॥
পৃষ্ঠে অহঙ্কার, ও বুদ্ধি খেলিছে।
সর্ব্বশেষে প্রকৃতিদেবী জাগিছে॥

লিঙ্গ অন্য অর্থে, লয় প্রাপ্ত হয়।
প্রকৃতই যাহা, ব্যক্তে দেখা যায়॥

সাবয়বং

আর আছে এক "সাবয়ব" ধর্ম্ম।
অবয়বযুক্ত, হইতেছে মর্ম্ম॥
বাহ্য মূর্ত্তি সকলে, দেখিতে পায়।
এ বুঝাইতে, অনাবশ্যক হয়॥
কিন্তু চিন্তার, অনুভূত বিষয়।
ব্যক্ত পদার্থের, মধ্যে গণ্য হয়॥
অনুভব করা, যা হয় চিন্তায়।
ল'তে হ'বে মূর্ত্তি, তার কল্পনায়॥
চিন্তিত বিষয়ের, হয় মূর্ত্তি যা'।
চিন্তার ও হয়, অবয়ব তাহা॥

পরতন্ত্রং

শেষ হইতেছে, "পরতন্ত্র" ধর্ম্ম।
পরাধীনের, নাহিক নিজ কর্ম্ম॥
অধীন ইহাও, কার্য্য কারণের।
ব্যক্ত বস্তু মাত্রে, নির্ভরে অন্যের॥
দেহের মধ্যেতে, আছে কে স্বাধীন
ইন্দ্রিয় সকল, মনের অধীন॥
বায়ুশক্তি করে, ইন্দ্রিয় চালন।
চৈতন্য বিনা, নাহি রহে স্পন্দন॥

ব্যক্তের নবধর্ম্মের বিপরীত

এই নব ধর্ম্মাক্রান্ত, সবে ব্যক্ত ।
বিপরীত ইহার, হয় অব্যক্ত ।।
কারণের অধীন, হইল কার্য্য ।
প্রকৃতি কিন্তু, নহে কাহার কার্য্য

না হয় অব্যক্ত, কারণ-উদ্ভূত ।
রহে অবিনাভাবে, জয়ে জড়িত ।।
উক্ত নয় ধর্ম্মের, বিপরীত কি ।
নিম্নেতে বর্ণনা, আমি করিতেছি ।।

যথা

অহেতুমৎ, নিত্য, সর্ব্বব্যাপি ।
নিষ্ক্রিয়, এক, নিরাশ্রয় ।
অলিঙ্গ, নিরাবয়ব ও স্বতন্ত্র ।।

হ'লে হৃদয়ঙ্গম, এ নয় ধর্ম্ম ।
হইবে মন তব, বৈরাগ্যে পূর্ণ ।।
জগৎ কিছু নয়, হইবে ধারণা ।
ঘুচিবে 'আমার' বলার কামনা ।।

ত্রিগুণং

পাইবে আবার, দেখিতে সাংখ্যেতে
ব্যক্ত ও প্রধানের, ধর্ম্ম [illegible] ।।
আছে এই ধর্ম্ম, [illegible] উভয়েতে ।
কহিতেছি পরের পর নিম্নেতে ।।

আছে দু'য়েতে, এক ধর্ম্ম "ত্রিগুণ"।
এই সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ ॥
সত্ত্ব হয় লঘু, ও করে প্রকাশ।
রজঃ চঞ্চল, উত্তেজনা বিকাশ ॥
তমঃ আবরণক, ও দেয় বাধা।
প্রদীপবৎ করে, কার্য্য সমাধা ॥

অবিবেকি হয় "অবিবেকি," এই তিনগুণ।
বিভিন্ন থাকিতে, না পারে কখন ॥
না পারে থাকিতে ,পরস্পরে ভিন্ন।
পুরুষ হইতে, কভু নহে ছিন্ন ॥

বিষয় তিন গুণেই, সকল সৃষ্টি হয়।
ইহারা জ্ঞানের বোধের "বিষয়" ॥

সামান্য সকল বিষয়ে. থাকার কারণ।
ত্রিগুণ "সামান্য" কিনা সাধারণ ॥
সকল বিষয়ের, মূল কারণ।
এই উদ্দেশ্যে, হয় ইহা বর্ণন ॥

অচেতনং কিন্তু ইহারা, জড় বা "অচেতন"।
জ্ঞানে মিশ্রিত বোলে, মত চেতন ॥

প্রসবধর্ম্মী পঞ্চমটী হইল "প্রসবধর্ম্মী"।
এ ত্রিগুণ হইল অনন্ত কর্ম্মী ॥
প্রীত্যপ্রীতি বিষাদ, অবস্থাত্রয়।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ, পরিণামে হয় ॥
পরিণামে ইহার, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি।
না পড়ে সবেতে, আমাদের দৃষ্টি ॥

ষড় ছয়
পাঁচ ধর্ম্মের এই পাঁচ ধর্ম্ম, প্রধানে ও ব্যক্তে।
বিপরীত ইহার বিপরীত, জ্ঞ বা পুরুষে ॥

যথা

নির্গুণ, বিবেকী, অবিষয়, চেতন।
অসামান্য, অপ্রসবধর্ম্মী ॥

পঙ্গু ও অন্ধ করিয়া দর্শন, প্রধানের খেলা।
লভিবে পুরুষ, কৈবল্য বলিয়া ॥
পঙ্গু ও অন্ধবৎ, উভয়ে মিলিয়া।
সৃষ্টির কৌশল, আরম্ভ করিলা ॥
কর্ম্মঠ অন্ধের, স্কন্ধেতে বসিয়া।
চক্ষুষ্মান্ পঙ্গু, পথ দেখাইয়া ॥

সকল বাধা ও, বিঘ্ন নিবারিয়া।
যায় পথ সে, অতিক্রম করিয়া॥
সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপি, পঙ্গু জ্ঞান।
ল'য়ে নিম্নে কর্ম্মঠ, অন্ধ প্রধান॥
প্রকাশেন সৃষ্টিকার্য্য অবিরাম।
নাহি করি, পলক মাত্র বিশ্রাম॥
শ্রুতিতে পাই, সৃষ্টির নাহি বিরাম
কোন এক পাদে, হয় অবিরাম॥
ত্রিপাদেতে স্বয়ং, প্রভু বিদ্যমান।
একপাদে হয়, সৃষ্টি অবিশ্রাম॥

সৃষ্টির ইচ্ছার অন্য এক কারণ

বুঝাইতেছেন, আবার শাস্ত্রেতে।
ইচ্ছা সৃষ্টির, হয় কেন ব্রহ্মেতে॥
আপন শক্তির, পরীক্ষা কারণ।
কত শক্তি করি, আমাতে ধারণ॥
পড়ে দৃষ্টি তাঁর, শক্তিতে তখন।
নিজে ছাড়া কিছু, না দেখে যখন॥
শক্তি তখন, তাঁহারই ইঙ্গিতে।
থাকে নাচিতে, তাঁহাকেই তুষিতে॥
তখন পুরুষের, কল্পনা মত।
সাজ সজ্জায়, সাজিয়া তিনি কত॥

(*To be inserted in page 35 after* **সৃষ্টির ইচ্ছায় অন্য এক কারণ**)

শ্রুতিতে সৃষ্টির একহেতু

স্বষ্টির অন্য হেতু, পাই শ্রুতিতে।
"স্বাজ্ঞানকল্পিত জগৎ" বচনেতে॥
হয়েছে যে জগৎ, অজ্ঞানে কল্পিত।
মনে যেন লয়, এ কল্পনাতীত॥

এ গূঢ় ভাবের, সমস্যা পূরিতে।
স্থির চিত্ত বিনা, নারিবে করিতে॥
না হয় চৈতন্যে, যদি কোন কার্য্য।
হয় জ্ঞান, অজ্ঞান বলিয়া ধার্য্য॥

আত্ম-স্বরূপের, বিনা পরিচয়।
অজ্ঞান সম, জ্ঞান তখন রয়॥
থাকিয়া সৃষ্ট্যগ্রে, আত্মানুভূতিতে।
ও বোধোদয়ের, বস্তু অভাবেতে॥

স্ব-শক্তিতে না, নজর পড়ায়।
অস্মিতা ভাব না, তখন আসায়॥
থাকিলেও জ্ঞানেতে, নিবিশমান।
ত্রিগুণাত্মিকা, প্রকৃতি বা প্রধান॥

নাহি হয় জ্ঞানের, কোন প্রসার।
না সৃজে তাহে, বস্তু কোন প্রকার॥
ত্রিগুণের তখন, যে সাম্যাবস্থা।
নিরুদ্বেগ হেতু, জ্ঞানে কৈবল্যতা॥

তৎকালেতে জ্ঞান, অজ্ঞানের প্রায়।
নিজেকে বুঝিতে, সংজ্ঞা না থাকায়॥

হ'লে অনুপলব্ধি, আত্ম-স্বরূপ।
আইসে অমনি, জ্ঞানের বিরূপ॥
এ অবস্থাটীই, সৃষ্টির কারণ।
তাই শ্রুতির, উপরোক্ত বচন॥
কহে তাই শ্রুতি, অজ্ঞানে কল্পিত।
চরাচর সৃষ্টি, তাঁহার বাঞ্ছিত॥
চৈতন্যের মহিমা, বুঝা না যায়।
কভু না থাকেন, এক অবস্থায়॥
আকাশ যেমতি, থাকে কভু স্থির।
মেঘাচ্ছন্ন কভু, ঝড় বা শিশির॥
আত্ম-প্রকৃতি, ভুলিলে কতক্ষণ।
আকাশের মত, আসে আলোড়ন॥
আইসে চাঞ্চল্য, তখন জ্ঞানেতে।
চাহেন আবার, সকল বুঝিতে॥
আত্ম-পরিচয়, তখন লইতে।
আপন শক্তি, আছে কিনা বুঝিতে।
শক্তিময় জ্ঞানের, যদৃচ্ছা মত।
ভাবেতে কল্পনা, উঠে শত শত॥
চিন্তাস্রোতের, পারাপার নাই।
একের পর এক, উঠে সদাই॥
অনন্ত ভাবের, বৃষ্টি বরিষণে।
করেন সৃষ্টি, অনন্ত প্রকরণে॥
না থাকেন স্থির, নিমেষের তরে।
থাকা এক ভাবে, জ্ঞানে অসম্ভবে॥

চাহেন যে জ্ঞান, কেবল বুঝিতে।
অনুক্ষণ, একের পর অন্যেতে॥
কৈবল্য ভাবেতে, নাহি কোন সৃষ্টি।
চাঞ্চল্য ভাবে, সৃষ্টিতে পূর্ণ দৃষ্টি॥
অন্তরের আলোড়ন বুঝাইতে।
না হ'বে বলিতে, বিশেষ রূপেতে॥
আপনার মনে, বুঝনা মানব।
এক ভাবে থাকা, কতটা সম্ভব॥
কতক্ষণ পার, পাঠক থাকিতে।
এক অবস্থায়, ও এক ভাবেতে॥
এ চাঞ্চল্য ভাব, এ'লো কোথা হ'তে।
না থাকিত যদি, জ্ঞানের গর্ভেতে॥

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড

যাহা কিছু আছে, এ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে।
আছে সমস্ত, এ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে॥
ব্রহ্ম কল্পনার, যত সৃষ্টি কাণ্ড।
কহে তাহাকে, এ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড॥
আছে তাহার মধ্যে, মানবদেহে।
সর্ব্বকল্পনার, প্রতিবিম্ব তাহে॥
হয় মানব দেহ, তাই বিদিত।
এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, বলিয়া খ্যাত॥
পেয়েছে সর্ব্ব জীবে, ধর্ম্ম চাঞ্চল্য।
কেবল নরে, সমাধিতে কৈবল্য॥

নরের শ্রেষ্ঠত্ব

পায় কেন নর, এত উচ্চ স্থান।
দেবতারাও যা, না লভিতে পান॥
করেছেন যে, নরকে মুক্তহস্ত।
কোন কার্য্য ভার, নাহি তাতে ন্যস্ত॥
আছে তাহাদের, প্রচুর সময়।
ঈশ্বর চিন্তায়, মগ্ন হওয়ায়॥
সর্ব্বশেষে ব্রহ্ম, সৃজিয়া মানব।
মহানন্দ তাঁর, হইল উদ্ভব॥
যতক্ষণ কেহ, না পায় প্রশংসা।
না ভুঞ্জে সুখ, কোন কার্য্য করিয়া॥

নরের শ্রেষ্ঠত্ব

তাঁহার মহিমা, সৃষ্টির কৌশল।
সৃজন করিবার, সূত্র সকল॥
দিয়া বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, মানবে অত্যন্ত।
যাহাতে বুঝিবে, সমস্ত বৃত্তান্ত॥
বুঝিয়া গাহিবে, মহিমা তাঁহার।
উথলিবে তাঁর, আনন্দ অপার॥
সেই কারণে, আনন্দ অনুভব।
করেন সৃজিয়া, দুর্ল্লভ মানব॥
মনুসংহিতার, প্রথম অধ্যায়ে।
কহিছেন তিনি, শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে॥
সকল ভূতের মধ্যে, শ্রেষ্ঠ প্রাণী।
বুদ্ধিজীবী, তাহার উপর গণি॥

বুদ্ধিমান মধ্যে, হয় নর শ্রেষ্ঠ।
নরের মধ্যেতে, ঐ ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ ॥
উহাদের মধ্যে, শ্রেষ্ঠ যে বিদ্বান্।
কর্ম্মজ্ঞানী পান, উচ্চতর স্থান ॥
কৃতকর্ম্মা শ্রেষ্ঠ, হ'তে কর্ম্মজ্ঞানী।
কৃতকর্ম্মা হ'তে, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী ॥
সৃষ্টি কার্য্যের, এক একটী ভার।
থাকায় অর্পিত, স্কন্ধে দেবতার ॥
না পারেন তাঁহারা, আজ্ঞা লঙ্ঘিতে।
বা আজ্ঞা যাঁহার, তাঁহারে জানিতে ॥
অবসর বিনা, তাঁহারা বঞ্চিত।
ব্রহ্ম-নিরূপণে, যা করা উচিত ॥
আক্ষেপেতে করেন, তাঁহারা চেষ্টা।
নিজ পদ কোন, মানবকে দিয়া ॥
লবেন অবসর, ব্রহ্ম ভজিতে।
মানবের মত, ধ্যান সমাধিতে ॥
পাই পাতঞ্জল দর্শনে দেখিতে।
বিভূতি পাদের, বাহান্ন সূত্রেতে ॥
"স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং
পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ"
দেখে কোন বৈরাগী, পরম যোগী।
কঠোর তপে, আশু হ'বে সমাধি ॥
লোকপালগণ, যাঁরা স্বর্গবাসী।
ভুঞ্জিতে সুখ, করে আহ্বান আসি ॥

নরের বহু প্রলোভন, দেখাইয়া তাঁরা।
শ্রেষ্ঠত্ব ঐ যোগীবরের, হন মনোচোরা॥
প্রলোভনে তার, যদি টলে মন।
কহেন যোগীরে, মধুর বচন॥
বলে তুমি প্রভু, মম পদ লও।
পরিশ্রান্ত অতি, কিঞ্চিৎ সুস্থ হও॥
হইয়া প্রতিষ্ঠিত, আমার পদে।
পূরাও কামনা, স্বর্গে নিরাপদে॥
করিব আমি ধ্যান, তব কারণ।
হ'বে তাতে তব, শ্রম নিবারণ॥
অভিপ্রায় যে, ছাড়িয়া নিজ পদ।
করিবেন ধ্যান, সাজিয়া মানব॥
স্বর্গসুখ ভোগের, এ নিমন্ত্রণে।
কৃতার্থ বোধ করা, কাম-পূরণে
ইষ্ট কিবা পুনঃ, পতন সংসারে।
নহে করা কর্ত্তব্য, সম্যক্ বিচারে॥
কহিছেন তাই, শাস্ত্রকারগণ।
মানবের তুল্য, নাহি কোন জন॥
অসাধ্য কিছুই, নাহি আছে নরে।
সাধন সিদ্ধিতে, সব কিছু পারে॥
সেজন্য বিচারে, পায় উচ্চস্থান।
নহে কোন যোনি, নরের সমান॥

(*After this to come* পুরুষের অস্তিত্ব ও বিভিন্নভাবে স্থিতি)

রঙ্গ দেখান, রঙ্গমঞ্চের মত।
লইয়া জ্ঞয়ের, অভিপ্রায় যত॥

পুরুষের অস্তিত্ব ও বিভিন্ন ভাবে স্থিতি

আছে যে পুরুষ, বুঝিব কেমনে।
জানিবে তাহা, চারিটী প্রমাণে॥
দর্শনের সপ্তদশ কারিকায়।
সাংখ্য চারিটী, কি প্রকার বুঝায়॥
প্রথম পাই, সংঘাত পরার্থত্ব।
মিলিত পর-প্রয়োজন নিমিত্ত॥
রাজমিস্ত্রী কুলিমজুর স্থুতার।
করে গৃহ নির্ম্মাণ, কার্য্য উদ্ধার॥
রাজ স্থুতার কুলি মজুরগণে।
নাহি করে, ব্যক্তি গত প্রয়োজনে॥
সম্মিলিত ভাবে, দশের কার্য্য।
মূলে হয় পর প্রয়োজনে ধার্য্য॥
ধনাঢ্য ব্যক্তির, বাসের কারণ।
করিতেছে তাহারা, গৃহ নির্ম্মাণ॥

ইঞ্জিনিয়ার নিজ, কল্পনা মত।
গৃহ নির্ম্মাণ, তিনি করেন কত॥
নির্ম্মাণ শেষে, যান তিনি দেখিতে
কল্পনা মত, হইল কিনা তাতে॥

সেইরূপ বস্তুর, গঠন শেষে।
দেখিতে পুরুষ, তখন আইসে ॥
এটী কি, আবার, হইল কেমন।
দেখিতে তাহাতে, প্রবেশে তখন ॥
প্রবেশিয়া হন, "অধিষ্ঠান চৈতন্য"।
স্থাবর জঙ্গম, সকলেতে ভিন্ন ॥

কেবল চক্ষে, না হয় বৃক্ষ জ্ঞান!
কেবল মনে, হয় না সেই জ্ঞান ॥
সম্মিলিত ভাবে, বৃক্ষ চক্ষু মন।
করায় উদিত, তবে বৃক্ষ জ্ঞান ॥
নহে জ্ঞান, বৃক্ষ বা চক্ষুর জন্য।
নহে ইহা কেবল, মনের জন্য ॥
হয় এ জ্ঞান, তবে কাহার জন্য।
নিশ্চয়ই এক, অপরের জন্য ॥
বুঝিবে ব'লে, অপর একজন।
হয় যে উদিত, এ জ্ঞান তখন ॥
সে অপরটী, আমাদের ভিতরে।
থাকেন যে পুরুষ, তাঁহারি তরে ॥

ছুটিয়া যায় দেখ, কলের গাড়ী।
ক্ষণকাল মধ্যে, কত দেশ ছাড়ি ॥

কাহার ইচ্ছায়, হইল এ কল।
নিশ্চয়ই এক, জ্ঞানীর কৌশল ॥
করিতে প্রস্তুত, বাষ্পযান খানি।
করিল সংগ্রহ, বহু বস্তু আনি ॥
করিল যোজনা, সে কল্পনা মত।
যান খানি তবে, হইল চালিত ॥
কোন পুরুষের বিনা প্রয়োজন।
কেবা করে এত, বস্তুর মিলন ॥
কল কব্জার, সমাবেশ একত্র।
হয়েছে আপনি, দেখিয়াছ কুত্র ॥
বস্তু সকলের, হয় না মিলন।
করিয়া না দিলে, কেহ সংঘটন ॥
এঞ্জিন যখন, সে ছুটিয়া যায়।
থাকে সমাবেশ, জল অগ্নি তায় ॥
বাষ্পের পরিমাণ, হইল কত।
কমাইবে কিনা, আবশ্যক মত ॥
আছয়ে আরও, অনেক ব্যাপার।
তত্ত্বাবধারণ, করিতে তাহার ॥
আবশ্যক হয়, চালক এবার।
করিতে সমাধান কার্য্য সবার ॥
বিজ্ঞ তখন, পুরুষ একজন।
থাকে নিরন্তর, তাহে অধিষ্ঠান ॥

করিতে তাহার, রক্ষণাবেক্ষণ।
আর সাবধানে, করিতে চালন ॥
আছয়ে যে পদ্ধতি, পরমাত্মায়।
তাহারি অনুকরণ, জীবাত্মায় ॥
বিরাট্ সৃষ্টির, বিষয় অনন্ত।
এক পরের জন্য, হয় মিলিত ॥
সেই পরটী কে, ও কিরূপে আছে।
যার জন্য এত, মিলন ঘটেছে ॥
দেখ এখন, কেবা মিলন করে।
জড় প্রকৃতি, ক্ষমতা নাহি ধরে ॥
সৃষ্ট পদার্থ, তাহা হইতে যত।
পায় তাহারা সবে, সমজাতিত্ব ॥
নাহি হইলে, বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন
হইবে কার্য্য, কি প্রকারে সম্পন্ন ॥
রজেতে উত্তেজনা, তমেতে বাধা।
হয় সৃষ্টি কার্য্য, তবে ত সমাধা ॥
ক্রিয়ার অভিব্যক্তি, হয় যে জড়ে।
চেতন পুরুষের, সংযোগ তরে ॥
তাঁহার প্রয়োজনে, হয় মিলন।
আবশ্যক মত, যেখানে যেমন ॥
যাহার উদ্দেশ্যে, হয় এ মিলন
ফল তাহারই, ভোগের কারণ ॥

সেই চৈতন্য পুরুষ কি প্রকার।
ত্রিগুণে যাঁর, নাহি কোন বিকার॥
পদার্থ ছাড়া সে, অতিরিক্ত বস্তু।
চেতন জ্ঞানময়, পুরুষ কিন্তু॥
দেখনা জ্ঞাতা ও, জ্ঞেয় পরস্পরে।
সম্পূর্ণ তারা, বিরুদ্ধ ভাব ধরে॥
হয় জ্ঞেয়, ত্রিগুণাত্মক্ বিষয়।
জ্ঞাতা ত্রিগুণাতীত, চৈতন্যময়॥
থাকিয়া সৎরূপে, চির বিদ্যমান।
অনুভবেন, গুণের পরিণাম॥
পরিণামোৎপন্ন, সুখ দুঃখ ফল।
অনুভবেনও, তিনি সে সকল॥
অনুভব ভোক্তৃভাব, মূর্ত্তি তাঁর।
হইল নির্ণীত, দর্শন কর্ত্তার॥
তাঁর কল্পনাতে, যাহা কিছু হয়।
বিদ্যমান তিনি, সবাতে নিশ্চয়॥
হইল সৃজন, অনন্ত বিরাট্।
বিরাটে আবার, থাকেন স্বরাট্॥
জ্ঞান বিনা জড়, না চলিতে পারে
পলক বিচ্ছেদ, সহিতে সে নারে॥
ভোগের ইচ্ছা, হয় যাহাতে পূর্ণ।
ভোক্তৃভাব তাঁর, উদয় সে জন্য॥

ভোগ শেষে আসে, যখন নিবৃ‍র্তি
তখনি আইসে "কৈবল্য প্রবৃত্তি" ॥
অভাব আইসে অগ্রে, ইচ্ছা পরে।
শেষে উদ্যমে, ক্রিয়া প্রকাশ করে।
কার্য্যান্তে নিবৃ‍র্তি লাভে যিনি চান
করিতে সুস্থ, ভাবেতে অবস্থান ॥
অন্তরে আমার, তিনি অধিষ্ঠান।
হইয়ে জ্ঞরূপ, পুরুষ প্রধান !

ভাব উঠিলেই সৃষ্টি

শুন কিছু ব্রহ্মের, ভাবের কথা।
আছে যাহাতে সৃষ্টি, সূতায় গাঁথা
ভাবই হইল, ভবের কারণ।
হয় যাহাতে. প্রকৃতির বন্ধন ॥
পাইবে পরে, বন্ধনের দৃষ্টান্ত।
করিব বুঝাইতে, চেষ্টা একান্ত ॥
প্রথম ভাব এক, উঠিলে পরে।
দ্বিতীয় উঠে তার, পোষণ তরে ॥
উঠে তৃতীয়, পোষণে দ্বিতীয়র।
এইরূপে ভাব, আসে পর পর ॥
হয় উদয় তাঁর, ভাব অনন্ত।
হন এ কারণেতে, ব্রহ্ম অনন্ত ॥

অসংখ্য কল্পনাতে, তিনি অনন্ত।
·অতি বৃহৎ হেতু, ও তিনি অনন্ত॥
অভেদ জ্ঞান শক্তি, সম্পন্ন ব্রহ্মে।
ভাবেতে তখন, কল্পনা আরম্ভে॥
অন্তরঙ্গা শক্তি, করায় পোষণ।
বহিরঙ্গা শক্তি, করে সে গঠন॥
তুরীয় পরে, ঈশ প্রথম স্তর।
হিরণ্যগর্ভ, প্রকাশিল তৎপর॥
কল্পনা বীজ, দিয়া তিনি ব্রহ্মাতে
দেন জ্ঞান শক্তি, বিরাট্ সৃজিতে
এই সব ব্রহ্ম ভাবের বিকাশ।
গভীর চিন্তায়, করায় বিশ্বাস॥
নতুবা লহ ইহা, আপ্ত বচন।
যখন আছে ইহা, শাস্ত্রে বর্ণন॥

বন্ধন ও মুক্তি

প্রসবিল ত্রিগুণাত্মকা প্রকৃতি।
প্রথমেতেই, মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধি॥
আছে যাহাতে, রূপ অষ্টপ্রকার।
বলিয়াছি আমি, অগ্রে যে প্রকার
আটটীর মধ্যে, সাতটীতে তিনি।
হয়েন বদ্ধ, আপনাতে আপনি॥

দেয় কেবল এক, জ্ঞানেতে মুক্তি।
হইল ইহাই, দর্শনের যুক্তি ॥
বিস্ফুলিঙ্গাগ্নি, খোরাক পেলে বাড়ে।
জীবের কণা জ্ঞান, ব্রহ্ম গ্রাস করে ॥
এ কণা জ্ঞানের, খোরাক অনন্ত।
বাড়িতে বাড়িতে, হয় সে প্রশস্ত ॥
নাহিক পুরুষে, মুক্তি বা বন্ধন।
নানাশ্রয়া প্রকৃতিতে এ ঘটন ॥
নিম্ন দৃষ্টান্তেতে, বুঝিবে এখন।
হয় কি প্রকারে, জড়ের বন্ধন ॥
উত্তাপ অগ্নির, লৌহে প্রবেশিল।
প্রবেশিয়া অগ্নি, লৌহ গলাইল ॥
গিয়া কাঠিন্য, হয় লৌহ তরল।
অগ্নি তাতে তখন, অতি প্রবল ॥
ত্যজি কৃষ্ণত্ব, হয় লৌহ উজ্জ্বল।
ঘটায় পরিণাম, অগ্নির বল্ ॥
হইল অন্তর্দ্ধান, অগ্নি যেমন।
পড়ে লৌহ একা, ছাঁচেতে বন্ধন ॥
প্রকৃতিতে আছে, বৃত্তি শত শত।
জ্ঞান বিনা বাঁধে, থাকে আর যত ॥

সুখ ও দুঃখ কাহাকে বলে

হইয়াছে উল্লেখ, বুদ্ধির কথা।
চব্বিশ তত্ত্ব মধ্যে, আছে যা লেখা॥
বলিয়াছেন, বুদ্ধির অষ্টরূপ।
তাহার মধ্যেতে, কোন্‌টী কিরূপ॥
অবান্তর ভেদে, হয় কত রূপ।
হয় তাহাদের, কিসেতে সেরূপ॥
কোন্‌গুলি হইল, হেয় অর্থাৎ ত্যাজ্য।
কোন্ গুলিই বা, উপাদেয় বা গ্রাহ্য॥
করিয়াছেন যাহা. মীমাংসা তিনি।
বলিতেছি তাহাই, নিম্নেতে আমি॥
আরম্ভিলেন, কপিল দেব গ্রন্থ।
ল'য়ে দুঃখত্রয়াভিঘাতা, প্রসঙ্গ॥
সাধারণতঃ এ, দুঃখের কারণ।
ও কত প্রকারে, হয় উদ্ভবন॥
এই সকলের, করিতে মীমাংসা।
হয় অবতারণা, ছয় কারিকা॥
এই দুঃখ বা সুখ কাহারে বলে।
ইহার বিচার, করিতে যাইলে॥
আসিবে প্রথম, তব ধারণাতে।
হয় বোধগম্য, যাহা সহজেতে॥
নৈরাশ্য হইল, যে সবার সুখ।
আশাতেই আসে, পরম দুঃখ॥

নিরুদ্বেগ বিশ্রামে, আইসে সুখ।
উদ্বেগে হইলে স্থিতি, আনে দুঃখ ॥
নিঃসঙ্গে নিশ্চিন্তে, স্থিতি হয় সুখ।
পরসংসর্গেতে ঘটে সব দুঃখ ॥
থাকিলে আত্ম বশে, হইবে সুখ।
হইলে পরবশ, আনিবে দুঃখ ॥

স্বরূপের ব্যাঘাত

ক্ষুধার উদ্রেকে, না হ'লে পীড়িত।
অন্নাদি ভোগে, না হয় পরিতৃপ্ত ॥
স্বরূপের ব্যাঘাত, ক্ষুধা করায়।
মাত্র তৃপ্তিলাভ, ভোজনেতে হয় ॥
ভোজনে অন্ন যে, হয় তৃপ্তি লাভ।
না হয় তাহাতে, নব কোন ভাব ॥
মাত্র হইল এ, উদ্বেগের শান্তি।
উদিল মনেতে, মহানন্দ প্রাপ্তি ॥
নাহি আছে আনন্দ, সে অন্নাদিতে।
থাকার কারণ, না পাই যুক্তিতে ॥
থাকিত যদি অন্নে, পরমানন্দ।
সর্ব্বকালে সবে, পাইত আনন্দ ॥
না আইসে রুচি, ক্ষুধা না থাকিলে।
বরং ঘটে বিরক্তি, কাছে আনিলে ॥

ক্ষুধার উদ্বেগে, জন্মায় ব্যাঘাত।
অন্নাদি করে দূর, সেই আঘাত ॥
উভয় ক্ষুধা এবং অন্ন ভোজনে।
উভয় নষ্ট, উভয় সজ্ঘর্ষণে ॥
ছিল জীব পূর্ব্বে, যে পরমানন্দে
পায় স্বরূপ, ব্যাঘাত বিমোচনে

বুদ্ধিভ্রম

ক্ষুধা তৃষ্ণাদি, যে সকল ব্যাঘাত।
কাহাকে দেয়, সে সকল আঘাত ॥
এক্ষণে বিচার্য্য, ক্ষুধাদি উদ্বেগ।
জ্ঞ রূপি আত্মার, না দেহের বেগ
বুঝিলে দেহী, ও দেহের সম্বন্ধ।
ঘুচিবে তোমার, এ সংশয় দ্বন্দ্ব
তাদাত্ম্য ভাব, এই দেহে আত্মার
দেহের ক্ষুধাকে, ভাবে আপনার ॥
হইয়া উদ্বিগ্ন, ভ্রমেতে তখন।
হয় অস্থির, না পূরে যতক্ষণ ॥
পরকে আপন, জ্ঞানই যে ভ্রম।
তাহাকেই বলে, সবে বুদ্ধিভ্রম ॥

দেহের মূল কারণ ও দুঃখের সূত্রপাত

আছিল পূর্ব্বে, এক পরের কন্যা।
বিবাহ পরে, হইল পত্নী ধন্যা॥
তাহার রোগাদিতে, উদ্বিগ্ন পতি।
দেহের উদ্বেগে, দেহীর ঐ গতি॥
হয় ত্রিগুণাত্মক, এ দেহ স্থূল।
বৈষম্যের ইহাতে, না হয় ভুল॥
সদা পতিত, পরিবর্ত্তন-স্রোতে।
উদ্বেগের শান্তি, কভু নাহি তাতে॥
হইলে করিতে, দুঃখ নিবারণ।
সর্ব্বাগ্রে কর, কারণ নিরূপণ॥
না আছে কারণ, সে তব দেহেতে।
পাইবে দেহের, মূল কারণেতে॥
এ দেহের তবে, মূল কারণ কি।
প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টি ঐ বুদ্ধি॥
আর সূত্রপাত, দুঃখের কোথায়।
বুদ্ধিতে দেহী, আত্মভাব করায়॥
আপন পরিণীতা, পত্নীর ন্যায়।
এ বুদ্ধিকে দেহী, আমার বলায়॥
ও অনুরোধে এই, বুদ্ধিধর্ম্মের।
এত দুর্গতি, চেতন পুরুষের॥
বুদ্ধিরূপা পত্নীর, অশেষ গুণ।
স্বামীরূপ পুরুষ, হন নির্গুণ॥

এ দেহ-পুরীতে, একত্র শয়নে।
বিভূষিত হন, পত্নীর দোষগুণে

বুদ্ধির বংশধর

ধর্ম্মাধর্ম্ম বুদ্ধির, মানস পুত্র।
জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য সৎপুত্র॥
অজ্ঞান অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য।
করি সে বুদ্ধির, অসৎ পুত্র ধার্য্য॥
পত্নীর প্রসূত, কন্যা এবং পুত্র।
আপন জ্ঞানে, যথা পতি বিব্রত॥
জ্ঞান অজ্ঞানাদি, বুদ্ধির প্রসূত।
লইয়া পুরুষ-পতি, অভিভূত॥
পুত্র পৌত্র ও, প্রপৌত্রাদি লইয়া
জীবাত্মা পতি, ভব-জ্বালা সহিয়া॥
অসংখ্য দুর্গতি, তাহার যে ঘটে।
দেখিতে তাহা, যেন প্রকৃত বটে॥
কিন্তু এ সব তাঁর, দুর্গতি নয়।
আমাদের মনে, এইরূপ হয়॥
তিনি যে ঈশ্বর, হন জ্ঞানময়।
কি বুঝিব তাঁকে, যিনি ইচ্ছাময়॥
এক সৎপুত্রে, করায় স্বর্গ বাস।
অসৎ পুত্রে এক, করে সর্ব্বনাশ॥

সেইরূপ বুদ্ধি-পত্নীর প্রসূত।
অধর্ম্মাচরণে, সদা নিয়োজিত॥
অজ্ঞান অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য
পুত্র কন্যা রূপে, করায় কুকার্য্য

বিপর্য্যয়

যাহা দ্বারা আমরা, বুঝিতে পারি।
তাহা বুদ্ধি নামে, অভিহিত করি॥
প্রথম উঠে বৃত্তি, হইতে বুদ্ধি।
বিপর্য্যয় অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি॥
গুণত্রয়ের, বৈষম্য নিবন্ধন।
উক্ত চারি হয়, পঞ্চাশ ধরণ॥
প্রথম বিপর্য্যয়, পঞ্চ প্রকার।
লহ পরিচয়, তাহা কি ধারার॥
বিপর্য্যয় অর্থাৎ, ভ্রম জ্ঞান যাহা।
না বোঝে স্বরূপ, বিষয়ের তাহা॥
ধরে অন্য এক, ভাব বিপরীত।
হয় যাহা ক্রমে, অধর্ম্মে চালিত॥
দৃষ্টান্ত ইহার, পণ্ডিতেরা দেন।
যেমন রজ্জুতে, হয় সর্প জ্ঞান॥
কিবা দোষ আছে, হে বল রজ্জুতে।
কি দোষ পাইলে, তুমি এ সর্পেতে॥

রজ্জুতে তোমার, বাঁধে নাহি গলে।
দংশে নাহি সর্প, তব পদতলে ॥
মিথ্যা সর্পে তবে, কেন ভয় পাও।
দেখিয়া অমনি, ছুটিয়া পলাও ॥
ইহাই হইল, তব ভ্রম জ্ঞান।
বুদ্ধি হইতে, যাহা হয় উত্থান ॥

অবিদ্যা বা তমঃ

বিপর্য্যয়ের পুত্র, জ্যেষ্ঠ "অবিদ্যা"।
সাংখ্যেতে যাহা, "তমঃ" নামে কথিতা ॥
বলিয়াছেন যে, যোগসূত্রকার।
যাহা পাইতেছি, সাংখ্যেতে আবার ॥
অনিত্য অশুচি, দুঃখময় আর।
অনাত্ম বিষয়কে, আত্মা বলার ॥
নামই হইল, অবিদ্যা বা তমঃ।
প্রতিবন্ধক যাহা, পাইতে ব্রহ্ম ॥
পুনঃ পাতঞ্জল, দর্শনে কহতু।
দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ, সংযোগ হেয় হেতু ॥
হেয় যে দুঃখ, তার হেতু কোথায়।
পুরুষের দৃষ্টি, শক্তিতে পড়ায় ॥
বহু হ'তে ইচ্ছা, যেমন উদিল।
বিদ্যা অবিদ্যা, তখনি প্রকাশিল ॥

কেবল বিদ্যায়, না হইত সৃষ্টি।
অবিদ্যা যদ্যপি, না করিত পুষ্টি ॥
না থাকিলে এই, বিপরীত ভাব।
সৃষ্টি পূরণে যে, রহিত অভাব ॥
ইহার পুত্র, পৌত্রাদি গুলি বেশ।
অস্মিতা রাগ দ্বেষ, অভিনিবেশ ॥
অবিদ্যা যেন, দেহ ক্ষেত্র সম্বল।
অস্মিতাদি চারি, তাহার ফসল ॥
অব্যক্ত মহৎতত্ত্ব, ও অহঙ্কার।
লইয়া সঙ্গে, পঞ্চ তন্মাত্র আর ॥
এ অষ্ট পদার্থ জড়ে আত্মজ্ঞান।
বলিয়া তমের ভেদ অষ্ট জান ॥

মোহ বা অস্মিতা

মূল কারণই, দুঃখের অবিদ্যা।
যাহা হইতে, প্রসবিছে অস্মিতা ॥
বিভিন্ন বস্তুতে, যে জ্ঞান সমতা।
কহে তাহাকে, মোহ বা অস্মিতা ॥
চিত্ত ও চৈতন্য, স্বরূপতা জ্ঞান।
হয় মোহের এক, উদাহরণ ॥
অষ্ট ঐশ্বর্য্যতে, নিত্য বস্তু জ্ঞান।
সুতরাং মোহে, অষ্ট অভিমান ॥

অস্মিতা বা মোহে, আনে আমি ভাব
করে "আমার", ভাবের আবির্ভাব ॥
অষ্ট ঐশ্বর্য্য হয়, কি কি প্রকার।
কহিব অন্যত্র, করিয়া বিস্তার ॥

মহামোহ বা রাগ

আমিতে সুখের, লালসাই রাগ।
মহামোহ বা, বিষয় অনুরাগ॥
পঞ্চ তন্মাত্র ও, পঞ্চ মহাভূতে।
সৃজিত বিষয়ের, অনুরাগেতে ॥
করে ভোগ জীব, দশেন্দ্রিয় দ্বারা।
সেজন্য রাগ হয়, দশ প্রকারা ॥

তামিস্র বা দ্বেষ

দুঃখ ও তৎসাধক, বিষয় প্রতি।
হয় যে উদয়, তোমার অপ্রীতি ॥
যাহাতে আসে, ক্লেশ অপরিশেষ।
তাহাকে বলে, "তামিস্র বা দ্বেষ" ॥
আশ্রিয়া ভোগ্য বিষয় অষ্টাদশ।
ঐশ্বর্য্যাদি অষ্ট, এবং শব্দাদি দশ।
দ্বেষ অষ্টাদশ, প্রকারে উদয়।
ইহাই তত্ত্ববিৎ, জনেতে কয় ॥
ভয়প্রদ বিষয়ের, সংখ্যা যত।
তামিস্র বা দ্বেষের, সংখ্যা তত ॥

ভয় যদি হয়, আঠার প্রকারে।
দ্বেষ ও জন্মিবে সেই অনুসারে॥

অন্ধতামিশ্র বা অভিনিবেশ

মরণ ত্রাসই, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ক্লেশ।
সে অন্ধতামিস্র, বা অভিনিবেশ॥
অভিনিবেশ শুন, কাহারে কয়।
মৃত্যুতে এ ভোগে, বঞ্চিতের ভয়॥
হইতেছে ভয়, আঠার প্রকার,।
উক্তি এ আটচল্লিশ, কারিকার॥
প্রথম ভীষণ, এই মৃত্যু ভয়।
মরণেতে যে, সব ছাড়িতে হয়॥
আমার বলিয়া, যাহা কিছু আছে।
রহিবে পড়িয়া, সে সকল পাছে॥
ছাড়িতে দেহ, তাই অসহ্য হয়।
দেহীকে বলে, যম ছিনিয়া লয়॥
আর এগার, ইন্দ্রিয় হানি ভয়।
তৎপর এক, দেহ কষ্টের ভয়॥
শব্দাদি পঞ্চ, বিষয় হানি ভয়।
মোট ভয় আঠার, প্রকার হয়॥
পাইলাম কিন্তু, পঞ্চ বিপর্য্যয়ে।
অবান্তর ভেদে, বাষট্টি প্রকারে॥

তমে অষ্ট ও, মোহে তত প্রকার।
হইল মহামোহে, দশ প্রকার॥
তামিস্রে হইল, রকমে আঠার।
অন্ধতামিস্রেতে, ও উক্ত প্রকার॥

অশক্তি

এই মানবাদি, জীব কলেবরে।
পাই দেখিতে, ইন্দ্রিয় বৈকল্যেরে॥
দৃষ্টি শক্তির, অভাবে অন্ধতা।
শ্রুতি শক্তির, অভাবে বধিরতা॥
ঘ্রাণ শক্তির অভাবে, অজিঘ্রতা।
বাক্ শক্তির অভাবে, হয় মূকতা॥
হয় কুষ্ঠ, অভাবেতে স্পর্শ শক্তি।
কৌণ্য হয়, অভাবে গ্রহণ শক্তি॥
পঙ্গুতা অভাবেতে, গমন শক্তি।
ধ্বজভঙ্গ, অভাবে রমণ শক্তি॥
উদাবর্ত্ত উৎপত্তি, পায়ু দোষেতে।
যাহাতে ক্লেশ, মল মূত্র ত্যাগেতে॥
মনের মন্দতা দোষ, উন্মাদাদি।
উক্ত প্রকারে সবে, বুঝিয়া থাকি॥
প্রকৃত অভাব, আছে ঐ বুদ্ধিতে।
যাহা প্রকাশে, পরে ইন্দ্রিয়াদিতে॥

এই হয় একাদশ, অসমর্থতা।
যাহাতে বুদ্ধির, "অশক্তি" কীর্ত্তিতা ॥
উক্ত একাদশ, ইন্দ্রিয়ের অশক্তি।
নয় প্রকার তুষ্টি, ও অষ্ট সিদ্ধি ॥
সবে মিলে, অষ্ট বিংশতি বিদ্ধি।
ব্রহ্ম জ্ঞানের যে, ইহারা বিরোধী ॥
সকলের শ্রেষ্ঠ, বলিয়া এ তত্ত্ব।
বুদ্ধির অপর নাম মহৎতত্ত্ব।
ব্রহ্মের কল্পনা, হইয়া সূত্রিত।
সৃষ্টি বীজ সর্ব্ব, ইহাতে নিহিত ॥
ক্রমশঃ প্রকাশে, প্রয়োজন মত।
দেখাইছে তাহা, এ চব্বিশ তত্ত্ব ॥
কলেবর বৈকল্য, যা দেখা যায়।
শক্তির অভাব, বুদ্ধিতে জন্মায় ॥
কেনইবা বুদ্ধিতে, অভাব হয়।
কারণ ইহার, আছয়ে নিশ্চয় ॥
মরণ কালে, যদি হয় উদয়।
মনে কোন এক, বৈকল্য বিষয় ॥
হইবে লইতে, পুনঃ জন্ম কালে।
চিন্তিত বিষয় ইন্দ্রিয় বৈকল্যে ॥
ফেলিয়া চলিলাম, অন্ধ পিতাকে।
দেখিতে নাহি, অন্য কেহ তাঁকে ॥

ঐ অন্ধ অন্ধ, ভাবিবার সময়।
কাহার যদ্যপি, প্রাণত্যাগ হয়॥
করেন অন্তর্য্যামী, ব্যবস্থা তার।
বুদ্ধি দ্বারা সেটী, অভাব করার॥

তুষ্টি

করিব, সহজ সহজ যা কার্য্য।
নাহি করিব, কোন শ্রমের কার্য্য॥
উদ্যমের আর, নাহি প্রয়োজন।
ইহাতেই হইবে, কার্য্য সাধন॥
এ বলিয়া যিনি, সন্তুষ্ট থাকেন।
এই ভাবকে সবে, তুষ্টি বলেন॥
কোন্ কারণে তুষ্টি, কত প্রকারে।
পরমার্থ চিন্তনে, নিস্তব্ধ করে॥
নিম্নে হইতেছে, তাহাই বর্ণন।
পঞ্চাশ কারিকার, যাহা লিখন॥
সংসারে তুষ্টি, দেখিতে মনোরম।
উন্নতি পথে সে, কণ্টক কর্দ্দম॥
বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে, তুষ্টি দ্বিবিধা।
চারি আন্তরিক, অর্থাৎ আধ্যাত্মিকা॥
ও বাহ্যিক তুষ্টি, হয় পঞ্চবিধা।
সর্ব্বসমেত, হইল নব বিধা॥

প্রকৃতি উপাদান, কাল ও ভাগ্য।
আন্তরিক উক্ত নামে অভিহিত ॥

বাহ্যতুষ্টি

অসংখ্য সৃজিত, মনুষ্য মণ্ডলে।
আছে এমন লোক, জগতীতলে ॥
মহদাদি অনাত্মাকে, আত্মাবলে।
তাহার বিষয়বৈরাগ্য হইলে ॥
তাহাতে যেরূপ, তুষ্টিলাভ হয়।
তাহাকেই সবে, বাহ্যতুষ্টি কয় ॥
বিষয় বলিলে, কাহাকে বুঝায়।
বুদ্ধির উৎপন্ন, যাহা কিছু হয় ॥
তন্মাত্রে সৃষ্টি, সব বিষয় ভোগ্য।
দর্শনে দোষ তাহে, আসে বৈরাগ্য
বিষয়ে দোষ, কি প্রকার দর্শন।
তাহার একটী, দেই উদাহরণ ॥
ধনোপার্জ্জন, উপায় দুঃখকর।
করাও রক্ষা, তেমতি কষ্টকর ॥
উপভোগে ক্ষয়চিন্তা মহাক্লেশ।
নাশে আবার, নাহি দুঃখের শেষ ॥
করা নিরর্থক, এই উপার্জ্জন।
কোন উপায়ে সে, থাকেনা যখন ॥

ভোগেই পায় বৃদ্ধি, ভোগ-বাসনা।
না পাইলে কি কষ্ট, তাহা দেখনা॥
উপার্জ্জন আমি, আর না করিব।
বিনা অর্থে আমি, সন্তুষ্ট থাকিব॥

প্রকৃতি তুষ্টি আছে প্রকৃতির, অতিরিক্ত আত্মা।
ইহা প্রতিপাদ্য, তাহাও জানিয়া॥
অসাধু উপদেশে, তুষ্ট হইয়া।
ধ্যান ধারণাদি, উপেক্ষা করিয়া॥
বলেন জীব, মায়ার পুত্তলিকা।
প্রকৃতি হইতেছেন, জগন্মাতা॥
যাহার কৃপায়, দেহাদি ধারণ।
তাহারই হয়, লইতে শরণ॥
হন যদি প্রসন্না, সন্তান প্রতি।
অবশ্য দিবেন, তিনি মোরে মুক্তি॥
ধ্যান ধারণার, আশ্রয় লইয়া।
জগন্মাতাকে, উপেক্ষা করিয়া॥
পরমার্থ সাক্ষাৎকারের বাসনা।
ধৃষ্টতা ব্যতিরেকে, আর কিছুনা॥
নিবৃত্তি-প্রসবা, হইলে প্রকৃতি।
জীব নিচয় সবে, পাইবে মুক্তি॥

এই জ্ঞানে তুষ্ট, তাঁহারা থাকেন
বিবেক সাক্ষাতের, যত্ন না করেন ॥
ইহা ছাড়া তারা, এক পা না চলে।
"প্রকৃতি তুষ্টি" যে, ইহাকেই বলে ॥

উপাদান তুষ্টি

আবার বলেন, কেহ অন্য কথা।
প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ, নির্ভর বৃথা ॥
দিবেন প্রকৃতি, অপবর্গ বটে।
হইবে পাইতে, কিন্তু অতি কষ্টে ॥
সুগম এ পন্থা, প্রব্রজ্যাগ্রহণ।
করায় শিথিল, সংসার বন্ধন ॥
তুষ্টি থাকা, সন্ন্যাস অবলম্বনে।
উপাদান তুষ্টি, তাহাকেই গণে ॥

কালতুষ্টি

দেখ অন্য মতে, আবার কি বলে।
মতের বিরাম, নাহি কোন কালে ॥
রোপণ মাত্রেতেই, যে ফল দেয়।
এমন বীজ ত, নাহি দেখা যায় ॥
ঋতুর অপেক্ষা, সকলেই করে।
বৃক্ষ কি শস্য, ফল প্রসব তরে ॥
পাইবে যে মুক্তি, সন্ন্যাস গ্রহণে।
হইবে কত কালে, তাহা কে জানে ॥

কালের অপেক্ষা, করিতে হইবে।
মিছে সন্ন্যাসে, ঘুরিয়া বেড়াইবে॥
কালমুখাপেক্ষী, হইয়া যে তুষ্টি।
তাহারই নাম, হয় "কালতুষ্টি"॥

ভাগ্যতুষ্টি কেহ বা বলেন, ভাগ্যে না থাকিলে।
নাহি হইবে বিবেক, কোন কালে॥
নিরর্থক প্রযত্ন, বিবেক জন্য।
ভাগ্যে থাকিলে, এখনি হবে ধন্য॥
করিয়া নির্ভর, উপর ভাগ্যের।
থাকা নিশ্চেষ্ট, মতন অলসের॥
ইহারই নাম, হয় ভাগ্য তুষ্টি।
নাহি দেখি ইহাতে, কোনই ইষ্টি॥

অষ্টসিদ্ধি কোন্ ভাব ব্রহ্ম, প্রাপ্তির অনুকূল।
আর কোন্ ভাব, যে হয় প্রতিকূল॥
দেখিলে সাংখ্যের, ছয়টী কারিকা।
ছেচল্লিশ হইতে, একান্ন সংখ্যা॥
আছে যে উল্লেখ, কয়টী ভাবের।
বিপর্য্যয় অশক্তি, তুষ্টি ত্রয়ের॥
চিত্তাবস্থা তিনে, সম্পূর্ণ বিরোধী।
আত্মসাক্ষাৎকারে, মন হয় যদি॥

সিদ্ধিই কেবল, ভাব অনুকূল।
অন্য সবে করে, উত্তম নির্ম্মূল ॥
নহে কর্ত্তব্য, অবস্থানে নিশ্চিন্ত।
সিদ্ধি লাভের, প্রয়োজন একান্ত ॥

অধ্যয়ন প্রথমা সিদ্ধি, হইল অধ্যয়ন।
করিবে মুমুক্ষু, গ্রন্থাদি পঠন ॥
করিবারে ঐ, ভাব রাজ্যে গমন।
অধ্যয়ন এক, অপূর্ব্ব বাহন ॥
শাস্ত্রের আশ্রয়ে, গুরু-সন্নিধানে।
করিবে পাঠ, পরমার্থ-চিন্তনে ॥
কর ইতিহাস, যখন পঠন।
মনে মনে কর, রস আস্বাদন ॥
থাকিলেও দেহ, তব পাঠাগারে।
মন চলে সেই, বিবৃত ব্যাপারে ॥
হয় করিতে, সেইরূপ পঠন।
একাগ্রতা যাহাতে, নাহি স্খলন ॥

দুঃখত্রয়াভি-ঘাত পঠনে মন, অধীত রাজ্যে যায়।
ত্রিবিধ দুঃখে, সবে নিস্তার পায় ॥

শব্দ কেবল পাঠেতে, ফল নাহি হয়।
অর্থবোধ শব্দের, যদি না হয় ॥

অর্থ বোধান্তে ও, করিবে মনন।
মন্তব্য বিষয়ে, আত্ম-সমর্পণ ॥

উহ শব্দ দ্বারা বটে, অর্থ বুঝা যায়।
কিন্তু কোন শব্দে, বহু অর্থ হয় ॥
আলোচনায়, প্রকৃত ভাব পায়।
মীমাংসায়, তাৎপর্য্যোপলব্ধি হয় ॥
শব্দার্থ মীমাংসা, যাহা বলা হইল।
গ্রন্থের "উহ," ইহাই বুঝাইল ॥
প্রথমতঃ হইল, ঐ অধ্যয়ন।
অতঃপর শব্দার্থ, বোধকরণ ॥
হইল তৎপর, তাৎপর্য্যোপলব্ধি।
তিনটী পর পর, ত্রিবিধ সিদ্ধি ॥

সুহৃৎপ্রাপ্তি না হইল ইহাও, সিদ্ধি সম্পূর্ণ।
"সুহৃৎ প্রাপ্তিতে", করাইবে পূর্ণ ॥
পথিক গুরু শিষ্য, মুক্তি পথের।
পাইলে সঙ্গ, ব্রহ্মচারী গণের ॥
মীমাংসিত বিষয়, আলোচনায়।
অনুকূল মীমাংসা, ব্যবস্থা হয় ॥
চরম সিদ্ধি হয়, সুহৃৎ পাইলে।
ভাগ্যক্রমে তাহা, কাহার বা মিলে ॥

প্রস্তর খণ্ডে, রাজপথ বিস্তৃত।
ভীষণ রোলার, করে নিষ্পেষিত ॥
সেরূপ অধ্যয়নাদির, আশ্রয়ে।
বার বার ঐ, বিবেকের উদয়ে ॥
পূর্ব্বসঞ্চিত, কামনা বীজ সবে।
হৃদয়-মন্দিরে, নিষ্পেষিত হইবে ॥

দান

অষ্টম সিদ্ধি, কহিয়াছেন "দান"।
ইহাতে গ্রন্থকার, কি বা বুঝান ॥
অধ্যয়নাদিতে, যাহা উপার্জ্জন।
নিরন্তর কর, তাঁতে সমর্পণ ॥
করিলেন যিনি, এত উপার্জ্জন।
তিনি ও করুন, আত্ম-সমর্পণ ॥
ইহাপেক্ষা আর, কি বা আছে দান।
ব্রহ্ম-প্রাপ্তির যা অপূর্ব্ব সোপান ॥

অণিমা

বিষয় অষ্ট ঐশ্বর্য্যের এবার।
কহি শুন তাহারা, কি কি প্রকার ॥
সাধিলে হয় সিদ্ধ, অষ্ট ঐশ্বর্য্য।
আবশ্যক সংযোগ, তাহে প্রাচুর্য্য ॥
আটটীর মধ্যে, একটি "অণিমা"।
এই ঐশ্বর্য্যের, নাহি আছে সীমা।

বৃহৎ হয় ক্ষুদ্র, করিলে সাধনা।
পারিবে কি মনে, করিতে ধারণা ॥
এ বৃহৎ দেহ, পারে হইতে অণু।
সূক্ষ্ম হইতেও, সূক্ষ্ম পরমাণু ॥
তোমার কঠোর, সাধন সিদ্ধিতে।
পারিবে ইচ্ছা মত, অণু হইতে ॥
লভিবে শক্তি, শিলাতে প্রবেশিতে।
কিংবা যে কোন, কঠিন পদার্থেতে ॥

লঘিমা

"লঘিমা" হইল, ঐশ্বর্য্য অপর।
ইহার শক্তি, হয় অতি প্রবর ॥
পারে ইহাতে, করিতে দেহ লঘু।
আপনি হইয়া, আপনার প্রভু ॥
বিনা যান পারে, করিতে গমন।
যদৃচ্ছায় করে, ত্রিলোক ভ্রমণ ॥
সূর্য্যরস্মি করিয়া, অবলম্বন।
করে সূর্য্যলোকে, যাইয়া ভ্রমণ ॥

মহিমা

"মহিমা" হয়, অন্য এক ঐশ্বর্য্য।
যাহাতে পারে, করিতে সর্ব্বকার্য্য ॥
মহতের ভাব, হইল মহিমা।
যাহার থাকে, নাহি করে গরিমা ॥

শ্রীকৃষ্ণের যে, বিশ্বরূপ ধারণ।
হয় সে মহিমার, এক লক্ষণ॥
কোটী কোটী জন্ম, সাধনার ফল
মনুষ্য মধ্যে কিন্তু, অতি বিরল॥

প্রাপ্তি

প্রসারণে হস্ত, যদি কেহ পারে।
অঙ্গুলি দ্বারাতে, স্পর্শিতে চন্দ্রেরে॥
বুঝিব তাহারি, হইয়াছে লাভ।
"প্রাপ্তি" ঐশ্বর্য্যের, যথাযথ ভাব॥
দ্বাদশ যোজন, ব্যাপি গোবর্দ্ধন।
শিখরে বসিয়া, যশোদা-নন্দন॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত, নৈবেদ্য রাশি।
ফিরিয়া ঘুরিয়া, নাহি কভু বসি॥
গ্রহণের দেন, তিনি পরিচয়।
প্রসারণে হস্ত, নিম্নের তলয়॥

প্রকাম্য

"প্রাকাম্য" হয়, অন্য এক ঐশ্বর্য্য।
সাধনে আইসে, শক্তি অনিবার্য্য॥
করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যেমন।
পিতা নন্দের, উদ্ধারের কারণ॥
করিলেন গমন, বরুণালয়ে।
ফিরিলেন তিনি, পিতা উদ্ধারিয়ে॥

সেই রূপ যোগী, সাধন সিদ্ধিতে।
পান সে শক্তি, ভূগর্ভে প্রবেশিতে ॥
এবং আপন, অভীষ্ট সিদ্ধি অন্তে।
পারেন তখন, যদৃচ্ছা উত্থিতে ॥

বশিত্বং

ঐ "বশিত্বং" ঐশ্বর্য্য, কাহারে বলে।
বশ করা শক্তি, যার করতলে ॥
ঐ ভূত ভৌতিক, পদার্থ নিচয়।
পারে রাখিতে সবে, বশে নিশ্চয় ॥
গোপ গোপীগণ, সমক্ষে যেমন।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, বদন ব্যাদান ॥
করিয়াছিলেন, বিদ্যুৎ অগ্নি গ্রাস।
করিয়া তাহাতে, নাহি কোন ত্রাস ॥
বিখ্যাত সেই, যশোহর নগরে।
কালী মন্দির এক, ছিল সহরে ॥
তথা ছিল এক, সাধকের বাস।
দেখেন মন্দির, তিনি বার মাস ॥
উদিল ইচ্ছা তার, অতি প্রবল।
দেখিবার নিজ, সাধনের বল ॥
ছিল সেই মন্দির, পশ্চিম আস্যে।
ঘুরাইলেন তাহা, উত্তর আস্যে ॥

ফিরাইলেন তিনি, যুগপৎ দুই।
মন্দির ও প্রতিমা, এক কালেই॥
সাধনার শক্তি, যে এত প্রবল।
সাধক বিনা কেবা, জানিবে বল॥

ঈশিত্বং

ঈশ্বর যেমন, করিলেন সৃষ্টি।
প্রকৃতির উপর, রাখিয়া দৃষ্টি॥
হইল প্রকট, তাঁহার ইচ্ছায়।
ভূত ভৌতিক, পদার্থ সমুদয়॥
করিয়াই দৃষ্টি, পদার্থের প্রতি।
কিংবা প্রয়োগে মন্ত্র, তাহার প্রতি॥
করা তাকে নিজ, ভাবে পরিণত।
"ঈশিত্বং" শক্তি তাহাকেই কথিত॥
দেখিয়া কালীশ সার্ব্বভৌমে পথে।
ল'য়ে কমণ্ডলু, মদ্যপূর্ণ হস্তে॥
জিজ্ঞাসেন জমিদার, কি উহাতে।
বলেন কালীশ, আছে দুগ্ধ তাতে॥
জমিদার বলে, যদি দেন কিঞ্চিৎ।
হ'বে মম পুত্র, নিরাময় নিশ্চিৎ॥
দেন কমণ্ডলু, কালীশ যেমন।
হ'ল জমিদার, বিস্মিত তখন॥

দেখেন সরপূর্ণ, দুগ্ধ তাহাতে।
মদ্যের বদলে, দুগ্ধ এত প্রাতে॥
হইয়া আশ্চর্য্য, তথা জমিদার।
ক্ষমা প্রার্থণা, করেন বার বার॥
করেন প্রণাম, কৃতাঞ্জলিপুটে।
কালীশ চলিয়া, যান হাস্য মুখে॥

কামাবসায়িত্বং উঠিল যাহা তব, সংকল্প মনে।
হইলে শক্তি তাহা, ব্যক্ত করণে॥
সত্যে পরিণত, যে করিতে পারে।
"কামাবসায়িত্বং" তাহাকেই ধরে।
প্রকৃতি শক্তির, সমীপে যখন।
করেন প্রার্থনা, যাহা ভক্তগণ॥
করিয়া সাধকের, বাঞ্ছা পূরণ।
করেন তাহার, সম্মান রক্ষণ॥
কঠোর সাধনে, পায় হেন বল।
নিরোধে চিত্ত বৃত্তি, হয় এ ফল॥
মুসলমান বেশধারী ব্রাহ্মণ।
লক্ষ্ণৌয়ে সন্ন্যাসী, ছিল একজন॥
হইল একদিন, উষ্ণ দারুণ।
জীবে দয়া নাহি, করিল বরুণ॥

বৃক্ষ পত্রের ও, নাহিক নড়ন।
কার সাধ্য করে, ভূমে পদার্পণ॥
ফেলিতে নিশ্বাস, জীব জন্তু নারে
চারিদিকে সবে, হাহাকার করে॥
এমন সময়, সন্ন্যাসীকে দেখে।
জনেক পথিক, বলে তারে ডেকে।
ফকির সাহেব, কর প্রতিকার।
কষ্ট হ'তে কর, সকলে নিস্তার॥
দেখ উত্তাপ যেন, উল্কা সমান।
বায়ু বিনা সবে, ওষ্ঠাগত প্রাণ॥
সাধকপুঙ্গব, শুনিয়া এ কথা।
করিয়া আকাশে, দৃষ্টিপাত তথা॥
দিলেন এক টুস্কি, যেন ঈঙ্গিতে।
জানান ইচ্ছা, প্রতিকার করিতে।
করুন অপেক্ষা, কিছুক্ষণ সবে।
পরমাত্মা কৃপা, এখনি করিবে॥
এই বলিয়া, যান তিনি চলিয়া।
রহিলেন সবে, অপেক্ষা করিয়া॥
দেখে সবে ব্যাপার, বিস্ময়কর।
হইল সবের প্রীতি, মনোহর॥
দেখেন অর্দ্ধঘণ্টার, কিঞ্চিৎ পরে।
হইল মেঘের, উদয় উপরে॥

উঠিল সেই সঙ্গে, প্রচণ্ড ঝড়।
মুষল ধারে, বৃষ্টি তাহার পর॥
হইল তখন, মেদিনী শীতল।
"কামাবসায়িত্বের" দেখ কি বল॥

ঐশ্বর্য্য সাধনার মূল্য

ঐশ্বর্য্য হয় এক, বুদ্ধির রূপ।
সাম্যাবস্থা প্রকৃতির, যা বিরূপ॥
পাই দেখিতে, তেষট্টি কারিকায়।
বুদ্ধির সপ্তরূপে, বন্ধন হয়॥
এক জ্ঞানেতে, দেয় কেবল মুক্তি।
হইল ইহাই, দর্শনের যুক্তি॥
সাধনে ঐশ্বর্য্য, পায় কিছু শক্তি।
হইবে নাহি কিন্তু, তাহাতে মুক্তি।
অনুষ্ঠানে এই, সকল সাধন।
হয় তব পুনঃ, জন্মের কারণ॥
বৃথা নষ্ট কাল, হয় এ সাধনে।
লক্ষ্য ভ্রষ্ট করে, ব্রহ্মের চিন্তনে॥
কর্ম্ম মাত্রই, শরীরোদ্ভব হেতু।
এক ব্রহ্ম চিন্তাই, মোক্ষের সেতু॥
পাই দেখিতে, ঐ কর্দ্দম ঋষিতে।
পরাকাষ্ঠা ঐশ্বর্য্য, পত্নী তুষিতে॥

কপিল জীবনী, করিছে প্রমাণ।
কর্দ্দম হইয়া, সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান॥
না হইল মুক্তি, ঐশ্বর্য্য সাধনে।
পরিশেষে যান্, গহন কাননে॥
প্রব্রজ্যায় ছাড়িয়া, বিষয় চিন্তা।
নিরোধে চিত্ত, ব্রহ্মপদ চিন্তিয়া।
তাহাতেই হয়, তার ব্রহ্মপ্রাপ্তি।
পুত্ররূপে গৃহে, যার জগৎপতি॥

জীবের মৃত্যু ও জন্ম

এবার কিছু, জীব ভাবের কথা।
কি প্রকারে জীব, জন্ম লয় হেথা॥
মৃত্যুকালে হয়, যে ভাব উদয়।
ভাবানুরূপ দেহ, পর জন্মে লয়॥
ভাববিনা নাহি, হয় লিঙ্গ দেহ।
না হয় ভাবনিবৃত্তি, বিনা দেহ॥
স্থূল দেহ গজায়, লিঙ্গের উপর।
হইতে ভাব মত, ভোগে তৎপর॥
পাইল এ ভাব, কোথা মরণান্তে।
কেমনে আইসে, সে ভাব প্রাণান্তে॥
নাহি লিঙ্গের মৃত্যু, দর্শনে কয়।
মাতা-পিতৃজ দেহ, পঞ্চত্ব পায়॥

আশক্তিহীন লিঙ্গ, থাকে নিয়ত।
ছাড়িয়া দেহ, বিচরে ইতস্ততঃ ॥
অন্তিমে প্রভাবে, সঙ্কোচন শক্তি।
সমূহ ইন্দ্রিয়, হইয়া অশক্তি ॥
লয় আশ্রয় সবে, এক মনেতে।
মন লয় আশ্রয়, পঞ্চ প্রাণেতে ॥
প্রাণ লয় আশ্রয়, অহঙ্কারেতে।
অহঙ্কার আশ্রয়ে, মহৎতত্ত্বেতে ॥
বুদ্ধিতত্ত্ব লয়, আশ্রয় চিত্তেতে।
সঞ্চিত সকল, সংস্কার যাহাতে ॥
সংগৃহীত বহু, জন্মের তোমার।
কারণ যাহা, জন্মের বার বার ॥
মিলিত এই সকল, সূক্ষ্মাকারে।
লইয়ে লিঙ্গ, স্থূলদেহটী ছাড়ে ॥
ছাড়িয়া দেহ, লিঙ্গ চৌদিকে ধায়।
যতদিন না, তাহে সংযম হয় ॥
সঞ্চিত সংস্কারপুঞ্জ, সঙ্গে থাকায়।
অন্তিমের ভাবটী, তাহে মিলায় ॥
কোন্‌টী ধরিব, কোথায় যাইব।
কেমনে কোথায়, আশ্রয় পাইব ॥
এ সব চিন্তায়, উন্মত্তের প্রায়।
হইয়া লিঙ্গটী, ঘুরিয়া বেড়ায় ॥

এ অবস্থা তার, যমপুরী বাস।
সংযমী হইতে, লাগে বার মাস।।
হয় পরে অন্তের, ভাব উদয়।
লভিতে জন্ম, আবার ইচ্ছা হয়।।
তখন সে অতি, অস্থির হইয়া।
প্রবেশে যে কোন, অন্ন মধ্যে গিয়া।।
প্রবেশিয়া লয়, শরণ ঈশ্বরে।
লভিতে আপন, ঈপ্সিত দেহেরে।।
লইলে বীজ, পৃথিবীর শরণ।
শক্তি তাহাকে, অঙ্কুরিত করাণ।।
আছে তাহাতে যাহা, তাই ফুটান।
মনের বাসনা, পুরাইয়া দেন।।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্।
জানিয়া জীব, কার্য্যে অশক্তিমান্।।
কৌশলে তিনি, সেই অন্ন পাঠান।
স্ফুরিবে ভাব, এ লিঙ্গের যেখান।।
গ্রাসিবে সেই অন্ন, এমন জীবে।
যথায় লিঙ্গের, ভাব উদ্ভাসিবে।।
সেই অন্ন এক, পুরুষ গ্রাসিবে।
অন্নাশ্রয়ে লিঙ্গ, ভিতরে পশিবে।।
আশ্রিবে লিঙ্গ, বীর্য্যে নিজ পিতার।
হয় চালিত যাহা, গর্ভে মাতার।।

প্রকৃত গর্ভ করে, পিতা ধারণ।
মাতা কেবল তাহে, করে পোষণ ॥
পায় স্নায়ু অস্থি মজ্জা, হইতে পিতা।
লোম লোহিত মাংস, হইতে মাতা ॥
এ সবে হয়, ষাট্‌কৌশিকি দেহ।
নির্জ্জনে গড়েন বিধি, না জানে কেহ

দেহক্ষেত্র গীতায় কহেন, কৃষ্ণ ভগবান্।
এই দেহকে ক্ষেত্র, বলিয়া জান ॥
বুঝেন যিনি ক্ষেত্র, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ।
কহেন সকল, তত্ত্ববিৎ প্রাজ্ঞ ॥
এ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব ক্ষেত্রে।
ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া, জানিবে আমারে ॥
করে যেমন ক্ষেত্রে, বীজ বপন।
ইচ্ছামত শস্য, লাভের কারণ ॥
সংস্কার বীজ, এ জীবে ফলাইতে।
প্রয়োজন এই, ভৌতিক দেহেতে ॥
অবসানে জীবের, প্রারব্ধ কর্ম্ম।
ছাড়ে সে তখন, কলেবর জীর্ণ ॥
আবার ধরে, নূতন কলেবর।
অনর্থক জন্ম, লয় পর পর ॥

অনর্থক কেন, কর প্রণিধান।
জন্মিয়া না লইলে, ব্রহ্ম সন্ধান॥
স্মরিলে নিত্য, সেই পূর্ণ ব্রহ্মোরে।
আর তাঁহার সৃষ্টির কৌশলেরে॥
হইবে সুলভ, পাইতে তাঁহারে।
মোক্ষপদ কেহ, যদি বাঞ্ছা করে॥

করণগণ ও তাহাদের কার্য্য

কেমনে চলে, জীবদেহের কার্য্য।
শুন যহা, দর্শন করেন ধার্য্য॥
আছে দেহেতে, করণ ত্রয়োদশ।
অন্তঃকরণ ত্রয়, ইন্দ্রিয় দশ॥
চক্ষু কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ত্বক্‌কে।
এ দেহের পঞ্চ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ডাকে॥
আর বাঁক্ পানি, পাদ পায়ু উপস্থ।
হইল পঞ্চ, কর্ম্মেন্দ্রিয় সাব্যস্ত॥
হয় অন্তঃকরণ, তিন প্রকার।
জীবের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচে, করে আহরণ।
অন্তঃকরণ তিনে, করে ধারণ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচের, প্রকাশ কার্য্য।
ইহাই করেন, দর্শনেতে ধার্য্য॥

জ্ঞানেন্দ্রিয় করে, দর্শন শ্রবণ।
আঘ্রাণ অনুভূতি, ও আস্বাদন ॥
আহরিয় বৃত্তি, নিজ নিজ সবে।
পাঠায় ইন্দ্রিয়াধ্যক্ষ মনে তবে ॥
পাঠান তখনি, মন অহঙ্কারে।
কি হইবে তবে, বল হে আমারে ॥
জানিবারে ইহা, মম অনুকূল।
কিংবা হইবে, আমার প্রতিকূল ॥
সাধিবে ইহা মম, কি প্রয়োজন।
কিংবা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন ॥
নিবেদয়েন বুদ্ধিতে, অহঙ্কার।
বিচারিয়া প্রশ্ন, উত্তর দিবার ॥
বুদ্ধির উত্তর, লয়ে অহঙ্কার।
বলেন সত্তই, মনকে আবার।
হয় এ ক্রিয়া, নিমেষ মধ্যে শেষ।
না পায় জীব, তার কোন উদ্দেশ ॥
কি খেলা তাঁর, অন্ত পাওয়া ভার।
ভাবিলে দেখিবে, অতি চমৎকার ॥
আসিলে মারিতে, ভয়েতে পলাই।
বিচারে বুদ্ধি, শক্তি তোমার নাই ॥
উদিত হয় মনে, হেন সিদ্ধান্ত।
তাইত পলাই, হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত ॥

বিচারে যদি, দেখে অধিক বল।
দিবেন বুদ্ধি বাঁধিবার কৌশল ॥

বায়ুশক্তি ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য

বাহ্যেন্দ্রিয় গণ, কেবল মাত্র দ্বার।
প্রকৃত ইন্দ্রিয়, ভিত.র তাহার ॥
বায়ুশক্তি এক, খেলে ভিন্নাকারে।
প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, সঞ্চালন তরে ॥
বাহিরের চক্ষু, দর্শনের দ্বার।
আছে শক্তি এক, ভিতরে তাহার ॥
বাহিরিয়া শক্তি, প্রয়োজন মত।
আবৃত দৃষ্টবিষয়কে করত ॥
ছাঁচটী দেয়, ইন্দ্রিয়াধ্যক্ষ মনে।
পহুঁছায় ক্রমে, বুদ্ধি সন্নিধানে ॥
পর্য্যায়ক্রমে, আসে উত্তর মনে।
হয় ব্যস্ত এবে, কর্ম্মেন্দ্রিয় গণে ॥
অন্তঃকরণের, ভাব প্রকাশিতে।
প্রয়োজন এবার, কর্ম্মেন্দ্রিয়েতে ॥
করায় কিবা, কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রকাশ।
করে ভাব ইচ্ছা, অভাব বিকাশ ॥
স্থূল স্বরূপ, অন্বয় প্রয়োজন।
প্রকাশে দেহের, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ॥

চক্ষু কর্ণের, দর্শন ও শ্রবণ।
পাইবে নাসিকায়, যাহা আঘ্রাণ ॥
আস্বাদ পাইবে, যাহা রসনায়।
ত্বকে অনুভূতি, যাহা কিছু হয় ॥
বুদ্ধির বিচারে, হয় সাব্যস্ত যাহা।
সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রকাশে তাহা ॥
অন্তরের ভাব, অন্যে বুঝাইতে।
হ'য় প্রয়োজন, শব্দে বা বাক্যেতে।
ধারণ গমন, প্রয়োজন মত।
হস্ত-পদযুগকরে যথাযথ ॥
হ য়ে প্রসারিত, বায়ুশক্তি বলে।
ইচ্ছামত তাহারা, ধরে বা চলে ॥
সুবিষ্ট অংশ, ভুক্তান্ন ও রসের।
নির্গত কার্য্য, পায়ু ও উপস্থের ॥
ইহাদের বল, বায়ুশক্তি দ্বারা।
হয় কার্য্যক্ষম, যাহাতে তাহারা ॥
হইল বায়ু একা, সর্ব্ব প্রধান।
বলিয়াছেন বেদে, যাহাকে প্রাণ ॥
যাহার বশে এ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড।
চালান যিনি, সমগ্র সৃষ্টি কাণ্ড ॥

শব্দ বা বাক্যের চারি অবস্থা

কেমনে বাহিরয়ে শব্দ বা বাক্য।
নিরাকরণে ইহা, জীব অশক্য ॥
কিন্তু আছে বাক্যের, অবস্থা চারি।
পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী ॥
এ "পরা" হইতেছে, বীজ অবস্থা।
না হয় বক্তার, অনুভূত তাহা ॥
বীজ হইল ভাব, যা উঠে মনে।
কি ভাব উঠিবে, বক্তা নাহি জানে ॥
উঠে ভাব যাহা, পুরুষ উঠান।
জীবের ক্ষমতা, নাহি পায় স্থান ॥
তুলনায় জীব, কাষ্ঠের পুত্তলী।
আছয়ে যে বাঁধা, সে দিয়া সূতলি ॥
ক্ষমতা নাহি তার, নিজে নাচিতে।
পুরুষ ধ'রে সূতা, নাচায় তালেতে ॥
ব্যক্ত জীবে আছে, পরতন্ত্র ধর্ম্ম।
সে যে অশক্ত, করিতে নিজ কর্ম্ম ॥

অব্যক্ত অবস্থা, হইল "পশ্যন্তী"।
ইহাতে বক্তার, হয় অনুভূতি ॥
এবার দেখান, কি ভাব উঠিবে।
যাহা জীব পরে, বাক্যে প্রকাশিবে।

"মধ্যমা" হইল, মধ্যব্যক্তাবস্থা।
হয় উচ্চারিত, অন্তরেতে তাহা ॥
পারে বক্তা কেবল, নিজে বুঝিতে।
অপর কেহই, না পারে জানিতে ॥

পূর্ণ ব্যক্তাবস্থা, হইল 'বৈখরী"।
বাগেন্দ্রিয় দ্বারা, উচ্চারণ করি।
করে প্রকাশ তখন, বাক্য রূপেতে।
যাহা পারে অন্যে, শুনিতে বুঝিতে ॥
আসে এত সত্বর, অবস্থা চারি ॥
না পাই সন্ধান, ধরিতেও নারি ॥

অন্তঃকরণ ত্রিকালজ্ঞ

করে কি আর কার্য্য, করণ গণ।
কহিতেছি যাহা, দর্শনেতে কন ॥
কালের মধ্যে, কেবল বর্ত্তমান।
বাহ্য করণ তব, দেখিতে পান ॥
যোগিগণ যোগে, অবগত হন।
পার কি বলিতে, ইহার কারণ ॥
অগ্রে বুঝ তবে, কি প্রকার যোগ।
সেটী কেবল, চিত্তবৃত্তি নিরোধ ॥
দর্পণ ন্যায় স্বচ্ছ, জীবের চিত্ত।
সংস্কার পুঞ্জ, যাহে রহে প্রোথিত ॥

সংস্কার ফুটা চেষ্টা, অতি প্রবল।
সে কারণেতে, চিত্ত সদা চঞ্চল ॥
প্রতি সংস্কার চাহে, অগ্রে ফুটিতে।
চিত্ত চঞ্চল সেই ধস্তাধস্তিতে ॥
কিন্তু আছেন যিনি, রূপে বিধাতা।
করেন তিনিই, ফুটার ব্যবস্থা ॥
বিষয় সকল, অহংকে জাগায়।
সে আমি আমার, রবে পশ্চাৎ ধায় ॥
বুদ্ধির বিচার, মনের নিবৃত্তি।
করয়ে সংযম, সেই চিত্তবৃত্তি ॥
করিলে নিরোধ, এ বাহ্য চিন্তায়।
থাকিবে ত্রিকাল, চক্ষের আগায় ॥
অন্তঃকরণের, এতই প্রভাব।
কিছুই জানিতে, না হয় অভাব ॥
জীব হয় এত, বিষয়ে প্রমত্ত।
না চাহে জানিতে, এ সকল তত্ত্ব ॥
ঈশ্বরের এত, কৌশল বিচিত্র।
আকর্ষেনা কিন্তু, আমাদের চিত্ত ॥
পাই যদি এক, আলেখ্য সুন্দর।
তখনি করি প্রশ্ন, কে কারিকর ॥
কেবল রহে জীব, ভোগে বিব্রত।
ভাবেনা ভোক্তা ভোগ্য কার প্রেরিত ॥

আমরা যে অতি, মূঢ় হীনমতি।
না স্মরি তাঁহারে, তাই এ দুর্গতি ॥
বৃথা আমরা, কাটাইতেছি কাল।
উদ্ধারের পথে, দিয়া কাঁটা জাল ॥

উপদেশ বাণী

থাকিলাম বাল্যকালে ক্রীড়াসক্ত।
তরুণ কালে হই, তরুণী-রক্ত ॥
শেষ বৃদ্ধ কালে, থাকি চিন্তা মগ্ন।
কবে আর হইব, ব্রহ্মে সংলগ্ন ॥
পদ্ম পত্রে জল, সদা ঢল্ ঢল্।
জীবনও তব, তদ্রূপ চঞ্চল ॥
সর্পদংশনুবৎ, শোক-রোগগ্রস্ত।
লোক-হত্যাকারী, উহারা সমস্ত ॥
যেমনি জন্মিবে, তেমনি মরিবে।
আবার জননী, জঠরে শুইবে ॥
সংসারে আছে এই, বিষম দোষ।
মানব ইহাতে, তব কি সন্তোষ ॥
কোরোনা ধন-জন-যৌবন-গর্ব্ব।
নিমেষেতে হরে লয় কাল সর্ব্ব ॥
ত্যজিয়া তুমি, মায়াময় সংসার।
কর হে চেষ্টা, ব্রহ্ম পদ পাবার ॥

অর্থকে অনর্থ, ব'লে ভাব নিত্য।
নাহি তাহে কোন, সুখ-লেশ সত্য॥
পুত্র হ'তেও, আছে ধনীর ভীতি।
সর্ব্বত্রই আছে, চলিত এ রীতি॥
অষ্ট কুলাচল, ও সপ্ত সমুদ্র।
ব্রহ্ম পুরন্দর, দিনকর রুদ্র॥
আমি তুমি বা, ত্রিলোকে কোন লোক।
থাকিবেনা কেহ, বৃথা কেন শোক॥
যাবৎ থাকিবে, ধনোপার্জ্জনে শক্ত।
পরিবারবর্গ, তাবৎ অনুরক্ত॥
কিন্তু তব জরাজর্জ্জরিত দেহে।
না লইবে বার্ত্তা, কেহ তব গেহে॥
সতত করহে তত্ত্ব, চিন্তা চিত্তে।
পরিহরি চিন্তা, এ নশ্বর বিত্তে।
ক্ষণমপি সজ্জন-সঙ্গতি একা।
হ'বে এ ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥
কে তোমার কান্তা, কে তোমার পুত্র।
এভব সংসার, অতীব বিচিত্র॥
কেবা তুমি, আসিলে বা কোথা হ'তে।
চিন্তা কর সদা, আপন মনেতে॥
ত্যজি রিপু কাম ক্রোধ লোভ মোহে।
বেছে লও "আমিকে" তব এ দেহে॥

আত্মজ্ঞানহীন, নর যত মূঢ় ।
পচিবে তাহারা, নরকে নিগূঢ় ॥
এই ক'টী বাণী, জ্ঞান-সুধাকর ।
দেন উপদেশ, আচার্য্য শঙ্কর ॥

নাম কেন সাংখ্যদর্শন

হইল নাম কেন, সাংখ্য দর্শন ।
করিলাম যার, মহিমা কীর্ত্তন ॥
সং অর্থে সম্যক্, ও খ্যা অর্থে জ্ঞান ।
তুই শব্দ মিলে, সাংখ্য নাম দেন ॥
উপদিষ্ট ইহাতে, সম্যক্ জ্ঞান ।
সে কারণে সবে, সাংখ্য আখ্যা দেন ॥
কেবল চক্ষের, দেখা দেখা নয় ।
অন্তরের দেখাতেই, দেখা হয় ॥
মনে না বুঝিলে, না হয় দর্শন ।
বুঝিলেই হয়, প্রকৃত দর্শন ॥
সেই কারণে নাম, দর্শন শাস্ত্র ।
হয় মর্ম্ম ইহার, অতি পবিত্র ॥
আছে জগতে, অনন্ত বিষয় ।
সহস্র জন্মে, বুঝা না শেষ হয় ॥
টেপ যদি একটী, ফুটন্ত চাল ।
বুঝিবে আরও, দিবে কিনা জ্বাল ॥

সব টেপার, না হয় প্রয়োজন।
একেতেই হয়, সুসিদ্ধ নিরূপণ ॥
বুঝিতে সহজেতে, ঈশ্বর তত্ত্বে।
করেছেন সংখ্যা, এ চব্বিশ তত্ত্বে ॥
সম্যক্ বুঝিলে, তত্ত্ব এ চব্বিশে।
বুঝিতে না রহে, বাকি কিছু শেষে ॥
সেই জন্যই নাম, সাংখ্য-দর্শন।
সংখ্যায় আবদ্ধ, ইহার বর্ণন ॥
থাকিয়া সংসারে, ভাব অনুক্ষণ।
হইবে তোমার, জ্ঞান উন্মীলন ॥

কর্ম্মের কথা

অতঃপর কহি কিছু, এখন কর্ম্মের কথা।
না হইলে যাহা, হইবে মনুষ্য জন্ম বৃথা ॥
কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি, কোনটী বাদ দিবার নয়।
কর্ম্মেতে আসে জ্ঞান, বিনা জ্ঞানে ভক্তি না হয়
আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন বৃত্তি চারিতে।
পৃথক্ কিছু নাহি দেখি, পশুতে ও নরেতে ॥
বাঁধাবৃত্তি কতকগুলি, দিয়াছেন পশুতে।
জন্মিয়া তাহাদের, জীবন যাপন করিতে ॥
ততোধিক দিয়াছেন, মনুষ্যে বিচারশক্তি।
যার বলে পারে তাহারা, পাইতে অন্তে মুক্তি ॥

প্রয়োজন তাই, সকল বৈদিক কর্ম্ম করা।
যতদিন উপযুক্ত, পাত্র না হই আমরা॥
বৈদিক কর্ম্ম জীবের, দেয় ফিরাইয়া মন।
সহস্র ফলশ্রুতির, লোভে করিলে তখন॥
যম নিয়ম আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার।
ধারণা ধ্যান সমাধি, আসিবে পরে তাহার॥
পায় প্রকাশ সমাধিতে, চরম সীমা ভক্তি।
আর সমাধিই হইল, জীবদ্দশায় মুক্তি।
ভাবিতে ভাবিতে এই, চব্বিশ তত্ত্ব যখন।
আসিবে সমাধি, জীবও, জীবন্মুক্ত, তখন॥
হয় পাত্র উপযুক্ত, হ'লে চরিত্র গঠন।
তা না হ'লে সমাধিতে, পঁহুছিবে না কখন॥
যম ও নিয়ম দু'টী, অগ্রে অভ্যাস করিলে।
তবে কর্ম্মের উপযুক্ত, পাত্র তুমি হইলে॥
অহিংসা সত্য অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহ।
সাধিতে এ যমের লক্ষণ, কর হে আগ্রহ।
শুচি সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান।
সাধিলে নিয়মের লক্ষণ, হইবে গুণবান্॥
অবজ্ঞা না করিবে তুমি, বাক্য মহাজনের।
তুলিবে শিরে কথা, ভাগবতে বাসুদেবের॥

তিনি বলিয়াছেন

তাবৎ কর্ম্মানি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে ।।

যতদিন নাহি, আইসে নির্ব্বেদ ।
কর কর্ম্ম যাহা, দেন শিক্ষা বেদ ॥
কথা মোর শ্রবণ, মনন ধ্যান ।
ক'রে যাও যাবৎ, দেহে থাকে প্রাণ ।
শ্রদ্ধা যতদিন, তাহে নাহি হয় ।
কর্ত্তব্য করা তব, কর্ম্ম নিশ্চয় ॥

পাঠক বৃন্দের প্রতি

দেখাইলাম কিছু, দর্শনের ছায়া ইহাতে ।
আছে কিন্তু এখনও, অনেক বাকি বলিতে ॥
দুই চারি বাক্যে যদি, পাঠক পান আনন্দ ।
এ অধীনও তাহাতে, পাইবে পরমানন্দ ॥
দেখিতেছি দর্শন শাস্ত্রটী, হইতেছে লুপ্ত ।
লিখিলাম ঔৎসুক্য, জন্মাইবার নিমিত্ত ॥
আমার ভাগ্যে যদি; কোন একটী ভাগ্যবান্ ।
প্রচারিতে এই শাস্ত্র, একান্ত উৎসুক হন ।।
তাহাতে আসিবে জীবের, নিষ্কাম ধর্ম্মজ্ঞান ।
পাইবেনও তিনি, অচিরাৎ মোক্ষ-সোপান ॥

মিনতি করি আমি, পাঠক বৃন্দে ।
বিচার না করিবে, ভাষা বা ছন্দে ॥

নহে উদ্দেশ্য পাণ্ডিত্য দেখাইতে।
করেছি চেষ্টা, সরলে বুঝাইতে ॥
আমি অতি মূর্খ, নহিক পণ্ডিত।
সদুদ্দেশ্যে ইহা, হইল রচিত ॥
যুবক যুবতীর, জ্ঞাত কারণ।
এ সরল দর্শনের প্রণয়ন ॥
নাহি হেন স্পর্দ্ধা, পণ্ডিতে শিখাই
যাঁহাদের শ্রীমুখে, সমস্ত পাই ॥

বন্দনা ও প্রার্থনা।

হেতু যিনি, স্থিত্যুদ্ভব প্রলয়ের।
নাহি হেতু যাঁর, নিজ উদ্ভবের ॥
স্বপ্ন জাগ্রত, সুষুপ্তিতে সমান।
তিন অবস্থায়, যিনি বিদ্যমান্ ॥
চরান যিনি, দেহেন্দ্রিয় হৃদয়।
রাখেন জীবন্ত, এ জীব নিচয় ॥
সর্ব্বজ্ঞ ও ব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্।
সৎ-রূপেতে যাঁর, চির অবস্থান ॥
জানিবে তাঁহাকেই, পুরুষঃ পরঃ।
করি আমি তাঁকে, কোটী নমস্কার ॥
এই সত্যস্বরূপে, প্রতীয়মান।
সমূহ সৃষ্টিকার্য্যের উপাদান ॥

প্রকৃতির আধার রূপে অধিষ্ঠান।
চৈতন্যস্বরূপ, পুরুষপ্রধান॥
এ পুরুষে মম, রহে যেন মতি।
দিও প্রভু আমারে, হেন শকতি॥
হয় যেন অন্তে, তোমায় স্মরণ।
করিও দাসের এ আশা পূরণ॥

তাঁ বিনে পার

তাঁ বিনে পার, পাবিনে পারাবারে।
বলি তাই বারে বারে
পারের কাণ্ডারি হরি, হরি বিনা কে
নিস্তারে রে দুস্তারে॥
ধন জন পরিবার, গুণ গর্ব্বে তোমার
পারবে না করিতে পার।
বরং ডুবাতে পারে পাথারে॥

বাগর্থাবিবসংপৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপ্রত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥

সমাপ্ত

পরমারাধ্য পিতৃদেব ৺মদনগোপাল দে মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত।

৺পীতাম্বর দে মহাশয়ের পৌত্র এবং ৺বৃন্দারাণী দাসীর গর্ভে ৺বীরচাঁদ দে মহাশয়ের পুত্র ৺মদনগোপাল দে মহাশয়ের জন্ম, ২রা মার্চ্চ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ৮৬ বৎসর বয়সে ১০ই নবেম্বর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। তিনি প্রায় দশ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। দুইটী পুত্র দুইটী কন্যা ও একটী গর্ভস্থ সন্তান রাখিয়া তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ শ্রীমদনগোপাল দে মধ্যম শ্রীবেণীমাধব দে এবং কনিষ্ঠ উক্ত গর্ভস্থ সন্তান পরে যাঁহার নাম-করণ হয় শ্রীবনমালী দে। সকলেই এক্ষণে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমাদিগের আদি নিবাস চন্দননগর হেলা পুকুরের ধার। ৺পীতাম্বর দে মহাশয় প্রথম আসিয়া কলিকাতায় কলুটোলা শোভারাম বসাক ষ্ট্রীটে ৺অদ্বৈতচরণ মল্লিক মহাশয়ের বাটীর প্রায় সম্মুখে, যেস্থান অধুনা তাঁহার মধ্যম পুত্র দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ষ্ট্রীট নামে খ্যাত, সেইখানে বাটী ক্রয় করিয়া বাস করিতে থাকেন। যখন বাটী খরিদ করেন তখন তাঁহার মাতা বর্ত্তমান। একশত

বৎসর বয়সে তাঁহার মাতাকে গঙ্গাযাত্রা করানো হয়। কিন্তু সেবার বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিয়া আরও পাঁচ বৎসর থাকিয়া স্বর্গলাভ করেন। ৺বীরচাঁদ দের মৃত্যুর পর পিতা কিছুদিন তাঁহার পিতামহের যত্নে লালিত পালিত হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার পিতামহী ও তাঁহার এক বিধবা ননন্দা যিনি পিত্রালয়ে পিতার নিকট বাস করিতেন তাঁহাদের উভয়ে কলহ হয়। এই কলহ ব্যাপার তাঁহার ননদিনী তাঁহার পিতার নিকট এত গুরুতর ভাবে অনুযোগ করেন যে তাঁহার পিতা ক্রোধবশতঃ বিধবা পুত্রবধু ও পৌত্র পৌত্রীদিগের উপর দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহার এক ভাগিনেয় ৺গৌরমোহন শীল যিনি মাতুলের বাটীতে বাস করিতেন তাঁহাকে ঐ বাটীখানি বিক্রয় করিয়া তাঁহার এক প্রতিবেশী ৺দ্বারকনাথ মল্লিক মহাশয়ের নিকট তাঁহার যাহা কিছু ছিল তাহা গচ্ছিত রাখিয়া তাঁহার বহির্বাটীর একখানি ঘরে কন্যাকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। আমাদিগের পৈতৃক গৃহদেবতার সেবাভারও পুত্র-বধুর স্কন্ধে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

৺গৌরমোহন শীল মহাশয় মাতুলের নিকট অনেক উপকৃত হইয়াছিলেন। তিনি দয়াপরবশ হইয়া এই নিঃসহায় অনাথা বিধবা ও তাঁহার সন্তানদিগকে ও গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৺হরিহর প্রভু ও লক্ষ্মীমাতা ঠাকুরাণীকে স্থান দিয়া রক্ষা করিলেন। আমার পিতামহী বহুবাজার সনাতন শীল লেন-নিবাসী ভক্ত চূড়ামণি ৺স্বরূপচন্দ্র ধরের কন্যা ও পরমভক্ত ৺কৃষ্ণদয়াল ধরের

ভগ্নী। ইঁহারা সমৃদ্ধিশালী বংশ ছিলেন। ইঁহাদিগের গৃহ-দেবতা ৺জগন্নাথদেবের রথযাত্রা সমারোহে উৎসব করণ ও তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, দরিদ্রনারায়ণ, আত্মীয়, কুটুম্ব, পাড়াপ্রতিবেশী ইত্যাদি লইয়া ন্যূনকল্পে অষ্টাহে ৮০০০ লোকের সেবা হইত এবং তদ্বংশীয় পরমভক্ত ও সঙ্গীত-রচয়িতা ও গায়ক ৺শম্ভূনাথ ধরের বাঁধা নাম-সঙ্গীতের জন্য এ বংশ বিখ্যাত ছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে রথের দিন অনেক নরনারী ইঁহাদিগের গাহনা শুনিতে আসিতেন। আমার পিতামহী তাঁহার পিতা ও তৎপরে ভ্রাতার নিকট গ্রাসাচ্ছাদনের সাহায্য ও ৺গৌরমোহন শীল মহাশয়ের নিকট বাসস্থানের সাহায্য পাইয়া আমার পিতা ৺মদনগোপাল দে ও দুই খুল্লতাত ও দুই পিসিমাতাকে অতি কষ্টে লালন পালন করিতে লাগিলেন। অর্থের অনটন বশতঃ ষোল বৎসর বয়সে পিতাকে (তিনি তখন জুনিয়ার ফার্ষ্টক্লাসে পড়িতেছিলেন) বিদ্যালয় ত্যাগ করাইয়া ৺গৌরমোহন শীল মহাশয় (যিনি তখন গ্রিসবরণ কোম্পানীর বুক্‌কিপার) তাঁহাকে লইয়া গিয়া ষোল টাকা বেতনের চাকরিতে বসাইয়া দেন এবং স্বয়ং হিসাব নিকাশ কার্য্য শিখাইতে থাকেন। ক্রমে পিতার যখন বেতন পঁচিশ টাকা হইল সেই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয় কিন্তু সেই বিবাহ ঘটনাও অপূর্ব্ব। আমার মাতা, ৺শ্রীনাথ শীল মহাশয়ের কন্যা, ৺সুধাংশু বদনী দাসীর অন্য একপাত্রে বিবাহ স্থির হইয়া অধিবাস পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু আমার মাতামহী পাত্রের স্বভাব চরিত্র অত্যন্ত মন্দ

সংবাদ পাইয়া, ও পাত্রে বিবাহ দিব না, বলিয়া কন্যাকে লইয়া ঘরে হুড়কা দিয়া বসিয়া রহিলেন। এদিকে পাত্র অন্বেষণ জন্য চারিদিকে দৌড়াদৌড়ির পর পরিশেষে ৺কৃষ্ণদয়াল ধরের নিকট তাঁহার ভাগিনেয় অর্থাৎ আমার পিতার জন্য অনুরোধ করায় তিনিও স্বীকার হওয়ায় পিতাকে লইয়া গিয়া সেই লগ্নে বিবাহ দেওয়া হইল। বিধাতার ভবিতব্য কে খণ্ডাইবে আমার মাতাও লক্ষ্মীমতী ছিলেন। তিনি ঘরে আসিবার পর হইতে পিতার ক্রমোন্নতিতে কিছুদিন মধ্যেই বেতন পঞ্চাশ টাকা হইল। তাহার কিছুদিন পরে গ্রেহ্যাম কোম্পানীতে একটী কর্ম্ম খালি হওয়ায় পঞ্চান্ন টাকা বেতনে সেইখানে গেলেন এবং তাহার কার্য্যনৈপুণ্যে ক্রমোন্নতিতে কিছুদিন মধ্যে তাঁহার বেতন পঁচাত্তর টাকা পর্য্যন্ত হইল।

তাহার পর এফ্ ডবলিউ হাইল্গার্স কোম্পানীর বেনিয়ান বা মুচ্ছুদ্দি ৺তারক নাথ মল্লিক মহাশয়ের (তারক নাথ বাবু সম্পর্কে পিতার খুল্লতাত শ্বশ্রূ ছিলেন) সাহায্যকারী সদর-মেটের মৃত্যু হওয়ায় তাহার স্থানে একজন বিশ্বাসী উপযুক্ত পাত্র আবশ্যক হওয়ায় তারক বাবু পিতাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে যদ্যপি তুমি আমার অফিসে আইস তাহা হইলে যদিও তুমি গ্রেহ্যাম কোম্পানীতে এখন যাহা পাইতেছ তাহা অপেক্ষা এ পোষ্টের বা পদের বেতন পাঁচ টাকা কম হইবে তাহা হইলেও তোমার ভাবী উন্নতির সম্ভাবনা। আমদানি ও রপ্তানি মালের ল্যাণ্ডিং ও শিপিং চার্জ যাহা পাইবে তাহাতে তোমার কিছু লাভ

৺তারক নাথ মল্লিক। ৺মদন গোপাল দে।

থাকিবে এবং সাহেবদের যদি সন্তুষ্ট রাখিতে পার তাহা হইলে, আমার অবর্ত্তমানে আমার পোষ্ট বা পদ পাইতে পারিবে।

গ্রেহ্যাম সাহেব প্রথম পিতাকে ছাড়িতে চাহেন নাই কারণ পিতার গ্রেহ্যাম কোম্পানীতে চাকরী পাইবার অনেক পূর্ব্ব হইতে কোন একটী বিষয় বাবদ আমদানী মালের ব্যাপারিদের (ক্রেতাদের) নিকট হইতে আদায় হইয়া যাহা আফিসে জমা হওয়া উচিত ছিল তাহা না হইয়া মুচ্ছুদ্দির নামেই এতাবৎ কাল জমা পড়িয়া আসিতেছিল। সেইটি তিনি তখনকার বড় সাহেব ডোন্যাল্ড গ্রেহ্যামকে দেখাইয়া দেওয়ায় প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা মুচ্ছুদ্দির নিকট হইতে আদায় হইল। তাহাতে সাহেবদের পিতার কর্ম্মদক্ষতার উপর নজর পড়িল। সেইজন্য গ্রেহ্যাম সাহেব বলিয়াছিলেন যে তুমি পাগল হইয়াছ তোমার মস্তিষ্ক খারাপ হইয়াছে। বেশী টাকা ছাড়িয়া কম বেতনে যাইতে চাও। এখানেও কি আর তোমার বৃদ্ধি হইবে না? কিন্তু যখন পিতার মুখে ভাবী উন্নতির কথা শুনিলেন তখন একখানি উত্তম প্রশংসা পত্র দিয়া ও মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। পিতা হাইল্‌গার্স কোম্পানীতে মুচ্ছুদ্দির সাহায্যকারী সদর-মেটের পদে বাহাল হইলেন। আমার মাতার ভাগ্য মিলিত হইয়া পিতার ভাগ্য আরও খুলিল। আমদানি ও রপ্তানি মালের ল্যাণ্ডিং ও শিপিং চার্জেস কণ্ট্র্যাক্টে বেতন ছাড়া কিছু অর্থাগম হইতে লাগিল। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম সাহেবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তখন পিতার বয়ঃক্রম প্রায়

২৪।২৫ বৎসর। চারি পাঁচ বৎসর পরেই তারক বাবুর শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি প্রায় আফিসে আসিতে পারিতেন না। তাঁহার কার্য্য সমস্তই পিতাকে চালাইতে হইত। ক্রমে তারক বাবুর অবস্থা বায়ুরোগে দাঁড়াইয়া তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল এবং অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

তারক বাবুর মৃত্যুর পর বড় সাহেব পিতাকে বলিলেন যে "মদন গোপাল, তুমি আমদানি ও রপ্তানি উভয় কার্য্যই চালাইতে পারিবে ত।" উত্তরে পিতা বলেন আমি এতদিন তারক বাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁহার সমস্ত কার্য্য চালাইয়া আসিতেছি আপনার অবিদিত নাই কিন্তু মহাশয় আমার এত অর্থ নাই যে আপনার আমদানি মালের মুচ্ছুদ্দি হইয়া বাজার দায়িত্ব লইতে পারি। আপনি আমদানি কার্য্যের জন্য অপর ধনাঢ্য লোক লউন আর রপ্তানী কার্য্য যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দেন তাহা হইলে যে সকল রেটে বা দরে তারক বাবু করিতে ছিলেন সেই সকল রেটে আমি করিতে পারি। সাহেব পিতার সত্য কথায় সন্তুষ্ট হইয়া পিতাকে রপ্তানি কার্য্যভার অর্পণ করিলেন এবং বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেড় শত টাকা ধার্য্য করিয়া দিলেন এবং আমদানি কার্য্যে অপর বেনিয়ান বা মুচ্ছুদ্দি লইলেন। তাহার পর যেমন আফিসের কার্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল পিতার বেতনও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং রপ্তানি মালের চার্জেসের লভ্যও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় হওয়ায় তিনি ৫।৬ নং আড়কুলি লেনস্থিত (যাহা

এক্ষণে মদন গোপাল লেন নামে তাঁহার জীবদ্দশা হইতে অভিহিত) কমবেশ সাত কাঠা জমি খরিদ্ করিয়া কিছু অংশে মাথা গুঁজিয়া থাকিবার মত ইমারাত তৈয়ারী করিয়া তাঁহার পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণী (প্রত্যহ যাঁহাকে প্রণাম না করিয়া আহারে বসিতেন না) দুইটী ভাই ও তাঁহাদের স্ত্রী ও পুত্র এবং তাঁহার পিতামহ ও তাঁহার পিসিমাতা যাঁহারা তাঁহাকে অকুল পাথারে ভাসাইয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে লইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নূতন বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কলুটোলাস্থ সমস্ত লোক ও পিতার বন্ধু বান্ধব সকলেই তাঁহার পিতামহকে লইয়া যাইতে নিষেধ করায় তিনি করজোড়ে গদ্গদ কণ্ঠে তাহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন "ভাই তোমরা আমাকে এ অনুরোধ করিওনা তোমাদের এ অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারিব না। পিতামহের আশীর্ব্বাদেই এই কুঁড়েটুকু করিতে পারিয়াছি। তাঁহার জীবনও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাকে যদি এই কুঁড়েতে এক রাত্রিও বাস করাইয়া সেবা করিতে পারি তাহা হইলে জানিব আমার জীবন সার্থক।" সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার পিতামহ ঐ বাটীতে সপ্তরাত্রি বাস করিয়া স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধে পিতা তখনকার অবস্থানুসারে যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে আফিসের কার্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পিতার উপার্জ্জনও তৎসঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রভূত

অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দান ও ধর্ম্মার্থে ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি বহু তীর্থ স্থানে মন্দির সংস্কার, পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দান এত গুপ্ত ছিল যে কেহ জানিতে পারিত না। তাঁহার মৃত্যুর পর যখন অনেকে আসিয়া আক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া গেলেন তখন প্রকাশ পাইল।

যখন পিতা বাটীতে পূজার দালান প্রস্তুত করিলেন তৎসঙ্গে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ শুনিবার ব্যবস্থা করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৩৫ কিংবা ৩৬ বৎসর। প্রথম শুনিতে আরম্ভ করিলেন সপ্তাহে একদিন, পরে দুইদিন, তাহার পর তিনদিন, পরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে একষট্টি বৎসর বয়সে যখন কার্য্য হইতে অবসর লইলেন তখন হইতে নিত্য পাঠ শুনিতে লাগিলেন। মাতার অনুমতিক্রমে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রীশ্রী৺হরিহর প্রভুর দোলযাত্রা উৎসব আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী মাতার পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা পরে রাস যাত্রা উৎসব ইত্যাদি নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপাদি আরম্ভ করেন।

কালের স্রোত কে রোধ করিতে পারে। আমার কনিষ্ঠ খুল্লতাত ৺বনমালী দের শিশুকাল হইতে আমার পিতার সাহায্যে ও আনুকূল্যে অর্থ সংগ্রহ হওয়ায় আমাদের বাটীর অনতি-দূরে এই গলির মোড়ে একখানি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া ভাড়া খাইতেছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে শিশুকাল হইতে লালন পালন করার কারণ তাহার উপর অপেক্ষাকৃত অধিক মমতা

হওয়ায় তাহার জামিন হইয়া চাকুরী করিয়া দেওয়া, অর্থ সাহায্যকরতঃ কারবার করিয়া দেওয়া, এবং কিসে তাহার কিছু উপার্জ্জন হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ থাকায় তাহার হস্তে মধ্যম ভ্রাতার অপেক্ষা বেশী টাকা জমিয়া গিয়াছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ খুল্লতাত সেই বাটিতে উঠিয়া যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এতাবৎকাল পিতা তাঁহার দুই ভ্রাতার সংসার খরচ, পুত্র কন্যার বিবাহের খরচ ও নিত্য নৈমিত্তক দেবসেবার খরচ হৃষ্ট চিত্তে আপনি স্বয়ং বহন করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি ভ্রাতাদের বলিতেন যতদিন তোমরা আমার কাছে থাকিবে তোমাদের রোজগার আমায় কিছু দিতে হইবে না। তোমরা নিজ নিজ হস্তে কিছু জমাইয়া লও। যদিও পূর্ব্ব হইতে পিতামহীর আজ্ঞানুসারে দেবসেবার পালা তিন ভ্রাতার মধ্যে বিভাগ হইয়াছিল সে কেবল কাগজে কলমে মাত্র। এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। বাল্যকাল হইতে দেবসেবার অভ্যাস থাকায় এখন দুইবৎসর ঠাকুর সেবা বন্ধ থাকিবে এই চিন্তায় পিতার মর্ম্মান্তিক বেদনা উপস্থিত হইল।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রীশ্রীহরিহর প্রভু ও লক্ষ্মীমাতা ঠাকুরাণী কনিষ্ঠ খুল্লতাতের পালায় তাহার বাটী যাওয়াতে সে বৎসর দোলযাত্রা উৎসব বন্ধ হওয়ায় পিতার আত্যন্তিক কষ্ট হইয়াছিল। সন্ধ্যাহ্নিকের পর তাঁহার মুখে প্রায় শুনিতাম প্রভু উপায় কর সেবায় অনভ্যাস থাকিয়া যেন তোমায় না ভুলিতে

হয়। ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হরিহর প্রভুর দোল উৎসব করিলেন কারণ তখনও মধ্যম খুল্লতাত পিতার নিকট আছেন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিহর প্রভু যখন পালায় গেলেন তখন স্থির থাকিতে না পারায় আর ঠাকুর দালান শূন্য থাকিবে ভাবিয়া মাতার ও গুরুর অনুমতিক্রমে হরিহর প্রভুর পাদুকাতে দোল-উৎসব করিলেন।

মধ্যম ভ্রাতা চলিয়া গেলে দুই বৎসর ঠাকুর সেবা বন্ধ থাকিবে এই চিন্তা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল। কেবল প্রার্থনা করিতেন প্রভু উপায় কর সেবার অনভ্যাসে তোমায় যেন না ভুলি। পিতার আন্তরিক প্রার্থনা বোধ হয় ভগবান্‌কে ব্যথিত করিয়াছিল। আমার মাতার আলমারিতে আমাদের শিশু-কালের সঞ্চিত অনেক প্রকার প্রস্তরের খেলনা ছিল তাহার মধ্যে দুই তিনটি শ্বেতপ্রস্তরের বলরাম মূর্ত্তি ছিল। আমার মাতাঠাকুরাণীও অতি ভক্তিমতী ছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় ঠাকুর সেবায় বঞ্চিত হইবার ভয়ে অনবরত চিন্তা করিতেন। কিছুদিন পরে মাতা স্বপ্ন দেখেন যে "ওরে আমাকে আর বন্ধ রাখিস্ না। আমাকে বসা আর যা পারিস্ কিছু কিছু ভোগ দিস্" মাতা তিনবার এইরূপ স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা বিবেচনায় কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তাহার পর পিতাকে স্বপ্ন হয় যে "ওরে মাকে অনেকবার বলিলাম তিনি গ্রাহ্য করিলেন না তুই আমাকে বসা আর বন্ধ রাখিস্ না"। প্রথম পিতাও গ্রাহ্য করেন নাই। দ্বিতীয়বার ঐ

স্বপ্ন হওয়াতে পিতা, মাতাকে জিজ্ঞাসা করায় মাতা তখন বলিলেন আমি তিনবার দেখিয়াছি। তখন পিতা স্বপ্নের মূর্ত্তিমত ঠাকুরটী বাছিয়া বাহির করিয়া লইলেন।

৺নীলকান্ত গোস্বামী প্রভু তখন পিতাকে চৌদ্দবৎসর যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত শুনাইতেছেন। তিনি একজন বিজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আসিলে পিতা তাঁহাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়া ঠাকুরটী দেখাইলেন ও এইটী বসাইবার যোগ্য কিনা তাহার তদন্ত করিতে বলিলেন। গোস্বামী প্রভু অনেক লোককে আনাইয়া ঠাকুরটী দেখাইয়া তাহাদের মতামত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রায় সকলেই বলিলেন যে এ বসাইবার উপযুক্ত মূর্ত্তি। কিন্তু তাহাতেও পিতা তাহাদের কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। এই প্রকারে বহুদিন গত হইল। তাহার পর একদা বৈকালে এক সন্ন্যাসী অকস্মাৎ আসিয়া পিতার সহিত ধর্ম্ম বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা কথোপকথনের পর বুঝা গেল যে তিনি সাধারণ সন্ন্যাস বেশধারীর মত নহেন। তখন পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ আপ্ ঠাকুরকা মূর্ত্তি পইছন্তে" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "শিলা ক্যা বিগ্রহ" পিতা বলিলেন বিগ্রহ। সন্ন্যাসী বলিলেন "দেখ্‌লানে শক্তা"। তখন পিতার ইঙ্গিতে আমি পিতার আলমারি হইতে বাহির করিয়া ঠাকুরটী ঠাকুর বাটীতে লইয়া আসিলাম। সন্ন্যাসী মহারাজ অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরটী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চারিদিক দেখিয়া পরে মুষ্টি ধরিয়া কত দীর্ঘ

ও উচ্চ মাপিয়া কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন "এ পুত্‌লিটো হাম্‌কো দেও তোম্ ক্যা করেগা" পিতা বলিলেন "আপ্ লেকে ক্যা করেঙ্গে" সন্ন্যাসী বলিলেন "এ পুত্‌লি গৃহস্থোকা ঘর্‌মে রহনা নেহি চাহিয়ে সাধু সন্ন্যাসীকা পাস্ রহনেসে ইস্‌কা সেবা হোগা।" তখন পিতা তাঁহাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত সকল বলায় তিনি বলিলেন "তোমারা নাম শুন্‌কে তোমারা সাথ্ আলাপ কর্‌নে আয়াথা অবি দেখ্‌তা তোম্ বহুত ভাগবান্ পুরুষ। বেসক্ তোম ইস্‌কো বইঠায়কে সেবা করো তোমারা মঙ্গল হোগা।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে পিতা তাঁহাকে কিছু দিতে অগ্রসর হওয়ায় তিনি বলিলেন "হাম্ কুছ মাংনেকা ওয়াস্তে নেহি আয়াথা, তোমারা সাথ্ আলাপ হুয়া এহি বহুৎ" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আর কখনও দেখা দেন নাই। তখন হইতে পিতা ৺ বলরামজীউর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মে কিংবা জুন মাসে প্রতিষ্ঠা করেন।

তাহার পর, চুরানব্বই বৎসর বয়সে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জুলাই তারিখে পিতার মাতৃদেবীর বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয়। মাতৃ-শ্রাদ্ধে পিতা যথেষ্ট খরচ ও দান করেন।

৺বলরাম জীউর প্রতিষ্ঠার প্রায় ষোল বৎসর পরে বাটীতে কারিকর বসাইয়া অষ্টধাতুর মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া রেবতী ঠাকুরাণীকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্‌টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য যুগল সেবা। রেবতী ঠাকুরাণীর প্রতিষ্ঠার প্রায়

দুইমাস পরেই শ্রীশ্রীবলরাম জীউর সহিত রেবতী ঠাকুরাণীর মহাসমারোহে বিবাহ দেন। আত্মবৎ সেবা যাহাকে বলে তিনি করিয়া গিয়াছেন। আর এই বিবাহ উপলক্ষে কিছু দান খয়রাত করা অন্যতম উদ্দেশ্য। এ বিবাহে আত্মীয়, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ও কলিকাতাবাসী সমগ্র গোস্বামীদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সকলেই বর ও কন্যার শোভাযাত্রায় নগ্নপদে যোগদান করিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভুরা পথে দল বিভক্ত হইয়া দলে দলে উচ্চ সংকীর্ত্তন করতঃ সকলের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এ বিবাহের কথা পূর্ব্ব হইতে প্রচার হওয়ায় শোভা যাত্রা যে যে পথ দিয়া যাইবার পুলিশ হইতে আদেশ লওয়া হইয়াছিল সেই সেই পথস্থিত বাটী সমূহের গবাক্ষদ্বারে ও ছাদে এত জনতা হইয়াছিল যে তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। ইহা ছাড়া অনেক দূর পল্লীস্থ কলিকাতাবাসীগণ ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য নরনারীগণ শকটের ভিতর ও ছাদ পরিপূর্ণ করিয়া রাজপথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকায় পথের এক অপূর্ব্ব বিচিত্র শোভা হইয়াছিল। বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভোগরাগাদির পর সকলে প্রফুল্ল চিত্তে প্রসাদ অঙ্গীকার করিলে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও গোস্বামী প্রভুদের যথাযথ সম্মান প্রণামী ও পাথেয়দানে বিদায় করা হইয়াছিল। অনেক অনাহুত ভদ্র সন্তান ও মহিলাগণ বাটীতে পদধূলি দানে ও প্রসাদ গ্রহণে পিতাকে ও আমাদের কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

এই বিবাহের কিছুদিন পরেই ৭০ বৎসর বয়সে ৬ই জুন ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আমার মাতাঠাকুরাণী সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুকালে অবশাঙ্গ হইলেও অতিকষ্টে প্রথম বাম হস্ত বিস্তারণ পরে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণে পিতার পদধূলি গ্রহণান্তর প্রাণত্যাগ করেন। পদধূলি দিবার জন্য পিতাকে বামদিক হইতে ঘুরিয়া দক্ষিণ দিকে আসিতে হইয়াছিল।

পিতার একটী আশা কেবল অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। জীবনের শেষ ভাগে তাঁহার একটী ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল যে শ্রীশ্রীবলরাম জীউর অন্নভোগের ব্যবস্থা করিয়া নিত্য অতিথি ও কাঙ্গালী ভোজনের স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঠাকুর প্রতিষ্ঠা তাঁহার নিজ নামে হওয়ায় পণ্ডিতেরা কেহ অন্নভোগ ব্যবস্থায় অনুমতি দিতে না পারায় তিনি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যহ পাঁচটী হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশটী পর্য্যন্ত কাঙ্গালী বা অতিথি ভোজন করাইয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরদের ক্রিয়াকলাপ যাহাতে তাঁহার অবর্ত্ত-মানে সুচারুরূপে চালিত হয় তাহার জন্য স্বতন্ত্র দেবত্তর ষ্টেট করিয়া গিয়াছেন।

যে সকল আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব তাঁহার অসময়ে কোনপ্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের অসময়ে আবার তিনিও অর্থদানে বা অন্যপ্রকারে তাঁহাদের প্রত্যুপকার করিতে বিরত থাকিতেন না। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দরিদ্র আত্মীয়দিগের যাহাতে সমাজে মান রক্ষা হয় তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

উপস্থিত বা ভবিষ্যতে কোন আত্মীয় দরিদ্র হইলে তাঁহাদিগের জন্য আমাদিগের মাতাঠাকুরাণীর উইলে ব্যবস্থা করাইয়া দিয়াছেন। কেবল আত্মীয় বা সম্পর্কীয় যে সাহায্য পাইত তাহা নহে, অনাত্মীয় ও অপরাপর অনেক অর্থীই যথোচিত সাহায্য বা প্রতিকার বা উপকার পাইতে বঞ্চিত হইত না। অর্থী কখনও বিমুখ হইত না।

নিম্নলিখিত ঘঠনাতে বুঝিবেন তাঁহার হৃদয়ে কিপ্রকার দয়ার সঞ্চার ছিল। একসময়ে তাঁহাকে রপ্তানি মাল জাহাজে পাঠাইবার জন্য যিনি বোট সপ্লাই বা সরবরাহ করিতেন তাঁহার এক কর্ম্মচারী হাইল্‌গার্স কোম্পানির (সচরাচর সকলে যাহাকে হিল্‌জার কোম্পানি বলে) ক্যাশ হইতে রসিদ দিয়া মধ্যে মধ্যে টাকা লইয়া তাহার মনিবকে না দিয়া আত্মসাৎ করে। সেই বোটওয়ালা পাঁচ হাজার টাকা পাওনার দাবি দিয়া পিতার নামে হাইকোর্টে অভিযোগ করে। সেই কর্ম্মচারী জানিত যে হিল্‌জার কোম্পানির খাতা তলপ করিলেই টাকা দেওয়া প্রমাণ হইবে ও তাহাতে তাহার কারাগারে যাইবার সম্ভাবনা। সেই ভয়ে সে আসিয়া পিতার পদপ্রান্তে পড়িল। তাহার কাতরোক্তি ও ক্রন্দনে পিতা অগত্যা পুনরায় পাঁচ হাজার টাকা দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। এই কর্ম্মচারী বোটওয়ালার ভাগিনেয় ছিল। বোটওয়ালা ভাগিনেয়ের চরিত্র দেখিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। দুরবস্থায় পড়িয়া সেই ভাগিনেয় প্রায় পিতার নিকট আসিয়া কিছু কিছু অর্থ

সাহায্য লইয়া যাইত। আমি তাহাকে কিছু বলিলে পিতা আমাকে কটু বলিতে নিষেধ করিতেন। আমায় বলিতেন "দেখিতেছ না ও পাপের ফল ভুগিতেছে। উহাকে আর মনঃ কষ্ট দিও না।" অন্যান্য অনেক বিষয় আছে তাহা উল্লেখে আর পাঠকবর্গের সময় অপহরণ করিব না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে কেহ তাহার শত্রু ছিল না।

এক্ষণে পিতার মরণ-বৃত্তান্ত শুনিলে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে তিনি কি প্রকার সাধক ও ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তিনি প্রতিবৎসর শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী মাতার পূজা করিতেন। সেই জগদ্ধাত্রী পূজার দিন প্রাতে স্নান আহ্নিক পূজা অন্তে প্রায় বেলা ৮টার সময় পূজা দেখিতে নিম্নে নামিতেছেন। এপর্য্যন্ত তাঁহাকে কোনদিন কাহাকেও ধরিয়া সিঁড়ি নামিতে দেখি নাই। সেদিন কিন্তু আমার মধ্যম ভ্রাতার হস্ত ধরিয়া নামিতে দেখিয়া আমি সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইলাম। সিঁড়ি হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমায় দেখিয়া ক্ষণিক দাঁড়াইয়া আমাকে বলিলেন "দেখ এদেহটা আর থাকিবেনা, বুঝি মার সঙ্গেই বা যাইতে হয়।" আমি বলিলাম আপনি কি বলিতেছেন, এখনি পূজা আরম্ভ হইবে বাহির দালানে গিয়া বসুন। তিনি বলিলেন "না হে আমি বুঝিতে পারিতেছি আমার অবস্থা বড় ভাল নয়।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মধ্যম পূজার পর মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বেলা দুইটার পর উপরে যাইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ

করিয়া মালা লইয়া জপ করিতে লাগিলেন। তিনি একা থাকিলে হরিনাম অথবা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ বিনা বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। তাঁহার এমন অভ্যাস ছিল যে নিত্য সন্ধ্যারতির পর হইতেই আরম্ভ করিয়া রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত ঘরের দরজা ঠেকাইয়া দিয়া নির্জ্জনে অবিশ্রাম উচ্চৈঃস্বরে বত্রিশ অক্ষরের হরেকৃষ্ণ নাম করিতেন পরে ঠাকুরদের শয়নের পর আহার করিয়া শয়ন করিতেন। হরিনামের সময় কোন কথা কেহ কহিতে যাইতে সাহস করিত না। যদি কেহ বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ যাইত, তাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন, কেবল মহামহাধ্যাপক ভীষগ্‌বাচস্পতি ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী কবিরাজ মহাশয় আসিলে বিরক্ত হইতেন না। তাঁহার ঔষধ বা মুষ্টিযোগে অনেক সময়ে পিতার প্রবল বায়ু উপশমিত হইত আর কবিরাজ মহাশয়ের সহিত ভগবৎকথায় প্রসন্ন থাকিতেন। কবিরাজ মহাশয় একদিন আমাকে বলেন যে তিন চারিদিন পূর্ব্বে আমি সন্ধ্যার পর কর্ত্তা মহাশয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া বড় অপ্রতিভ হইয়াছিলাম। আমি বাহির হইতেই তাঁহার হরিনাম কীর্ত্তন শুনিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু অতটা ভাবিনাই যে তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া এত প্রেমের সহিত হরিনাম করেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে তিনি উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতেছেন ও গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। আমি মনে মনে ভাবিলাম যে এ সময় আসিয়া আমি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। যাহাহউক আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিব মনে করিতেছি এমন সময়ে তিনি

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখেন যে আমি বসিয়া আছি, তিনিও অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, আসুন। আমিও অন্য কথা কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলাম যে আপনি এত উচ্চৈঃস্বরে নাম না করিয়া মনে মনে করিলে আপনার কোন কষ্ট হইবে না। আর গলা মুখ শুকাইবে না। উত্তরে তিনি আমাকে বলিলেন যে আমার ত কোন কষ্ট বোধ হয় না। আর দেখুন আমরা সংসারী জীব। অসংখ্য চিন্তায় আমাদের চিত্ত পরিপূর্ণ। মনে মনে নাম করিলে অন্যান্য অসংখ্য চিন্তা আসিয়া পাশে দাঁড়ায়, মনকে এক নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে স্থির হইতে দেয়না। কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে নাম করিলে অন্য চিন্তা মনে স্থান পায় না। কর্ণেও অন্য শব্দ প্রবেশ করিতে পারে না। আপনিই বলিতেছি, আপনিই শুনিতেছি ও পরকে শুনাইতেছি। বলুন দেখি ভাল কোন্‌টী ?

কাঙ্গালীভোজনের পর সন্ধ্যা প্রায় ছয়টার কিছু পূর্ব্বে আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে আমার বায়ু অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে আমার হাঁপ্‌ ধরিতেছে। আমি বলিলাম কেন আপনার ত বায়ু নিবারণের ঔষধ আছে দুইটা চাক্তি গুঁড়াইয়া দিব ? তিনি বলিলেন হাঁ তাহাই দাও। আমি গুঁড়াইয়া খাওয়াইয়া দিয়া কাজ কর্ম্ম দেখিবার জন্য চলিয়া আসিলাম। আবার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বা তিন কোয়াটার পরে আমায় ডাকাইয়া বলিলেন যে ওহে ঔষধে আমার হাঁপ্‌ থামিল না, বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। আমি বলিলাম তবে ডাক্তার মামাকে আমি

খপর পাঠাই এই বলিয়া যেমন নিম্নে আসিলাম অমনি ডাক্তার ৺সুদামচন্দ্র শীলকে সম্মুখে দেখিলাম। তিনি আমাদিগের সম্পর্কে মাতুল (কনিষ্ঠ খুল্লতাতের সম্বন্ধী) ও আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক। তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম মামা অগ্রে বাবার কাছে আসুন তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছে। উপরে আসিয়া নাড়ী দেখিয়াই আমায় চুপি চুপি বলিলেন যে ইন্‌জেক্‌সন্ জন্য ঔষধ ও পিচকারি লইয়া এখনি আসিতেছি। পনের কুড়ি মিনিট মধ্যে আসিয়াই ইন্‌জেক্‌সন্ আরম্ভ করিলেন। মরণ সময় পর্য্যন্ত পিতা মস্তক উচ্চ করিয়া তাকিয়া বালিস ঠেসান দিয়া বসিয়া জপ করিয়াছেন ও মধ্যে মধ্যে যখন অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইয়াছে তখন উচ্চৈঃস্বরে "গোবিন্দ হে" বলিয়া ডাকিয়াছেন। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় আমাকে বলিলেন যে বায়ুবৃদ্ধি হইলে তুমি মধ্যে মধ্যে যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধটী দিতে সেইটী একবার দাওনা তাহাতে আমি সুস্থ বোধ করিতাম। এ অবস্থায় আমি নিজে সাহস না করিয়া সুচিকিৎসক হোমিওপ্যাথ্ একজনকে আনাইয়া তিনি যাহা বলিলেন তাহাই দিলাম ও ডাক্তার মামাকে ইন্‌জেক্‌সন্‌টী এক ঘণ্টা কাল স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাহা না-শুনিয়া অর্দ্ধঘণ্টা পরেই আবার ইন্‌জেক্‌সন্ দিতে উদ্যত হওয়ায় পিতা বলিলেন "আবার কেন আমায় ফুঁড়িতে আসিলে? তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছ না যে আমার

শ্বাস হইয়াছে। আমি গোকুলের ঔষধ খাইয়া একটু সুস্থ বোধ করিতেছি আর আমায় ত্যক্ত করিও না।" পূজা উপলক্ষে সকের দল যাত্রা হইতেছিল। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় ডাক্তার মামা আস্তে আস্তে আমায় বলিলেন যে আর কেন যাত্রা ভাঙ্গাইয়া দাও। সেটীও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বলিলেন যে "তোমরা কি পরামর্শ করিতেছ। এই ভদ্রলোকেরা রাজপুর হইতে গাওনা করিতে আসিয়াছে এখন ভাঙ্গাইয়া দিলে তাহারা কোথায় যাইবে? আর এক কথা, এত কুটুম্ব মেয়ে ছেলেরাই বা কোথা যাইবে? তাহা ছাড়া যাত্রা ভাঙ্গাইয়া দিলেই বাটীর মেয়েরা আমার কি হইয়াছে বলিয়া সকলে আসিয়া গোল করিবে, আমায় সুস্থ থাকিতে দিবে না, তাহাতে আমার চিন্তার ব্যাঘাত হইবে। যাত্রার জন্য আমার ত কোন কষ্ট হইতেছে না তোমাদের এত কি কষ্ট হইতেছে। না যাত্রা ভাঙ্গাইও না।" যথাসময়ে যাত্রা ভাঙ্গিল। তখন মেয়েরা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিল। তিনি বলিলেন এখন যাও সময়ে খপর দিব আসিয়া দেখিয়া যাইও। তাহাদের কেবল বলিলেন সময়ের ভিতর যেন জগদ্ধাত্রী মাতার দধিকর্ম্মা ও বিসর্জ্জন হয় পুরোহিত মহাশয়কে বলিবে। বেলা ৮টার সময় মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে আনান হইল। তিনি দেখিয়া গোপনে আমাকে বলিলেন যে বাবু আপনার পিতার কোন রোগ নাই। কোন ঔষধের প্রয়োজন নাই। তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু আসিয়াছে। বেলা ১টার

মদন গোপাল দে।

মধ্যেই বোধ হয় তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন।

প্রায় বেলা ১১টার সময় তিনি পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত বধূমাতাগণ পৌত্রীদের ও আর যাহারা ছিল তাহাদের সকলকে আসিতে বলিলেন। তাহারা আসিলে বলিলেন মার বরণ শীঘ্র সারিয়া লও, আর দুই চারিটী উপদেশ বাক্য বলিয়া পাঁচ মিনিট কাল অপেক্ষার পর তাহাদিগকে হস্তের ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ করতঃ কহিলেন, দেখা হইয়াছে এখন যাও, আর সময় নষ্ট করার অবসর নাই। আর আমায় বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয়ের খাওয়া হইয়াছে কিনা দেখ। আর কথা কহিলেন না; নিজ করধারণে জপ করিতে লাগিলেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার বিবেচনা ও জ্ঞানশক্তি পূর্ণভাবে ছিল।

জাজ্জ্বল্যমান সংসার ছয়টী পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ অধম আমি গোকুলচন্দ্র, মধ্যম শ্রীমান্ সুরেন্দ্রমোহন, তৃতীয় শ্রীমান্ শশীভূষণ (রায় বাহাদুর) যাহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর হইতে কার্য্যে অবসর লইয়া স্বকৃত উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ অকাতরে দরিদ্রসেবায় নানা প্রকারে দান করিতেছেন। পঞ্চম শ্রীমান্ পুলিনবিহারী এবং ষষ্ঠ শ্রীমান্ সৎনকুমার যিনি এক্ষণে পরলোক গমন করিয়াছেন। কেবল চতুর্থ ৺গোষ্ঠবিহারি পিতার জীবদ্দশায় পাঁচটী পুত্র ও পাঁচটী কন্যা রাখিয়া গত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পৌত্র পৌত্রী প্রপৌত্র প্রপৌত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ রাখিয়া প্রায় বেলা একটার সময় সকলকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। যাহা

বলিয়াছিলেন যে মার সঙ্গেই বা যাইতে হয় তাহাই ঘটিল। আমার এক বন্ধু জগদ্ধাত্রী মাতার প্রতিমা লইয়া অগ্রে ৺গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিতে গেলেন, আর আমরা তাহার পরক্ষণেই পিতার শবদেহ লইয়া অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়ার জন্য বাহির হইলাম। ইহাই যেন সহানুগমন।

পিতার এই সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে আমাদিগের বংশের পরবর্ত্তী কেহ যদি এই সকল বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ গুণে গুণান্বিত হইতে পারে তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। ইতি ২রা চৈত্র ১৩৪৪ সাল ইংরাজী ১৬ই মার্চ্চ ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ।

বিনীত

শ্রীগোকুলচন্দ্র দে